উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 26 November 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 187

আদানির ১০০ কোটির প্রস্তাব ফেরাল তেলেঙ্গানা

সাতের পাতায়

জামিন পেলেন পার্থর বান্ধবী অর্পিতা

পাঁচের পাতায়

চুরি গেল সাধের চুল

নিউজিল্যান্ড, আমেরিকার মতো দেশে চুল ছিনতাই হয় হামেশাই। নদিয়ার শান্তিপুরেও এমন একটি গ্যাংয়ের হদিস মিলেছিল। সেই গ্যাং কি এবার শিলিগুড়িতেও!

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : রাস্তাঘাটে টাকাপয়সা, গয়না ছিনতাইয়ের কথা হামেশাই শোনা যায়। কিন্তু তাই বলে মাথার চুল ছিনতাই! তাও আবার ভরা অনুষ্ঠান থেকে! শুনতে আশ্চর্য লাগলেও এবার এমনটাই ঘটল শিলিগুড়ির সূর্যনগর মাঠে।

গত রবিবার সন্ধ্যায় একটি বেসরকারি সংস্থার কার্নিভাল দেখতে সূর্যনগর মাঠে গিয়েছিলেন এক তরুণী। সঙ্গে কাকিমা ও কয়েকজন বান্ধবীও ছিলেন। অনুষ্ঠানের মাঝে হঠাৎ তরুণী খেয়াল করেন, মাথার সেই লম্বা চুল আর নেই। অলক্ষে কে যেন চুল কেটে নিয়েছে। মুহূর্তে কেঁদে ওঠেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও হারান। আর হবে নাই বা কেন? কিশোরী বয়সেই যে চুল পিঠ ছাড়িয়ে কোমরের নীচে নেমে এসেছিল তাঁর। ঘন কালো চুলের প্রতি সেই সময় থেকেই অসীম মায়া জাগে তরুণীর। চুল দেখেই নাকি তাঁকে পছন্দ করেছিলেন হবু শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। এরপর বছর তিনেক আগে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) এলাকার বাসিন্দা ওই তরুণীর বিয়ে হয় কোচবিহার জেলায়। যদিও কর্মসূত্রে তরুণীর স্বামী এনজেপিতে শ্বশুরবাড়ির কাছেই থাকেন। সেখান থেকেই কার্নিভালে আসেন তরুণী। কিন্তু এমন আজব কাণ্ড যে ঘটে যাবে, তা কল্পনাতেও আনেননি কোনওদিন।

ছবি : এআই

রাগ, দুঃখে চোখ ছলছল তরুণীর। একবুক হতাশা নিয়ে বলছেন, 'কার্নিভালে অনুষ্ঠান দেখছিলাম। হঠাৎ খেয়াল করি, পেছন দিকের চুলের বিনুনি আর নেই। বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে মাঠে উপস্থিত পুলিশকে জানাই। মনে হয়েছিল এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখলে অপরাধীকে ধরা যেতে পারে।

এরপর দশের পাতায়

মুলতুবি সংসদ

সোমবার অধিবেশনের প্রথম দিনেই সরগরম লোকসভা ও রাজ্যসভা। আদানির বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ নিয়ে আলোচনার দাবিতে তর্জার জেরে সংসদের উভয় কক্ষের অধিবেশন মুলতুবি বুধবার পর্যন্ত।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

ডিসেম্বরে ৯৫০০ কোটি

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও বাংলা আবাস যোজনা প্রকল্পে ডিসেম্বর মাসেই সাধারণ মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রাজ্য সরকার প্রায় ৯৫০০ কোটি টাকা পাঠাচ্ছে। যা রেকর্ড বলেই দাবি করেছেন নবান্নের কর্তারা।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

অজি 'দুর্গে' তেরঙা বুমরাহদের

ভারত-১৫০ ও ৪৮৭/৬ (ডি.)
অস্ট্রেলিয়া-১০৪ ও ২৩৮
২৯৫ রানে জয়ী ভারত

পারথ, ২৫ নভেম্বর : হর্ষিত রানার স্লোয়ারটা বুঝতে পারলেন না অ্যালেক্স ক্যারি। উড়ে গেল তাঁর অফস্টাম্প।

মিডঅফ থেকে দ্রুত বাইশ গজের দিকে দৌড় লাগালেন জসপ্রীত বুমরাহ। সবার আগে পিচের সামনে হাজির হয়ে তুলে নিলেন স্টাম্প। আর তারপরই ভেসে গেলেন আবেগে।

সতীর্থদের জড়িয়ে ধরলেন। পরস্পরের মধ্যে ঢালাও শুভেচ্ছা বিনিময় চলল। আর তারপরই পারথ টেস্টের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ভারত অধিনায়ক বুমরাহ কেমন যেন খোলসের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তাঁর কি আচমকাই মনে পড়ে গিয়েছিল যে, ৬ ডিসেম্বর থেকে অ্যাডিলেডে শুরু হতে চলা বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির গোলাপি টেস্টে তাঁকে ফের সহ অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করতে হবে? কে জানে!

পারথের মাটিতে অতীতে টিম ইন্ডিয়া টেস্ট জিতেছে। সেই জয় এসেছিল ওয়াকা স্টেডিয়ামে। আজ ২৯৫ রানের জয় স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের মাটিতে সবচেয়ে বড় ব্যবধানের সাফল্য। আর সেই সাফল্য এল অপটাস স্টেডিয়ামে। যে স্টেডিয়ামকে অজি ক্রিকেটের 'দুর্গ' বলা হত এতদিন। ২০১৮ সালে এই মাঠে প্রথমবার খেলতে নেমে বিরাট কোহলির শতরানের পরও হেরেছিল টিম ইন্ডিয়া। আজ ছবিটা বদলে গেল। ভেঙে পড়ল প্যাট কামিন্সদের দুর্গ। আর অজি ক্রিকেটের দুর্গে তেরঙা ওড়ালেন বুমরাহরা। মহম্মদ সিরাজরাও দারুণভাবে সাহায্য করলেন তাঁদের অধিনায়ককে। শুধু তাই নয়, ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশের ধাক্কা সামলে ফের ডব্লিউটিসি'র শীর্ষস্থানে পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া।

অপটাসে অজিদের অপরাজেয় তকমা মুছে দিয়ে টিম ইন্ডিয়ার জয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল গতকালই।

এরপর দশের পাতায়

জয়ের স্মারক। সোমবার অপটাসে প্রথম টেস্ট জেতার পর ক্যাপ্টেন বুমরাহ।

ফের ডব্লিউটিসি'র শীর্ষে ভারত

ভারতের বহুতম জয় এশিয়ার বাইরে টেস্টে (রানের নিরিখে)

ব্যবধান	প্রতিপক্ষ	স্থান (সাল)
৩১৮	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	নর্থ সাউন্ড (২০১৯)
২৯৫	অস্ট্রেলিয়া	পারথ (২০২৪)
২৭৯	ইংল্যান্ড	হেডিংলে (১৯৮৬)
২৭২	নিউজিল্যান্ড	অকল্যান্ড (১৯৬৮)
২৫৭	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	কিংস্টন (২০১৯)

কথায় কথায়

অতুল কীর্তি রাখলেন রাজ্যপাল

আশিস ঘোষ

অতুল কীর্তি রাখল ভবে চণ্ডীদাসের খুড়ো। না, চণ্ডীদাসের খুড়ো নন, ইনি আমাদের রাজ্যের পিতৃব্যপ্রতিম অভিভাবক শ্রীযুক্ত সিভি আনন্দ বোস। তিনি রাজভবনে নিজের মূর্তি বসিয়েছেন। এও তো এক অতুল কীর্তিই বটে!

শনিবার তাঁর রাজ্যপালত্বের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির দিনে রাজভবনে একটি অনুষ্ঠানে এই অশ্রুতপূর্ব কাণ্ড ঘটিয়েছেন তিনি। কোনও জীবিত লোকের মূর্তি এ রাজ্যের কোথাও কখনও বসেনি। এমন বাসনা কারও মনে থাকলেও তা মনেই থেকে গিয়েছে, মূর্তিমান হয়নি। পাছে নশ্বর দেহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কীর্তির কথা লোকে ভুলে মেরে দেয়, তাই আগেভাগে নিজেই নিজের মূর্তি বানিয়ে রেখে দিলেন তিনি।

এ আর বিশেষ কথা কী। খোদ আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নিজের নামে নামকরণ করেছেন একটা আস্ত স্টেডিয়ামের। নিজেই নামকরণে হাজির ছিলেন। এও তো কস্মিনকালে শোনা যায়নি।

এর আগে মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় মায়াবতী উত্তরপ্রদেশের যত্রতত্র নিজের ঢাউস সব মূর্তি বসিয়েছিলেন। বহেনজির সে সব মূর্তিতে মায়াবতীর হাতে ভ্যানিটি ব্যাগও ছিল। রাজ্যপাটে আজ তিনি নেই, কিন্তু তাঁর মূর্তিরা দলিতগৌরবের সাক্ষ্যবহন করছে। এখনও বহালতবিয়তে জীবন্ত বহেনজির কীর্তির নিদর্শন রয়ে গিয়েছে লখনউয়ের এখানে-ওখানে। জীবিত মানুষের মূর্তির চল বিদেশেও বিশেষ একটা নেই। ব্যতিক্রম উগান্ডার ইদি আমিন। তিনি নিজেই নিজের স্ট্যাচুর উদ্বোধন করেছিলেন। তিনি অবশ্য আরেক একনায়ক হিটলারেরও মূর্তি বানিয়েছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

কর্মাধ্যক্ষ কুমুদিনীই, ফাইল রোমার হাতে

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : দলের ভিতর মান-অভিমান শুরু হতেই সিদ্ধান্ত বদল।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ত্রাণ, নারী ও শিশুকল্যাণ, খাদ্য বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ কুমুদিনী বড়াইক ঘোষকে পদে বহাল রাখা হলেও ওই তিন বিভাগের সমস্ত কাজের ফাইল দেখার দায়িত্ব দেওয়া হল সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কাকে। সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের উপস্থিতিতে একটি সভায় এমনই নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে সভাধিপতি বিস্তারিত কিছু না বললেও রোমা জানিয়েছেন, এখন থেকে তিনিই ওই বিভাগের ফাইলগুলি দেখভাল করবেন বলে ঠিক হয়েছে।

আজব সিদ্ধান্ত

- রোমার হাতে কোনও দপ্তর ছিল না বলে ক্ষোভ
- কুমুদিনী বড়াইক ঘোষের হাতে থাকা তিনটি বিভাগ রোমাকে দেওয়ার জল্পনা
- কানাঘুষো শুরু হতেই মান অভিমান শুরু হয়
- ঠিক হয়েছে, বকলমে কর্মাধ্যক্ষ থাকবেন কুমুদিনী
- রোমা ফাইল সামলাবেন

সহকারী সভাধিপতি হয়েও আলাদা কোনও বিভাগের দায়িত্বে না থাকায় কাজ করতে পারছিলেন না বলে আক্ষেপ ছিল রোমার। উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই খবর প্রকাশিত হতেই কলকাতা থেকে বার্তা আসে। ঠিক হয়, কুমুদিনীর হাতে থাকা তিনটি বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হবে রোমাকে। সেই খবর এক কান-দু'কান হতেই মহকুমা পরিষদে মান-অভিমানের পালা শুরু হয়। কুমুদিনীকে কর্মাধ্যক্ষ পদ থেকে সরানো হলে '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে বলে অনেকে মত দেন। সেই কারণে দুজনকেই গুরুত্ব দিতে, এদিনের বৈঠকে ওই বিভাগগুলির ফাইল দেখার নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয় রোমাকে। তবে কর্মাধ্যক্ষ কুমুদিনী যেমন ছিলেন, সেভাবেই থাকবেন।

রোমা বলছেন, 'আমি কাজ করতে চেয়েছি। পদ দিয়ে কী করব? তিনটি বিভাগের ফাইল দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারব, এটাই অনেক বড় ব্যাপার। নিজেদের মধ্যে মান-অভিমান থাকা ঠিক নয়।'

অভিযোগ, কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্বে থাকলেও সেভাবে কাজ করতে পারছেন না কুমুদিনী। ফলে অনেকেই চেয়েছিলেন, তাঁর জায়গায় অন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হোক। এদিনের সিদ্ধান্তমতো তাঁকে সরানো না হলেও কার্যত পুরো ক্ষমতাই কেড়ে নেওয়া হল। এব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানতে কুমুদিনীকে বারবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। সভাধিপতিও সেভাবে কিছু বলতে চাননি। অরুণের প্রতিক্রিয়া, 'আমাদের সাধারণ যেরকম বৈঠক হয়, সে রকমই একটা বৈঠক ছিল।'

এদিকে, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে রোমাকে 'মুখ' করতে চাইছে রাজ্য। যদিও পুলিশের তরফে এবিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

নাম জড়াচ্ছে শিলিগুড়ির প্রভাবশালীদের

সুপারি পাচারে উত্তরের যোগ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : ৪৭ কোটি টাকার সুপারি পাচারের ছক মণিপুরে ভেস্তে দিল আসাম রাইফেলস। যার সঙ্গে উত্তরবঙ্গ যোগের স্পষ্ট প্রমাণ এখন সেনা গোয়েন্দাদের হাতে। অসম হয়ে সেই বিপুল পরিমাণ সুপারি বীরপাড়া, চ্যাংরাবান্ধা, কোচবিহার, ফালাকাটা, ধূপগুড়ি, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এবং কলকাতার পঁচিশটি ঘাঁটিতে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল পাচারচক্রের।

যে চক্রে উত্তরবঙ্গের একাধিক ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ির প্রভাবশালী দুই ট্রাক মালিক, শুল্ক দপ্তরের তিন কর্তা এবং বারবিশা ও বাগডোগরার দুই জিএসটি মাফিয়ার নাম পেয়েছেন তদন্তকারীরা। তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়েছে। আসাম রাইফেলসের কাছে খবর ছিল, মায়ানমার থেকে একদিনে উত্তরবঙ্গে প্রায় ১০০ কোটি টাকার সুপারি পাচারের ছক কষা হয়েছে। মায়ানমারের সীমান্ত পার করে রওনা দেওয়ার সময়ই মণিপুরের তেংনৌপাল জেলার পাশাপাশি কয়েকটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫৩টি ট্রাকে ৪৭ কোটি টাকার ওই সুপারি ধরা হয় গত ১৩ নভেম্বর।

ট্রাকগুলি থেকে উদ্ধার হয় ৫,৪৪,০০০ কেজি (৬৮০০ বস্তা) সুপারি। তবে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি সেনা। সকলেই পালিয়ে মায়ানমারে আশ্রয় নিয়েছে। ইতিমধ্যে পাচারচক্রের উদ্ধার করা কয়েকটি মোবাইল এবং একটি পকেট ডায়েরি ঘেঁটে পাচারে উত্তরবঙ্গ যোগের নানা তথ্য মিলেছে। এক গোয়েন্দা আধিকারিকের কথা, 'পাচারে শিলিগুড়ির নাম বারে বারে এসেছে। উত্তরবঙ্গের আরও কয়েকটি জেলার যোগ আছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিস্তারিত কিছু বলা যাবে না।'

গোয়েন্দা সূত্রের খবর, গুয়াহাটির কাছে অসম-মেঘালয় সীমানায় দুটি গোপন ঘাঁটিতে বদল হয় পাচারের ট্রাক। বদলে যায় লাইনম্যান ও লিংকম্যান। গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, পশ্চিমবঙ্গে ঢোকার পর পুলিশের চোখে ধুলো দিতে ট্রাকগুলি রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের 'উত্তরের সুবিধা' পোর্টালে নথিভুক্ত করা থাকে। ফলে ট্রাকগুলিকে আটকানো হয় না বা তল্লাশি চালানো হয় না।

অসম-মেঘালয় সীমানায় যে সব ট্রাক বদল হয়, সেগুলি শিলিগুড়ির দুই অবাঙালি ব্যবসায়ী সরবরাহ করে বলে গোয়েন্দাদের কাছে খবর পৌঁছেছে। একাধিক লিংকম্যানদের কাছে 'শিলিগুড়ি নিউ বাজার'-এর নাম পেয়েছেন তাঁরা। নিউ বাজার বলতে খালপাড়ার নয়াবাজারের কথা বলা হচ্ছে বলে মনে করছেন স্থানীয় পুলিশকর্তারা।

উত্তরবঙ্গ হয়ে কলকাতা পর্যন্ত বিভিন্ন ঘাঁটিতে সুপারি পৌঁছোনোর এই চক্রে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের তদন্তে বারবার উঠে এসেছে জনৈক 'বর্মন দাদা'র নাম। যার বাড়ি অসম-বাংলা সীমানার বারবিশা এলাকায়। জাল জিএসটি নথি তৈরি করে পাচারের কারবারে সিদ্ধহস্ত ওই ব্যক্তি। বাগডোগরা এলাকায় এক প্রভাবশালীর হাত রয়েছে তার মাথায়।

এরপর দশের পাতায়

মণিপুরের তেংনৌপালে আটক সুপারিবোঝাই ৫৩টি ট্রাক।

দুষ্টচক্র

- একদিনে ১১০টি ট্রাকে সুপারি পাচারের ছক ছিল
- ট্রাকগুলির গন্তব্য ছিল বাংলার পঁচিশটি ঘাঁটি
- মণিপুরে ওই সুপারি আটক করে সেনা
- পাচারে শিলিগুড়ির দুই ট্রাক মালিক, বারবিশা ও বাগডোগরার দুই জিএসটি মাফিয়া এবং একাধিক কাস্টমস কর্তার যোগ

এডিশন স্পেশাল

ভুল মন্দিরে মুখ্যমন্ত্রীর ডালা

তিনের পাতায়

ট্যাবের টাকা পেয়ে টেস্টে ভোকাট্টা

চারের পাতায়

দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার যুগলের

দশের পাতায়

উত্তরে ঘাসফুলের ৩ মুখপাত্র

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : তৃণমূলে উত্তরবঙ্গের গুরুত্ব বাড়ল। পৃথকভাবে তিনজনকে উত্তরবঙ্গের মুখপাত্র মনোনীত করা হয়েছে। এই তিনজনের তালিকায় আছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ ও রাজ্যসভা সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক। রাজ্য স্তরের মুখপাত্রের তালিকায় ঠাঁই পেয়েছেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল।

মুখ্যমন্ত্রী হয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গে বেশি নজর দিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর তৈরি করেন একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে। তারপরেও অবশ্য গত কয়েক বছর উত্তরবঙ্গে সাংসদ, বিধায়ক তালিকায় বিজেপিরই রাজ ছিল। সাম্প্রতিক বিধানসভার উপনির্বাচনে অবশ্য পদ্মের গড় আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট ছিনিয়ে নেয় তৃণমূল। কোচবিহারের সিতাই দখলে রাখে।

মনে করা হচ্ছে, সেজন্য কোচবিহারের উদয়ন, আলিপুরদুয়ারের প্রকাশ ও সুমনের দায়িত্ব বাড়ল। গৌতমকে অবশ্য প্রথম থেকেই উত্তরবঙ্গের শীর্ষ নেতার মর্যাদা দেন মমতা। যদিও চা বাগানের বিষয়ে উত্তরবঙ্গের কোনও নেতার সংবাদমাধ্যমে কথা বলার অধিকার রইল না। সেই দায়িত্ব পেলেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। সোমবার তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে একদম জাতীয় থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত বিবৃতি

সুমনকেও দায়িত্ব

দেওয়ার দায়িত্ব বেঁধে দেওয়া হল।

নেতাদের পারস্পরিক ঝগড়া ও আলটপকা মন্তব্য ঠেকাতে জাতীয় কর্মসমিতি এই সিদ্ধান্ত নিল বলে মনে করা হচ্ছে। বৈঠকের পরে অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এখন থেকে যে যা খুশি মন্তব্য করতে পারবেন না।' তৃণমূল সূত্রে খবর, সোমবারের বৈঠকে মমতা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, দলের ঊর্ধ্বে কেউ নন। দলে থাকতে হলে পদে থেকে বেফাঁস মন্তব্য করা যাবে না, যাতে দল সম্পর্কে মানুষের কাছে ভুল বার্তা যায়।

আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন বিধানসভার রেকর্ডে এখনও বিজেপি বিধায়ক। কিন্তু তাঁর গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে তৃণমূলে। তাঁকে আগেই পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। এবার তিনি দলের অন্যতম রাজ্য মুখপাত্র হলেন। ওই মুখপাত্রদের তালিকায় রয়েছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মানস ভুঁইয়া, মলয় ঘটক, শশী পাঁজা ও কুণাল ঘোষ।

জাতীয় স্তরে সংবাদমাধ্যমের সামনে মন্তব্য করার জন্য যে কমিটিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও রাখা হয়েছে ডেরেক ও'ব্রায়েন, কাকলি ঘোষদস্তিদার, কীর্তি আজাদ, সুস্মিতা দেব ও সাগরিকা ঘোষকে। দলীয় মুখপাত্রদের সমন্বয়ের দায়িত্ব অরূপ বিশ্বাসের।

দলীয় অনুশাসন আরও কঠোর করে সিদ্ধান্ত হয়েছে, তিনবার কাউকে শোকজ করা হলে পরেরবার তাঁকে সাসপেন্ড করা হবে। দলে শৃঙ্খলায় নজর রাখতে তিনটি শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে। সংসদের ওই কমিটিতে আছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন, কাকলি ঘোষদস্তিদার, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নাদিমুল হক। রাজ্য স্তরের কমিটিতে আছেন সুব্রত বক্সী, অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, সুজিত বসু ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বিধানসভার কমিটিতে ঠাঁই হয়েছে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম ও দেবাশিস কুমারের।

ময়নাতদন্ত না করেই দেহ ফেরত

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : মরেও যেন শান্তি নেই। কেননা মর্গে জায়গা নেই। ফলে ময়নাতদন্ত না করেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গ থেকে মরদেহ ফেরত পাঠানো হচ্ছে। আর এতেই বিপাকে পড়েছে পুলিশ। দুর্ঘটনায় মৃত সহ বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকা বেওয়ারিশ দেহ তুলে ময়নাতদন্ত করানো পুলিশের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কিন্তু গত দু'তিনদিনে বেশ কয়েকটি থানা থেকে আসা মরদেহ উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ফরেন্সিক বিভাগ ময়নাতদন্ত না করেই ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। দু'একটি ক্ষেত্রে পুলিশ মরদেহ নিয়ে জলপাইগুড়ি মেডিকেলে গিয়েছে। সেখানেও আগে থেকেই প্রচুর মরদেহ জমে থাকায় ময়নাতদন্ত করা হয়নি।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ফরেন্সিক বিভাগের প্রধান ডাঃ রাজীব প্রসাদ বলছেন, 'গত অগাস্ট মাস থেকে মরদেহের পাহাড় জমেছে। বারবার প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে চিঠি দিয়েও মরদেহগুলি সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়নি। বরং প্রতিদিন বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে বেওয়ারিশ মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য আসছে। এগুলি কোথায় রাখা হবে? সেইজন্য ময়নাতদন্ত না করে বাধ্য হয়েই পুলিশকে মরদেহ নিয়ে যেতে বলা হচ্ছে।'

মেডিকেলে গিয়ে বিপাকে পুলিশ

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের মর্গ। -ফাইল চিত্র

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (পশ্চিম) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের কথায়, 'বেওয়ারিশ মরদেহ সৎকারের একটা প্রক্রিয়া রয়েছে। সেটা মেনেই জমে থাকা দেহগুলি সৎকার করা হবে।' কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, আর কবে এই কাজ করবে প্রশাসন? এত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে কেন এত দেরি হচ্ছে?

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, পুলিশ কোথাও থেকে কোনও অজ্ঞাতপরিচয় দেহ উদ্ধার করলে প্রথমে সেটির ময়নাতদন্ত করতে হবে। ময়নাতদন্তের পর মরদেহ সাতদিন মর্গেই রাখতে হয়। সেই সময়ের মধ্যে পুলিশের তরফে মৃতের পরিচয় জেনে পরিজনদের খোঁজ করা হবে। সেইজন্য সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপনও দিতে হবে। সাতদিনের মধ্যে কোনও দাবিদার না এলে সেই মরদেহ একজন ম্যাজিস্ট্রেটের

এরপর দশের পাতায়

নেহরু রোড যেন আর্ট গ্যালারি

নেহরু রোডের পোর্ট্রেট ভিউ।

দার্জিলিং, ২৫ নভেম্বর : দেওয়ালজুড়ে বেশ কয়েকটি স্থানীয় জনজাতির চরিত্র। প্রত্যেকের সাজসজ্জায় অভিনবত্ব। তার পাশেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিচ্ছে একটি পায়রা। দার্জিলিংয়ের স্থানীয় শিল্পীদের নিপুণ দক্ষতায় স্থানীয় সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য ফুটে উঠেছে নেহরু রোডের ধারের দেওয়ালে।

শৈলশহরকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে বেশ কিছু পদক্ষেপ করেছে পুরসভা। ম্যালের চৌরাস্তাকে কেন্দ্র করে নেহরু রোড, গান্ধি রোড, রাজভবনগামী রাস্তাকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়। বিভিন্ন জায়গায় পর্যটক এবং সাধারণ মানুষের বসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নেহরু রোডে খোলা আকাশের নীচে এই আর্ট গ্যালারি প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছে পর্যটকদের। স্থানীয় মানুষ গর্ব প্রকাশ করছেন। দার্জিলিংয়ের পুর চেয়ারম্যান দীপেন ঠাকুরীর কথায়, 'সকলের সহযোগিতায় দার্জিলিং শহরকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। নেহরু রোডের এই আর্ট গ্যালারি তার অন্যতম নিদর্শন।'

এখানে পুরসভায় নতুন বোর্ড ক্ষমতায় আসার পর শহরের সাজসজ্জায় অনেকটাই অদলবদল আনা হয়। ম্যালের চৌরাস্তার ফোয়ারা পুনরায় চালু করা, নেহরু রোডজুড়ে পেভার্স ব্লক বসিয়ে রাস্তা সংস্কার হয়েছে। শহর সাফসুতরো রাখতে বিভিন্ন জায়গায় বসানো হয় ডাস্টবিন। ম্যালের চৌরাস্তা, নেহরু রোড, গান্ধি রোড, চকবাজার, রাজভবনের রাস্তা, মহাকাল মন্দিরের রাস্তা সবসময় পরিচ্ছন্ন রাখতে বিশেষ কর্মী নিয়োগ করেছে পুরসভা।

এসবের পাশাপাশি ম্যাল থেকে নেহরু রোডে বাঁদিকে বেশ কিছু নতুন বেঞ্চ বসানো হয়েছে। কেভেন্টার্সের উলটো দিকে অনেকটা জায়গাজুড়ে মার্বেল বসিয়ে বসার বন্দোবস্ত করেছে পুরসভা। এখানেই দেওয়ালজুড়ে 'বেটার দার্জিলিং'-এর ব্যানার এঁকেছেন দার্জিলিংয়ের চিত্রশিল্পীরা। পাশের দেওয়ালে এর আগেই পুরসভার তরফে দেওয়াল চিত্র আঁকা হয়েছিল। সেখানে জায়গা করে নিয়েছে ইউনেসকোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমাপ্রাপ্ত টয়ট্রেন। ইঞ্জিনে চালকের আসনে রেডপান্ডা। পরের কোচের ভেতরে লোকনৃত্যে মেতেছেন কয়েকজন শিল্পী।

JERMEL'S ACADEMY, SILIGURI

(A SENIOR SECONDARY CBSE AFFILIATED SCHOOL)
Jungle Mahal Rd, Dabgram - II, Majhabari East
www.jermelsacademy.org
FOSTERING EXCELLENCE, BUILDING CHARACTER

JERMELS ACADEMY INVITES APPLICATIONS FOR THE FOLLOWING TEACHER VACANCIES :

1. TGT (ENGLISH) (1 POST)
2. TGT (BIO SCIENCE) (1 POST)
- Candidates must have a B.Ed degree and know their subject well.
- Candidates must be flunt in English

ONLY THE SHORTLISTED CANDIDATES WILL BE CALLED FOR AN INTERVIEW AT THE END OF THE MONTH.

Send Applications by email to **jermelsacademy@rediffmail.com**, send in **PDF** to **WhatsApp to 8101913938** or hand it in at the school office at Majhabari.

PRINCIPAL

ADMISSIONS OPEN FROM CLASSES LKG - IX AND CLASS XI (SCIENCE/ARTS/COMMERCE) FOR THE 2025-26 SESSION. LIMITED SEATS. WALK IN FOR REGISTRATION OR ENQUIRE THROUGH WHATSAPP (8101913938).

আজ টিভিতে

প্রাইমার সারভাইভার : এক্সট্রিম আফ্রিকান সাফারি রাত ৯ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ মিত্তির বাড়ি, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় – অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ রাজার মেয়ে পারুল, দুপুর ২.৩৫ ১০০% লাভ, বিকেল ৫.৩৫ দোলনচাঁপা, রাত ৮.২০ তিনমূর্তি, ১১.২০ গেম

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ রাম লক্ষ্মণ, বিকেল ৪.৩৫ সন্তান, সন্ধ্যা ৭.৩০ ঘাতক, রাত ১০.২৫ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ অগ্নিপরীক্ষা, দুপুর ১.০০ সাথী, বিকেল ৪.০০ রাখে হরি মারে কে, সন্ধ্যা ৭.০০ বিধিলিপি, রাত ১০.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আমার মা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আঁধার পেরিয়ে

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সোলজার

বোঝেনা সে বোঝেনা রাত ১০ কালার্স বাংলা সিনেমা

তিনমূর্তি রাত ৮.২০ জি বাংলা সিনেমা

কিসি কা ভাই কিসি কি জান দুপুর ১.৩২ অ্যান্ড পিকচার্স

দ্য ফ্যামিলি স্টার সন্ধ্যা ৭.৫৯ কালার্স সিনেপ্লেক্স

তামাকমুক্ত হতে চায় বইগ্রাম

প্রণব সূত্রধর

সচেতনতা ছড়াচ্ছে পানিঝোরা।

আলিপুরদুয়ার, ২৫ নভেম্বর : বইগ্রাম হিসেবে ইতিমধ্যে রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে বিশেষ পরিচিতি পেয়েছে পানিঝোরা গ্রাম। এবার কালচিনি ব্লকের এই গ্রামটিকে তামাকমুক্ত মডেল গ্রাম হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে জেলা প্রশাসন। বইগ্রামকে তামাকমুক্ত গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করার আগে বিশেষ পর্যবেক্ষক দল সেই গ্রামের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে। এছাড়া, যুবসমাজের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হবে। তামাকমুক্ত গ্রাম গড়ে তুলতে স্কুল, কলেজ পড়ুয়া সহ যুবসমাজকে কাজে লাগাতে চাইছেন প্রশাসনের কর্তারা। বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর ছাড়াও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি প্রচারাভিযান চালাবে।

সোমবার ডুয়ার্সকন্যায় জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্য দপ্তর, ব্যবসায়ী সংগঠন এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিদের বিশেষ বৈঠক হয়। সেখানে আলিপুরদুয়ার জেলা শাসক আর বিমলা, মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়, দুই উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং ডাঃ কুমারেশ ঘোষ ছাড়াও ছিলেন ডিএসপি ক্রাইম অনির্বাণ মজুমদার।

উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কুমারেশ ঘোষ বলেন, 'আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে। তার জন্য প্রচারে জোর দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর ছাড়াও জেলা প্রশাসন এবং বিভিন্ন সংস্থা যৌথভাবে প্রচারাভিযান চালাবে। পানিঝোরাকে প্রথম তামাকমুক্ত মডেল গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলা হবে।'

প্রথমে ফেস্টুন, ফ্লেক্সের মাধ্যমে বইগ্রামে তামাকবিরোধী প্রচারাভিযান চলবে। পুরসভা ও পঞ্চায়েত দপ্তরের তরফে মাইকিং করে বিধিনিষেধ ঘোষণার পরিকল্পনা রয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংলগ্ন এলাকাগুলিতে তামাকজাত দ্রব্য কেনাবেচা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে। এছাড়া, দোকানেও সেসব প্রকাশ্যে বিক্রি করা যাবে না। পানিঝোরার বাসিন্দা সুধা টোপ্পো বললেন, 'প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই। আমরা প্রশাসনকে সবরকমের সহযোগিতার চেষ্টা করব।'

প্রথম পর্যায়ে পানিঝোরা গ্রামে সাফল্য পেলে একইভাবে আলিপুরদুয়ার জেলাকে তামাকমুক্ত ঘোষণার চেষ্টা চলবে।

রাজ্য সফট বল দলে ১৩

সুভাষচন্দ্র বসু

বাংলার সফট বল টিমে জলপাইগুড়ি জেলার নির্বাচিত খেলোয়াড়রা।

বেলাকোবা, ২৫ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে সুখবর। বাংলা দলের হয়ে জাতীয় স্তরে সফটবল প্রতিযোগিতায় সুযোগ পেয়েছেন জলপাইগুড়ির ৫ জন পুরুষ ও ৮ জন মহিলা। ১৪তম পূর্বাঞ্চল সিনিয়ার পুরুষ ও মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪ সফট বলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হয়ে খেলবেন তাঁরা সকলে। আগামী ২৯ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর খেলাটি অনুষ্ঠিত

জলপাইগুড়ি

হবে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় ময়দানে। ১৩ জন খেলোয়াড়ের প্রত্যেকেই বেলাকোবা ইউথ ফুটবল অ্যাকাডেমির শুভ দাসের কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

ছেলেদের মধ্যে সুযোগ পেয়েছেন হিরন্ব রায়, দীপ রায়, অসমিত কুজুর, রোহিত ছেত্রী ও দুর্বার রায়। মহিলাদের মধ্যে রয়েছেন পূজা রায়, বর্ষা রায়, লছমি সাহানি, প্রিয়া ওরাওঁ, সোনাই রায়, অমৃতা ওরাওঁ, রঞ্জনা রায় ও রাধিকা ওরাওঁ।

জেলা সফটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আবির মিত্র বলেন, 'রাজ্য দলের হয়ে স্থান পাওয়া প্রতিটি খেলোয়াড় দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে উঠে এসেছে। কারও বাবা চা বাগানের শ্রমিক, কেউ কৃষক পরিবারের সন্তান। প্রত্যেকেই স্কুল বা কলেজের পড়ুয়া।' তাঁর ভরসা, 'আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস পূর্বাঞ্চল মিটে বাংলা দল ভালো ফল করবে।'

কলকাতা থেকে টেলিফোনে রাজ্য সফটবল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হেমলাল মণ্ডল বলেন, '১৪তম পূর্বাঞ্চল সিনিয়ার সফটবল প্রতিযোগিতায় মোট সাতটি রাজ্যের টিম অংশগ্রহণ করবে। এর মধ্যে রয়েছে বাংলা, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, মেঘালয়, মণিপুর ও অসম।' বাংলা টিমে জলপাইগুড়ি জেলা থেকে সর্বাধিক পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। হেমলাল বলেন, 'জলপাইগুড়ি জেলার খেলোয়াড়রা খুবই সক্রিয়। তাঁদের পারফরমেন্সও অনেক ভালো। এর জন্যই তাঁরা নির্বাচিত।'

রজিস্ট্রী সं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102024-258269
CG-DL-E-26102024-258269

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4312] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 25, 2024/कार्तिक 3, 1946
No. 4312] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2024/KARTIKA 3, 1946

ভাগ II খণ্ড 3 (ii) ভারতের গেজেট ঃ অসাধারণ

সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক এবং মহাসড়ক
(নোটিফিকেশন)
নয়াদিল্লি ২৫শে অক্টোবর, ২০২৪

[illegible]

নির্ঘণ্ট

[illegible]

রাজ্য ঃ পশ্চিমবঙ্গ			জেলা ঃ দার্জিলিং		
ক্রঃ সঃ	সার্ভে/প্লট নম্বর	জমির ধরন	জমির প্রকৃতি	আয়তন (হেক্টরে)	জমির মালিকের নাম/ আগ্রহী ব্যক্তির নাম
১	২	৩	৪	৫	৬
তালুক ঃ মাটিগাড়া					
গ্রাম ঃ গৌরচরণ (জেএল নং. - ০৮১)					
১	এল আর ৬৩৩	সরকারি	নদী	০.০০০৮৯০৩	পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২	এল আর ৮১৩	প্রাইভেট	ডাঙ্গা	০.০৫৬৬৫৭২	এসজেডিএ
৩	এল আর ৮২০	প্রাইভেট	রূপনি	০.০২৬৩৮৬১	এসজেডিএ
৪	এল আর ৮২২	প্রাইভেট	ডাঙ্গা	০.০০৬৫৫৬১	এসজেডিএ
৫	এল আর ৮২৫	প্রাইভেট	ডাঙ্গা	০.০২৮৮১৪৩	এসজেডিএ
মোট				০.১১৯৩০৪	

(এফ নং. আর ডব্লিউ/এনএইচ/১২০১২/৬/২০১৫ ডব্লিউবি/পি-৩/৩ডি)
অভয় জৈন, ডিরেক্টর

অ্যাফিডেভিট

আমার স্বামীর L.R. খতিয়ান নং 571, JL নং, 165, LR প্লট নং 3097, 3103, 3105, মৌজা- খারিজা বানিয়াদহ এবং জমির ডিড নং I 1551, Dt. 23/4/82, স্বামীর নাম এবং তাঁর পিতার নাম ভুল থাকায় গত 01-10-24 2nd Court (Newly Created) Dinhata J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে স্বামী Bhuttu Das, S/o. Banu Ch. Das, Sukaru Barman, S/o. Banuram Barman এবং Sukaru Ram Das, S/o. Banu Ram Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। - BIJLI DAS, খারিজা বানিয়াদহ, পোঃ নান্দিনা, থানা- সাহেবগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার, W.B. পিন - 736168. (C/113106)

কর্মখালি

ডাইরেক্ট কোম্পানির জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ঘোষপুকুর, উঃ দিনাজপুরে। বেতন 11,500/- +(PF, ESI) M: 8293719888. (C/113463)

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৩,০০০/-, ইনসেন্টিভ, কমিশন একস্ট্রা, কাজের সময় সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা। Ph. - 8250106017. (C/113462)

•

শিলিগুড়িতে বয়স্ক সংসারের কাজের মহিলা ও কার-ড্রাইভার চাই। বেতন সাক্ষাতে। থাকতে হবে। M : 7797712353. (C/113461)

অ্যাফিডেভিট

আমার আধার কার্ড নং 4315 6419 5705 (ভারত সরকারের অধীনে) নাম ভুল থাকায় গত 25-11-24, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Hasanur Hoque এবং Hasenul Haque এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম+ পোঃ বড়রাঙরস, থানা - পুণ্ডিবাড়ি, জেলা- কোচবিহার। (C/113105)

e-Tenter Notice
Office of the BDO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT NO: BANARHAT/EO/NIT-005/2024-25. Last date of online bid submission 02.12.2024 at 06.00 P.M. respectively. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO, Banarhat Block

আজ ডালখোলা কাল রায়গঞ্জ
গ্রহের দোষ কাটিন
৩৫০ বছরের বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষী ও পঞ্জিকাবিদ
শ্রীদেবাচার্য্য
যোঃ 9434317391/9163667741

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ ও সিগন্যালিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিওএন/২০২৪/এনওভি/০২, তারিখঃ ০৬-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং ঃ সিই/সিওএন/বি-এইচ/ইপিসি/২০২৪ /১১; কাজের নাম ঃ ইপিসি মোডে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (নির্মাণ) বালুরঘাট-হিলি নিউ বিজি রেললাইন প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত বালুরঘাট ও কামারপাড়া সেকশনের (দৈর্ঘ্য: ১৩.৭৮৭ কিমি) নতুন একক ব্রড গেজ লাইনের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ, ইলেকট্রিফিকেশন কাজ এবং সিগন্যালিং কাজের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রকিউরমেন্ট এন্ড কনস্ট্রাকশন (ইপিসি) চুক্তির আরএফপি। আনুমানিক মূল্যঃ ৩১৫,৩৩,৯০,৩০১.৬৪/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৪-১২-২০২৪ তারিখে ১৪:৩০ ঘণ্টায় এবং খোলা ০২-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। টেন্ডার এবং যেকোন সংশোধনীর বিশদ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/সিওএন/৫, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদানের জন্য ই-নিলাম

০৩ (তিন) বছর সময়ের জন্য কাটিহার ডিভিশনের নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদান করার জন্য ই-নিলাম। **বিবরণঃ** দু চাকা, তিন চাকা, চার চাকা ও যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক যানবাহনের জন্য পার্কিং লট। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** সি- পার্কিং ডিইসি২৪, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট):** ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১২.৩০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিনঃ ১০৯৫।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	স্থান
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-টিকেজি-এমএক্স-১৩৮-২৪-১ (পার্কিং-মিক্সড)	ঠাকুরগঞ্জ
এএ/২	পার্কিং-কেআইআর-বিওআরএ-এমএক্স-১০১-২৪-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বাগডোগরা
এএ/৩	পার্কিং-কেআইআর-এইউবি-এমএক্স-৯৬-২৪-২ (পার্কিং-মিক্সড)	আলুয়াবাড়ি রোড
এএ/৪	পার্কিং-কেআইআর-কেএনই-এমএক্স-১০৫-২৪-২ (পার্কিং-মিক্সড)	কিষানগঞ্জ/পিআরএস সাইড
এএ/৫	পার্কিং-কেআইআর-এআরআর-এমএক্স-১১১-২৪-২ (পার্কিং-মিক্সড)	আররিয়া
এএ/৬	পার্কিং-কেআইআর-ইকেআই-এমএক্স-১০৩-২৪-২ (পার্কিং-মিক্সড)	একলাখি
এবি/১	পার্কিং-কেআইআর-এনজেপি-পিসিসিভি-১০৪-২৪-১ (পার্কিং-প্যাসেঞ্জার ক্যারিং কমার্শিয়াল ভ্যাহিকেল)	নিউ জলপাইগুড়ি গুডস শেড

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ২১-১১-২০২৪ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
UTTARBANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK

Invitation of Bids / Offers for Premises on Lease for UBKGB Branches

Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank requires premises in ready possession / ready for possession within 90 days preferably on the ground floor and restricted up to 1st Floor with adequate parking space for 1. Kalimpong, 2. Kharibari and 3. Berubari Branch fallen under Siliguri and Jalpaiguri Region. No brokers or intermediaries please. Priority will be accord to Government / Semi Govt. bodies or public sector undertakings. Kindly download the formats / terms and conditions from the web site **http://www.ubkgb.org**. The last date of submission of offers is 24th December 2024 up to 3:00 PM.
Sd/- General Manager
Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ফেলে রাখা কোনও কাজ আজ সম্পূর্ণ করতে পারবেন। সন্তানের কাছ থেকে সুখবর পেতে পারেন। বৃষ : কোনও বন্ধুর সাহায্যে ভালো কাজের বরাত পেতে পারেন। বেশি খাওয়ায় শারীরিক সমস্যা। মিথুন : জটিল কোনও সমস্যা থেকে আজ স্বস্তি পাবেন। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। কর্কট : খুব কাছের মানুষের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। পেটের রোগে দুর্ভোগ। সিংহ : মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। নতুন চাকরিতে যোগ দিতে পারেন। কন্যা : নতুন ব্যবসা খুলতে পারেন। একাধিক উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা। তুলা : দূরের কোনও প্রিয়জনের সহায়তা পেয়ে আনন্দ। বাড়িতে নতুন মানুষ আসায় উৎসব। বৃশ্চিক : আপনার উদাসীনতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হবে। বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। ধনু : বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দলাভ। অন্যায় কোনও কাজের প্রতিবাদ করে স্বস্তি পাবেন। মকর : ব্যবসা নিয়ে অকারণ দুশ্চিন্তা। বোনের চাকরি পাওয়ার সংবাদে খুশি হবেন। কুম্ভ : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। কাউকে উপকার করতে গিয়ে অহেতুক সমালোচনার মুখোমুখি। মীন : নতুন ব্যবসা নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনা করে সুফল পাবেন। পেটের রোগে দুর্ভোগ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ৫ অগ্রহায়ণ, ২৬ নভেম্বর ২০২৪, ১০ অঘোন, সংবৎ ১১ মার্গশীর্ষ বদি, ২৩ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৬।৩, অঃ ৪।৪৭। মঙ্গলবার, একাদশী, রাত্রি ৩।৫৬। হস্তানক্ষত্র শেষরাত্রি ৫।৩৬। প্রীতিযোগ অপরাহ্ন ৪।১৫। ববকরণ দিবা ২।৫৩ গতে বালবকরণ রাত্রি ৩।৫৬। গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, শেষরাত্রি ৫।৩৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ৩।৫৬ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ৩।৫৬ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ৭।২৩ গতে ৮।৪৪ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৩।৫৬ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ, শেষরাত্রি ৫।৩৬ গতে যাত্রা মাধ্যম। শুভকর্ম- রাত্রি ৩।৫৬ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।০ মধ্যে ও ৭।৪২ গতে ১১।১৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩২ গতে ৮।২৬ মধ্যে ও ৯।২০ গতে ১২।১ মধ্যে ও ১।৪৯ গতে ৩।৩৬ মধ্যে ও ৫।২৪ গতে ৬।৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৩২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

‘ভুল মন্দিরে’ মুখ্যমন্ত্রীর ডালা

আসলটা চাই, বিডিও’র কাছে আর্জি মহিলাদের

সানি সরকার ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : পুজোর জন্য ডালা পাঠিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই ডালা নাকি এক মন্দিরের বদলে চলে গিয়েছে আরেক মন্দিরে! ঘটনার ১০ দিন পর এমনই অভিযোগ তুলে প্রশাসনের দ্বারস্থ হল একটি মন্দির কমিটি। উঠেছে ডালা ‘ছিনতাই’ এর তত্ত্বও। ঘটনায় নিশানা তৃণমূল নেতাদের দিকে। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো ওই ডালা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল পুলিশের কাঁধে।

গত ১৪ নভেম্বর পাহাড় থেকে সমতলে নামার পথে পাথরঘাটা এলাকায় কিছু মানুষের ভিড় দেখে দাঁড়িয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়। এরপরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছে অনুসারে পুলিশের মাধ্যমে পুজোর ডালা পৌঁছে যায় শ্রীশ্রী জগন্নাথ গৌড়ীয় মঠে। পরদিন তাঁর নামে পুজো হয় এবং প্রসাদ পৌঁছে দেওয়া হয় উত্তরকন্যায়। কিন্তু সোমবার রাধাগোবিন্দ মন্দির কমিটির তরফে মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাসের কাছে নালিশ জানিয়ে স্মারকলিপি দেন গোবিন্দ ভক্তরা।

মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো এই ডালা নিয়েই বিতর্ক। -ফাইল চিত্র

পাথরঘাটা জ্যোতিনগরের রাধাগোবিন্দ মন্দির কমিটির তরফে দাবি করা হয়, মুখ্যমন্ত্রী মোটেও জগন্নাথ দেবের মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য ডালা পাঠাননি। যে ভিড়টা তিনি দেখেছিলেন, সেটা রাধাগোবিন্দ মন্দিরের বাৎসরিক মহাযজ্ঞের। সেদিন অধিবাসের উদ্দেশ্যে জল ভরার ভিড় ছিল। ১৪ নভেম্বর থেকে ৫ দিনব্যাপী মন্দিরে মহাযজ্ঞ আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে। তাই ডালার দাবিদার তাঁরাই।

পাথরঘাটার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ সাহিদ বলছেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী এবার যখন এসেছিলেন, তখন জ্যোতিনগরের মহিলারা অষ্টপ্রহরের ডালা নিয়ে যাচ্ছিলেন। গোয়েল মোড় দিয়ে যাওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রীর বিষয়টা নজরে আসে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী ডালা পাঠানোর কথা বলেন। এরপরই ঘটে বিপত্তি, পুলিশের তরফে সেই ডালা দিয়ে দেওয়া হয় গোয়েল মোড় সংলগ্ন জগন্নাথ মন্দিরে। এরপর জ্যোতিনগরের বাসিন্দারা প্রতিবাদ শুরু করলে পরেরদিন পুলিশ এসে নতুন ডালা দিয়ে যায়।’ ডালা পেলেও জ্যোতিনগরের বাসিন্দাদের দাবি, সেটা মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো আসল ডালা নয়। তাঁদের যুক্তি, ‘মুখ্যমন্ত্রী চলে যাওয়ার পর পুলিশ ডালা দিয়েছে। সুতরাং সেটা আমাদের ভোলানোর জন্য।’

কীভাবে তাঁদের ডালা ছিনতাই হয়ে গেল তা জানতে প্রশাসনের দ্বারস্থ হন তাঁরা। মন্দির কমিটির তরফে সাংগঠনিক সম্পাদক দীননাথ রায় বলছেন, ‘শাসকদলের কিছু নেতা আমাদের ডালা ছিনতাই করেছে।’

যদিও মুখ্যমন্ত্রীর পুজোর ডালা পাঠানোর বিষয়টি সংবাদমাধ্যমেই জেনেছেন বলে দাবি করেছেন মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস। তবে আদতে ডালা জগন্নাথ দেবের মন্দিরে নাকি রাধাগোবিন্দর মন্দিরে পাঠানো হয়েছিল সে বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে এদিন বিডিও আশ্বাস দেন। অন্যদিকে, গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ও তৃণমূল নেতা খগেশ্বর রায় বলছেন, ‘একদম ভুল দাবি করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ দেবের পুজোর জন্য ডালা পাঠিয়েছিলেন। আমরা তো ডালা আনিনি, পুলিশই ডালা দিয়ে গিয়েছে। বিডিও তদন্ত করলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।’

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

আশ্রয়।। দক্ষিণ দিনাজপুরের পতিরামে ছবিটি তুলেছেন অরিজিৎ সরকার।

কম্পোজিট গ্র্যান্ট বাকি, সমস্যায় স্কুল কর্তৃপক্ষ

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২৫ নভেম্বর : চলতি শিক্ষাবর্ষ শেষ হতে আর মাত্র এক মাস বাকি রয়েছে। কিন্তু স্কুল পরিচালনার জন্য এখনও স্কুল কম্পোজিট গ্র্যান্টের টাকা পায়নি প্রাথমিক স্কুলগুলি। ফলে পকেটের টাকা খরচ করে স্কুল চালাতে হচ্ছে শিক্ষকদের। স্কুল পরিচালনা করতেই যখন এমন হাল তখন, গোদের উপর বিষফোড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে বিদ্যুতের বিল বকেয়া। শুধুমাত্র ইসলামপুর শহর এবং ব্লক মিলিয়ে ২০৯টি স্কুলের প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ টাকার বিদ্যুতের বিল বাকি রয়েছে। এক মাস কিংবা দু’মাস নয়, প্রায় এক বছর ধরে এই বিল বকেয়া বলে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি সূত্রে খবর।

ইসলামপুর বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির স্টেশন ম্যানেজার শুভেন্দু সাহা বললেন, ‘ইসলামপুর শহর এবং ব্লকের মোট ২০৯টি প্রাথমিক স্কুলে প্রায় এক বছরের ১২ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা বিল বকেয়া রয়েছে। স্কুলগুলিকে দ্রুত এই বিল মেটাতে বলা হয়েছে। তা না হলে নিয়ম অনুযায়ী স্কুলের বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করতে হবে।’ নিয়ম অনুযায়ী, এক মাসের বিল বকেয়া থাকলেই তার ১৫ দিন পর বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করার নির্দেশ বেরোয়। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ার জন্য এতদিন ছাড় দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

যেখানে স্কুল পরিচালনা করতে হিমসিম খেতে হচ্ছে, সেখানে কম্পোজিট গ্র্যান্টের টাকা না পাওয়া পর্যন্ত বিদ্যুতের বিল আদৌ মেটানো সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্টই সন্দেহ রয়েছে। সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হলে গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হতে চলেছে স্কুলগুলি।

ইসলামপুর ব্লকের কুটুমপোসা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত দেব সরকারের বক্তব্য, ‘এখনও কম্পোজিট গ্র্যান্টের টাকা পাইনি। প্রায় এক বছর ধরে বিদ্যুতের বিল বাকি রয়েছে। স্কুল পরিচালনার জন্য যা খরচ হচ্ছে তা আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত টাকা দিয়ে করছি। বিদ্যুতের বিল আমাদের আরেকটি বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোনও সময় স্কুলের বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।’

ভাঁড়ারে টান

- কম্পোজিট গ্র্যান্টে ১০০ জন পড়ুয়া থাকা প্রাথমিক স্কুলগুলিকে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়
- ১০০ জনের কম পড়ুয়া থাকা স্কুলকে ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়
- চলতি শিক্ষাবর্ষে এই টাকা এখনও দেওয়া হয়নি
- স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যার পাশাপাশি বকেয়া পড়েছে বিদ্যুতের বিল
- ইসলামপুর শহর এবং ব্লক মিলিয়ে ২০৯টি স্কুলের ১২ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা বিল বকেয়া

জানা গিয়েছে, এই কম্পোজিট গ্র্যান্টের টাকা দিয়ে পরীক্ষা পরিচালনার সামগ্রী সহ রেজাল্ট ছাপানো, স্কুল সাফাই এবং মেরামতের কাজ, বিদ্যুতের বিল সহ স্কুল পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত খাতা, কলম, রেজিস্ট্রার কেনা হয়। কম্পোজিট গ্র্যান্টে ১০০ জন পড়ুয়া থাকা প্রাথমিক স্কুলকে ৫০ হাজার এবং ১০০ জনের কম পড়ুয়া থাকা স্কুলকে ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। তবে চলতি শিক্ষাবর্ষ শেষ হতে আর এক মাস বাকি থাকলেও, সেই টাকা না পাওয়ায় স্কুল পরিচালনা করতে যথেষ্ট সমস্যায় পড়েছেন শিক্ষকরা।

ইসলামপুর দক্ষিণ চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বেলাল হোসেন জানিয়েছেন, চলতি শিক্ষাবর্ষের কম্পোজিট গ্র্যান্ট এখনও আসেনি। টাকা পেলেই সমস্ত স্কুলের বিদ্যুতের বিল মিটিয়ে দেওয়া হবে।

প্রধানের ইস্তফা চেয়ে পথে তৃণমূল

আজ ১২ ঘণ্টার বনধ সুজালিতে

অরুণ ঝা

সুজালি, ২৫ নভেম্বর : প্রধান নুরি বেগমের বিরুদ্ধে এফআইআর করা এবং তাঁর পদত্যাগের দাবিতে সোমবার উত্তাল হয়ে উঠল কমলাগাঁও সুজালি। এদিন টায়ার জ্বালিয়ে, কুশপুতুল পুড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ সড়ক অবরোধ করে রাখেন তৃণমূল কর্মীরা। মঙ্গলবার তৃণমূলের সুজালি অঞ্চল কমিটি সেখানে ১২ ঘণ্টার বনধ ডেকেছে।

সুজালিতে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ। সোমবার। -সংবাদচিত্র

গত সপ্তাহে নুরিকে তলব করেছিল ব্লক প্রশাসন। কিন্তু তিনি হাজির হননি। এদিন ইসলামপুরের বিডিও দীপান্বিতা বর্মন বলেছেন, ‘মঙ্গলবার প্রধানকে ফের তলব করা হয়েছে। তিনি অনুপস্থিত থাকলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।’ নুরির প্রতিক্রিয়া জানতে তাঁকে একাধিকবার ফোন করা হলেও যোগাযোগ করা যায়নি।

সুজালি নিয়ে ঘাসফুল শিবিরের দ্বন্দ্ব গত কয়েক মাসে জটিল আকার নিয়েছে। পঞ্চায়েত অফিস থেকে কাটমানি ফেরতের ঘটনার পর থেকে প্রশাসন হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। ওই কাণ্ডে নুরির জবাবদিহিও তলব করেছিল প্রশাসন। এমনকি গোটা ঘটনায় পুলিশের কাছ থেকেও তদন্ত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছিলেন বিডিও। পুলিশের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার কথা স্বীকার করে প্রশাসন যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছিল।

এদিন সুজালি পঞ্চায়েত অফিসের সামনে তৃণমূলের ধর্নার ১১ দিন ছিল। দুপুরের পর থেকে ধর্নাস্থলে ভিড় বাড়তে শুরু করে। আবদুলের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের পোস্টার এদিনও নজরে পড়েছে। বিকেল হতেই ধর্নাস্থলে সাধারণ মানুষের ভিড় উপচে ওঠে। ভিড়ের জেরে রামগঞ্জ থেকে লক্ষ্মীপুর যাওয়ার মূল রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। আবদুল ও নুরির বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান এলাকার জনতার কথা না ভেবে নুরির পাশে দাঁড়াচ্ছেন কেন তা নিয়েও আন্দোলনকারীরা প্রশ্ন তোলেন।

দ্বন্দ্ব চরমে

- প্রধান নুরি বেগমের পদত্যাগ চেয়ে ১১ দিন ধরে ধর্নায় সুজালির তৃণমূল নেতৃত্ব
- ব্লক প্রশাসন নুরিকে ডেকে পাঠালেও তিনি হাজিরা দেননি
- নুরির পদত্যাগ চেয়ে এদিন টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করেন কর্মীরা
- মঙ্গলবার সেখানে ১২ ঘণ্টা বনধের ডাক দিয়েছে তৃণমূলের অঞ্চল কমিটি

তৃণমূলের সুজালি অঞ্চল কমিটির সভাপতি আবদুস সাত্তার বলেছেন, ‘আমাদের ধর্না ১১ দিনে পড়েছে। এলাকার মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে শুরু করেছে। আপনারা টায়ার জ্বালানোর কথা বলছেন? প্রশাসন এরপরও নীরব থাকলে পরিস্থিতি ভয়ংকর রূপ নেবে। এরপর আমরা বিডিও অফিস থেকে শুরু করে প্রয়োজনে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে প্রধানের পদত্যাগের ও আইনি পদক্ষেপের দাবিতে ধর্না শুরু করব।’ আব্দুসের সংযোজন, ‘মঙ্গলবার আমাদের দাবি জোরালো করতে ১২ ঘণ্টা বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে। বনধের সমর্থনে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছেন।’

একদিকে সুজালির আন্দোলনের পারদ ক্রমশ চড়তে থাকা, সেইসঙ্গে মঙ্গলবার নুরিকে প্রশাসনের তলব করার পর পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে আছে বিভিন্ন মহল।

রেস্তোরাঁর গেট ভাঙল দাঁতাল

হাতির আক্রমণে মৃত্যু একজনের

খোকন সাহা ও কার্তিক দাস

বাগডোগরা ও খড়িবাড়ি, ২৫ নভেম্বর : প্রাতঃকৃত্য করতে গিয়ে হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম বিজয় নাগ (৪৪)। তিনি দমদমা ডিভিশনের বড়া লাইনের বাসিন্দা। সোমবার সকাল ৬টা নাগাদ গুমিয়া চা বাগানের দমদমা ডিভিশন এবং অটল চা বাগানের মাঝে রাস্তার পাশে প্রাতঃকৃত্য করছিলেন বিজয়। সেসময় একটি দাঁতাল রাস্তা দিয়ে আসছিল। হঠাৎই তাঁর ওপর হামলা চালায় হাতিটি। খবর পেয়ে বাগডোগরা থেকে বনকর্মীরা গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

অন্যদিকে, খড়িবাড়ির বাতাসি বাজারে রবিবার গভীর রাতে দাপিয়ে বেড়াল জোড়া দাঁতাল। সিসিটিভিতে দেখা গিয়েছে, রবিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ দুটি দলছুট হাতি ঘুরে বেড়াচ্ছে বাতাসির শাস্ত্রীজি হাইস্কুল সংলগ্ন বাজারে। একটি রেস্তোরাঁর সামনে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় হাতি দুটিকে। এরপর রেস্তোরাঁর একটি গেট ভেঙে চাষের জমির দিকে চলে যায়। শেষে মাঠের ফসলের ক্ষতি করে ফের টুকরিয়াঝাড় জঙ্গলে ফিরে যায়।

হাতির হানায় মৃত্যু সম্পর্কে বন বিভাগের কর্মীদের মত, সকালে ও বিকালে রাস্তায় হাঁটা বন্ধ করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি ভোরে প্রাতঃকৃত্য করতে রাস্তার পাশে যেতে নিষেধ করার পরেও মানুষের মধ্যে সচেতনতা হয়নি বলেই এমন ঘটনা ঘটেছে। এদিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী রতিয়া নাগাসিয়া বলেন, ‘হাতিটা বাগডোগরার দিকে যাচ্ছিল। আমরা কয়েকজন হাতির পেছনে ছিলাম। হাতি দেখে বিজয় সেসময় হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়, বসে থাকলে হয়তো বেঁচে যেত।’

কার্সিয়াং বন বিভাগের বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়ার বক্তব্য, ‘নিয়ম অনুসারে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে। আমরা মাইকিং করে মানুষকে সাবধান করছি। তারপরেও মানুষ সাবধান হচ্ছে না।’ সোনম ব্যঙ্গ করে বলেন, ‘লোকজনকে আটকাতে এবার আপার বাগডোগরা পানিঘাটা মোড়ে গোলাপ ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।’

ঘটনাক্রম

- সোমবার সকালে গুমিয়া চা বাগানের কাছে প্রাতঃকৃত্য করতে গিয়ে হাতির আক্রমণে মৃত এক
- সকালে, বিকেলে হাঁটতে বেরোনো ও রাস্তার পাশে প্রাতঃকৃত্য করতে নিষেধ থাকলেও মানছেন না অনেকে
- রবিবার রাতে দুটি দলছুট হাতি দাপিয়ে বেড়াল বাতাসির শাস্ত্রীজি হাইস্কুল সংলগ্ন বাজারে
- পরে রেস্তোরাঁর গেট ভেঙে, মাঠের ফসলের ক্ষতি করে টুকরিয়াঝাড় জঙ্গলে ফিরে যায় দাঁতাল দুটি
- লোকালয়ে হাতির দাপাদাপিতে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে জনমানসে

অন্যদিকে, লোকালয়ে দলছুট হাতির ভিডিও ভাইরাল হতেই আতঙ্কিত স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ। গভীর রাতে বাতাসির লোকালয় ও বাজারে এই দাঁতাল দুটি দাপিয়ে বেড়ালেও বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি করেনি বলে বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। শুকারুজোতের বাসিন্দা সীমা মণ্ডল বললেন, ‘রবিবার রাতে হাতি এসে ধান নষ্ট করেছে। প্রতিনিয়ত বন থেকে হাতি খাবারের খোঁজে আসছে।’ দাঁতাল দুটি যে রেস্তোরাঁর ক্ষতি করেছে সেই ব্যবসায়ী রাজু সিংহের কথায়, ‘আতঙ্কে রয়েছি। গতরাতে বিল্ডিংয়ের গেট ভেঙেছে। সাধারণত রাত ১১টা পর্যন্ত দোকানদাররা থাকেন। বন দপ্তরের সক্রিয় নজরদারির অভাব রয়েছে। বনে হাতিদের খাদ্যের জোগান না থাকায় হাতিগুলো বন থেকে বেরিয়ে খাবারের খোঁজে লোকালয়ে চলে আসছে।’

আগেও লোকালয়ে দলছুট হাতির হানায় বাতাসি, পানিট্যাঙ্কি ও বুড়াগঞ্জ এলাকায় ১০-১২ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। বন দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নিয়মিত নজরদারি চলছে। কিন্তু খাবারের লোভে রাতের অন্ধকারে দলছুট হাতি লোকালয়ে ঢুকছে। তাদের নিয়মিত নিয়ন্ত্রণ করে বনে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ বলেন, ‘গত বছরের তুলনায় এ বছর নজরদারি অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে। দপ্তরের পাঁচটি টহলদারি ভ্যান নিয়মিত রাতভর টহল দিচ্ছে। হাতি-মানুষের সংঘাত যাতে না হয় তার জন্য প্রচারাভিযান চলছে।’

অনীতের হুঁশিয়ারি

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : দলের কিছু নেতা-নেত্রী ভয় দেখিয়ে তোলাবাজি করছেন বলে খবর পেয়েছেন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সভাপতি অনীত থাপা। ওই নেতা-নেত্রীদের দল থেকে বহিষ্কারের হুঁশিয়ারি দিলেন অনীত। সোমবার দার্জিলিংয়ে পুরসভার এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনীত বলেন, ‘শীঘ্রই দলের মূল সংগঠন এবং মহিলা সংগঠনে রদবদল করা হবে। যে সমস্ত নেতা-নেত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছে তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।’ কিছুদিন আগে অনীতের সরকারি লেটার হেড ব্যবহার করে চা বাগান ম্যানেজারের কাছে টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনায় অনীত পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। ওই ঘটনাতেও দলের কেউ জড়িত কি না, প্রশ্ন উঠছে।

সোমবার দার্জিলিংয়ের চকবাজারে পুরসভার উদ্যোগে শপিং মলের শিলান্যাস করেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। সেই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘দার্জিলিংয়ের উন্নয়নে মানুষ আমাদের দায়িত্ব দিয়েছে। আমরা রাজ্য সরকারের সাহায্য নিয়ে ধাপে ধাপে সেই কাজ করছি। দার্জিলিংয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ুক, ব্যবসায়ীরা সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা করুন, এখানে দেশ-বিদেশের আরও পর্যটক আসুক, এটাই আমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যেই নতুন নতুন শপিং মল, মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে। ম্যালের মহাকাল বাজারকেও নতুনভাবে তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।’

অনীতের সংযোজন, ‘পাহাড়ে উন্নয়নের কাজ নিয়ে অনেকেই কটূক্তি করছেন। বাংলার সরকার কাজ করাচ্ছে বলে বলা হচ্ছে। আপনারাই বলুন, উন্নয়ন তো উন্নয়নই।’

এর পাশাপাশি তিনি দলের একাংশের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হন। অনীতের বক্তব্য, ‘দলের নাম ভাঙিয়ে কেউ কেউ তোলাবাজি করছেন বলে অভিযোগ। অভিযোগ পাচ্ছি নীচুতলার কেউ কেউ এসব করছেন।’ তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘দলবিরোধী কাজে যুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেব। এমনকি দল থেকে বহিষ্কারও করে দেওয়া হবে।’

বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

চোপড়া, ২৫ নভেম্বর : চোপড়া থানার ৩ নম্বর হাঁসখাড়ি এলাকায় সোমবার এক বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল তাঁর বাবার বাড়িতে। মৃতার নাম গুলবানু (২৮)। খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়।

মৃতার বাবার বাড়ির সদস্যদের অভিযোগ, গত ১২ নভেম্বর শ্বশুরবাড়িতে স্থানীয় এক তরুণ গুলবানুকে ধর্ষণ করে। পরবর্তীতে ১৪ নভেম্বর তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে গুলবানুর ওপর হামলা চালায়। এরপর চারজনের নামে চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জমা করেন গুলবানু। অভিযোগ তারপর থেকে অভিযুক্তরা মামলা তুলে নেওয়ার জন্য লাগাতার গুলবানুকে হুমকি দিতে থাকে। গুলবানুর মৃত্যুর পর সোমবার ফের চোপড়া থানায় ওই চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতার বাবা। মৃতার বাবা জয়নুল হক বলেন, ‘১৪ নভেম্বর আমার মেয়ে চোপড়া থানায় একটি মামলা করে। মামলার পর থেকেই অভিযুক্তরা আমার মেয়েকে লাগাতার প্রাণনাশের হুমকি দিতে থাকে। অবশেষে মেয়ে আমার বাড়িতে চলে আসে। হুমকির জেরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে গুলবানু।’

চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে সাদ্দাম হোসেন নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জাল ভোটার কার্ড তৈরির অভিযোগে গ্রেপ্তার ১

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : ‘তথ্য সহায়তা কেন্দ্র’-র আড়ালে চলছিল জাল ভোটার কার্ড তৈরি। আর এই ঘটনার সূত্র ধরেই রবিবার রাতে দিল্লি পুলিশের একটি বিশেষ দল শিলিগুড়িতে এসে গ্রেপ্তার করল উত্তর একতিয়াশালের বাসিন্দা জয়ন্ত বর্মনকে। জানা গিয়েছে, ভক্তিনগর থানা এলাকার ইসকন রোডে জয়ন্তর একটি তথ্য সহায়তা কেন্দ্র রয়েছে। বাংলাদেশের বাসিন্দা খোকন বড়ুয়াকে জাল ভোটার কার্ড বানিয়ে দেওয়ার অভিযোগে দিল্লির পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই বাংলাদেশি ব্যক্তি অভিজিৎ সাহা নামে ভোটার কার্ড তৈরি করেছিল।

সহায়তা কেন্দ্রে বসে জয়ন্ত ভোটার কার্ড, আধার কার্ডের আবেদন, কিংবা আধার কার্ড-ভোটার কার্ডে কোনও কিছু পরিবর্তন করার প্রয়োজন পড়লে সেই সংক্রান্ত কাজ করত। যদিও সেই কাজের ফাঁকেই এমন কাণ্ড ঘটানোয় হতবাক এলাকার সাধারণ মানুষ। জয়ন্তর দাদা জয়কান্ত বর্মনের দাবি, ‘ভাই শুধুমাত্র ওই ব্যক্তিকে ফর্ম বের করে দিয়েছিল।’ এদিন জয়ন্তকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলে ৫ দিনের ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়েছে দিল্লি পুলিশ।

জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত চলতি মাসের ১৫ তারিখ। ওই দিন বাংলাদেশের চট্টগ্রামের জোবরা

ছবি : এআই

গ্রামের বাসিন্দা খোকন বড়ুয়া দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হয়ে বাংলাদেশ ফেরার সময় সিআরপিএফ-এর কাছে ধরা পড়ে। একসঙ্গে ভারতীয় ও বাংলাদেশি ডকুমেন্ট থাকায় (পাসপোর্ট, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড) তাকে গ্রেপ্তার করে ইন্দিরা গান্ধি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। পুলিশ খোকনকে আদালতে তুলে নিজেদের হেপাজতে নেয়। এরপর তাকে জেরা শুরু করে দিল্লি পুলিশ।

জেরায় খোকন জানায়, রোকেশ নামে একজন তাকে জানিয়েছিল, মহারাষ্ট্রে এধরনের ডকুমেন্ট তৈরি করা অনেকটাই সহজ। রোকেশ তাকে বলে, নাসিকের এক জায়গা থেকে সে ওই ডকুমেন্টগুলো বানিয়েছে। এরপর ২০১৯ সালের শুরুর দিকে বুদ্ধগয়া থেকে নাসিকে চলে যায় দুজন। পুলিশ জানতে পারে, এরপর নাসিকেই সে আধার কার্ড তৈরি করে নেয়। কিন্তু ভোটার কার্ড তৈরি করল কোথায়? তদন্তকারীদের দাবি, এব্যাপারে প্রশ্ন করতেই খোকন জানায়, সে ভোটার কার্ড তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। তদন্তে খোকন জয়ন্তর নাম নেয়। সে জানায়, কয়েক মাস আগে জয়ন্তর কাছ থেকে সে ওই ভোটার কার্ড বানিয়েছিল।

এরপরই জয়ন্তর খোঁজে খোকনকে সঙ্গে নিয়ে তদন্তকারী পুলিশকর্তারা রবিবার রাতে শহরে এসে ইসকন রোড এলাকা থেকে জয়ন্তকে গ্রেপ্তার করে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, ‘বিষয়টা গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা রিঙ্কি রায় - কে 26.08.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 72G 12688 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "এক অপ্রত্যাশিত সময়ে জীবন আকস্মিকভাবে মোড় নিল ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের মধ্য দিয়ে। এই এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ জয়লাভ করে আমি একটি আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি। এমন একটি সুন্দর সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

পিটিয়ে খুনে অধরা অভিযুক্তরা

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : এনজেপির রাজাহাউলিতে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় সোমবার পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরের দ্বারস্থ হল মৃত মহম্মদ জহুরির পরিবার। এদিন জহুরির আত্মীয়রা কমিশনারের কাছে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারির দাবি জানান। পাশাপাশি নিজেদের তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থক দাবি করে তাঁরা আইএনটিটিইউসি'র ভূমিকা এবং পুলিশের তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। এদিন কমিশনারেট অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে জহুরির আত্মীয় আব্দুল সাত্তার বলেন, 'প্রথম থেকেই পুলিশ তদন্তে গড়িমসি করছে। যে কারণে অভিযুক্তরা এখনও ধরা পড়েনি। আইএনটিটিইউসি'র প্রভাবশালী নেতাদের জন্যেই পুলিশ অভিযুক্তদের ধরছে না।'

অন্য একজনের বক্তব্য, 'আমরা এই বিষয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ ও জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনকে বারবার জানিয়েছি। তৃণমূল দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষকেও জানাতে গিয়েছিলাম।' কিন্তু পাপিয়া সেইসময় বাড়িতে না থাকায় কথা হয়নি বলে মন্তব্য করেন তিনি।

কমিশনারের কাছে আর্জি

পরে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের দ্বারস্থ হন তাঁরা। অবশেষে গৌতমের হস্তক্ষেপেই কমিশনারের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করেছেন তাঁরা।

এদিন কমিশনার তাঁদের কথা মন দিয়ে শোনেন। এরপর ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেন কমিশনার। এরপর দলটি ডিসিপির সঙ্গেও দেখা করতে যায়। সেখানে এই পুলিশ আধিকারিকের কাছে বিস্তারিত তুলে ধরেন তাঁরা। পরে ডিসিপি বলেন, 'প্রক্রিয়ামতো তদন্ত চলছে। প্রমাণের ভিত্তিতে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেটাই পুলিশ করছে।'

বিষয়টিকে আমল দিতে নারাজ আইএনটিটিইউসি দার্জিলিং জেলা সভাপতি নির্জল দে। তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ঘটনা। এর সঙ্গে সংগঠনের কোনও যোগ নেই।'

গত ১ নভেম্বর এনজেপির রাজাহাউলিতে এক ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগ ওঠে কয়েকজনের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বেশ কয়েকবার উত্তেজনা ছড়িয়েছে এনজেপিতে। সেই নিয়েই এদিন পুলিশ আধিকারিকদের দ্বারস্থ হন মৃতের পরিজনরা।

তিন স্কুলে অনুপস্থিত ৩১

ট্যাবের টাকা পেয়ে টেস্টে ভোকাট্টা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : উচ্চমাধ্যমিকের টেস্ট শুরুর আগে রাজ্য সরকার পড়ুয়াদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্যাব কেনার টাকা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এদিকে, টাকা পেয়ে পড়ুয়াদের একাংশ আর টেস্টেই বসল না। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার অন্তর্গত একাধিক স্কুলে বহু পড়ুয়া ট্যাবের টাকা পাওয়ার পর আর স্কুলে আসেনি।

চলতি বছর প্রথম একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্যাবের টাকা দিয়েছে রাজ্য। সেই ক্লাসের পরীক্ষাতেও অনুপস্থিতি উদ্বেগজনক। এমন প্রবণতা বজায় থাকলে আগামী বছর এই ব্যাচের টেস্টে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আরও কমে যাওয়ার আশঙ্কা শিক্ষক মহলের।

শিলিগুড়িতে ১২টি স্কুলের ৪৮ জন পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা গায়েব হয়ে গিয়েছে। পরে অবশ্য তাদের বরাদ্দ দিয়েছে রাজ্য। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার নরসিংহ বিদ্যাপীঠে এবছর টাকা পেয়েও ২০ জন পড়ুয়া দ্বাদশের টেস্টে বসেনি। সবমিলিয়ে ৩১৮ জনের পড়ুয়ার মধ্যে ২৯৮ জন পরীক্ষা দিচ্ছে। একাদশ শ্রেণির ১১ জন পড়ুয়া বসেনি পরীক্ষায়। প্রধান শিক্ষক রথীন খাসনবিশ বলছেন, 'গত বছরও টেস্টের পর ট্যাবের টাকা দেওয়া হয়েছিল। সেক্ষেত্রে টাকা পাওয়ার তালিকা থেকে পরীক্ষা না দেওয়া পড়ুয়াদের নাম বাদ দেওয়ার সুযোগ ছিল। এবছর সেই উপায় নেই। তবে গত বছরের চাইতে এবার টেস্টে অনুপস্থিতির হার কিছুটা হলেও কমেছে।'

পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্কুলের তরফে কেবল পড়ুয়াদের নাম এবং তথ্য পোর্টালে আপলোড করা হয়। ছুটির সময় পড়ুয়ারা যাতে ট্যাবে অনলাইনে পড়াশোনা করতে পারে, সেজন্য রাজ্য এবার আগেই টাকা দিয়েছে। তবে তারপরেও শিক্ষাঙ্গনে অনেককে ধরে রাখা যাচ্ছে না। শিক্ষকদের মতে, ট্যাবের বরাদ্দ দিতে রাজ্যের তরফে কিছু নিয়ম নির্দিষ্ট করে রাখা উচিত বলে মত শিক্ষকদের একাংশের।

এবছর চটহাট হাইস্কুলের ৫ জন পড়ুয়া টেস্টে বসেনি। স্কুলের ৯১ জন পড়ুয়ার মধ্যে ৮৬ জন পরীক্ষা দিচ্ছে। প্রধান শিক্ষক প্রেমানন্দ রায়ের বক্তব্য, 'যারা পরীক্ষা দেয়নি, তারাও ট্যাবের টাকা পেয়েছে। রাজ্যের উচিত পড়ুয়াদের ৮০ শতাংশ উপস্থিতি রয়েছে কি না, তা দেখে টাকা দেওয়া।

কেমন হাল?

- নরসিংহ বিদ্যাপীঠে ২০ জন পড়ুয়া দ্বাদশের টেস্টে বসেনি চলতি বছর
- চটহাট হাইস্কুলের ৫ জন পড়ুয়া অনুপস্থিত
- নজরুল শতবার্ষিকী বিদ্যালয়ে সংখ্যাটি ৬
- একাদশ শ্রেণির পরীক্ষাতেও অনুপস্থিতি উদ্বেগজনক
- ট্যাবের টাকা দিতে কড়া নিয়ম প্রয়োজন, মত শিক্ষক মহলের

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের হাতে কোনও ক্ষমতা রাখা হয়নি। তেমনটা হলে ভালো হত।'

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় যে কয়েকটি বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের ট্যাবের টাকা গায়েব হয়েছে, তার মধ্যে একটি ফাঁসিদেওয়া ব্লকের নজরুল শতবার্ষিকী বিদ্যালয়। সেখানে ট্যাবের টাকা পাওয়া সত্ত্বেও ৬ জন পড়ুয়া টেস্টে বসেনি। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মুকুল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ৭৩ জনের মধ্যে ৬৭ জন টেস্ট দিচ্ছে। কী কারণে বাকিরা পরীক্ষা দিচ্ছে না, সেটা জানা যায়নি।

প্রতিচ্ছবি। দলবেঁধে মাথায় সামগ্রী নিয়ে একদল মহিলা। পশ্চিম ধনতলায় সোমবার। ছবি : সূত্রধর

রাস্তায় গড়াচ্ছে জলের পাউচ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পানীয় জলের পাউচ রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। সেগুলো নিয়ে খেলছে কচিকাঁচার দল। কেউ আবার যাওয়ার পথে ইচ্ছে করে মোটরবাইকের চাকায় পিষে ফাটিয়ে দিচ্ছেন জলের পাউচ। সোমবার দুপুরে ২০ নম্বর ওয়ার্ড অফিসের সামনে এই দৃশ্য দেখে হতবাক স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবিটা ক্যামেরাবন্দি করলেন পথচলতি মানুষ। তাঁদের মধ্যে অনেককে বলতে শোনা গেল, 'জলের জন্য শহরে হাহাকার পড়েছে। মাঝেমধ্যেই সঠিক পরিষেবা মিলছে না। অথচ ওয়ার্ড অফিসের বাইরে এভাবে পাউচভর্তি বস্তা ফেলে নষ্ট করা হচ্ছে।' এই ঘটনার নিন্দায় সরব এলাকাবাসী। তবে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি কেউ।

বিষয়টি নিয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলার অভয়া বসু বলেছেন, 'আমি ওই জল ওয়ার্ডে রাস্তার ধারে থাকা গাছে দেওয়ার জন্য বলেছিলাম। কেউ বা কারা বাইরে বস্তাগুলো ফেলে রেখেছে। আমি ঘটনাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করেছি। জলের পাউচগুলো সেখান থেকে তুলে রাস্তা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে।'

অপরদিকে, পানীয় জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তের বক্তব্য, 'প্রতিটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দায়িত্বশীল। তাঁদের কাছে আমরা পানীয় জলের পাউচ পৌঁছে দিয়েছিলাম। তাঁরা সেটা নিয়ে কী করেছেন, আমি বলতে পারব না।'

ফুলবাড়িতে শিলিগুড়ির পানীয় জলপ্রকল্পের দ্বিতীয় ইনটেক ওয়েল চালুর জন্য গত শুক্র এবং শনিবার শহরে পানীয় জল সরবরাহ পরিষেবা বন্ধ রাখার কথা আগাম জানানো হয়েছিল। এই দু'দিন যাতে শহরবাসীকে জল নিয়ে সমস্যায় পড়তে না হয়, সেজন্য ছোট-বড় মিলিয়ে ৬৫টি জলের ট্যাংকার দেওয়া হয়। পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের তরফে প্রায় দু'লক্ষ জলের পাউচ পুরনিগমকে দেওয়া হয়েছিল। জল পরিস্রুত করে পাউচে ভরতে প্রচুর টাকা খরচ হয় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের।

সেসব পাউচ পুরনিগম থেকে বরো অফিস হয়ে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে পৌঁছায়। শুক্রবার কিছু ওয়ার্ডে সেগুলো বিলি হয়েছে। বাকিটা শনিবার দেওয়ার কথা ছিল। তবে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর একদিনেই ইনটেক ওয়েলের কাজ শেষ করে পানীয় জল পরিষেবা স্বাভাবিক করে দেয়। ফলে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্রচুর জলের পাউচ জমেছিল। ২০ নম্বর ওয়ার্ডে ১০-১২ বস্তাভর্তি কয়েক হাজার পাউচ দুপুরে ওয়ার্ড অফিসের বাইরে ফেলে রাখা হয়েছিল।

গাড়ির চাকায় পিষে রাস্তাজুড়ে তখন পাউচ আর জলের ছড়াছড়ি। এলাকার কিছু কচিকাঁচা সেগুলো নিয়ে খেলছিল। তিন-চারটি বাচ্চা তো রীতিমতো জলের পাউচ ভর্তি বস্তা টানতে টানতে বাড়ির দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও কাউন্সিলারের উদ্যোগে বিকেলের মধ্যে সমস্ত পাউচ সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে।

২০ নম্বর ওয়ার্ড অফিসের বাইরে রাস্তায় পানীয় জলের পাউচ। সোমবার।

নজর নেই

- ইনটেক ওয়েলের কাজের জন্য পানীয় জল পরিষেবা বন্ধে ভোগান্তি রুখতে দুই লক্ষ জলের পাউচ
- একদিনেই পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ায় প্রচুর পাউচ বেঁচে যায়
- ২০ নম্বর ওয়ার্ড অফিসের বাইরে ১০-১২ বস্তা পাউচ, সেসব নিয়ে খেলা শিশুদের
- রাস্তায় গড়াগড়ি খাওয়া পাউচ দেখে উদ্বেগ এবং ক্ষোভ স্থানীয়দের

পাথর নেই, তবুও এজেন্সির নামে ই-চালান

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর থেকেই অবৈধ বালি-পাথর তোলার বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। এরইমধ্যে রবিবার রাতে একটি পাথরবোঝাই ডাম্পার বাজেয়াপ্ত করতে গিয়ে সেখানে পাওয়া 'ই-চালান' নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে পুলিশের অন্দরেই। জানা গিয়েছে, ওই ঘাটে কোনও পাথরের স্তূপ নেই। অথচ লক্ষাধিক সিএফটি'র ই-চালান ওই ঘাটের এজেন্সির নামে ইস্যু করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, এজেন্সি এই চালান পেল কী করে? ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে ওই ডাম্পার মালিক সহ এজেন্সির বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

নিয়ম অনুযায়ী, কোনও ঘাটের টেন্ডারের সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে সেখানে আগে থেকে তুলে রাখা পাথর-বালি নিয়ে যাওয়ার জন্য ই-চালান ওই এজেন্সিকে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর সমীক্ষা চালিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেডকে রিপোর্ট জমা দেয়। সেই মতো ওই কর্পোরেশন লিমিটেড ই-চালান দেয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে পুলিশ কোলুঘাটে অভিযান চালায়। সেখানে ১০০ সিএফটি পাথরবোঝাই একটি ডাম্পার পাকড়াও করে। এরপর সেখানে একটি ই-চালান দেখানো হয় পুলিশকে। কিন্তু ওই ই-চালানে বেশ কিছু অসংগতি দেখা যায়।

ওয়েস্টবেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড সেটি দিয়েছে। তবে সেটার পরিমাণ ৭ লক্ষ সিএফটি। কিন্তু এত মাল কোথায়? বিষয়টি নিয়ে জানতে ওই জায়গা থেকেই বিএলআরও'র সঙ্গেও যোগাযোগ করে পুলিশ। এক্ষেত্রে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কেউ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কি না, তা নিয়ে গুঞ্জন শুরু করেছে। বিষয়টি নিয়ে মাটিগাড়ার বিএলআরও ক্লেমেন্ট ভুটিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

দখল আর পাচার রুখতে পরিদর্শন

নকশালবাড়ি, ২৫ নভেম্বর : সোমবার নকশালবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের চার সদস্যের একটি দল নকশালবাড়ির স্টক পয়েন্টগুলো পরিদর্শন করে। প্রথমে বিএলএলআরও দপ্তরের চার সদস্যের দলটি এশিয়ান হাইওয়ের পাশে ঢাকনা মৌজাতে যায়। সেখানে একটি পেট্রোল পাম্পের পাশে বালি-পাথর ডাম্পিং আটকে দেন তাঁরা। তারপর পানিট্যাঙ্কি যাওয়ার পথে একই এলাকায় গ্যারাজের আড়ালে চলছিল ডাম্পিং। সেই কাজও আটকে দেন। অভিযোগ, দেদারে বালি, পাথর পাচার চলছিল।

উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসে ভূমি দপ্তর। এদিন প্রথমেই দুটি স্টক পয়েন্টে গিয়ে কাজ আটকে দেন আধিকারিকরা। রুপনি জমির পরিবর্তে বাণিজ্যিক জমিতে স্টক পয়েন্ট গড়ে তোলা, সংশ্লিষ্ট স্টক পয়েন্ট এলাকার চারদিকে সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা, পাশাপাশি ডাম্পিং এলাকাকে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা ইত্যাদি নিয়মনীতি মানা হত না এখানে।

যদিও ভূমি দপ্তরের বিশেষ দল এলাকা ছাড়তেই পুনরায় সক্রিয় হয় কারবারিরা। ট্র্যাক্টর, ডাম্পার নামিয়ে শুরু হয় বালি-পাথর ডাম্পিং। এই ইস্যুতে নকশালবাড়ি ভূমি দপ্তরের এক আধিকারিক বলেছেন, 'আমরা সমস্ত রিপোর্ট জেলায় পাঠিয়েছি। সেখান থেকে নির্দেশিকা এলে সেইমতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

আরেকটি দল নকশালবাড়ি বাবুপাড়া সংসদে খেমচি দখল করে চলা নির্মাণ ঘুরে দেখে। অভিযোগ ছিল, এই এলাকায় নদীর ওপর পিলার তুলে কাজ চলছিল। গ্রামবাসীরা অভিযোগ জানিয়েছিলেন নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে। এক ভূমি আধিকারিকের কথায়, 'নদীর ওপর নির্মাণকাজ নিয়ে সেচ দপ্তরকে জানানো হয়েছে।' পুরো বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে দার্জিলিং জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক রামকুমার তামাংকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

ঘুমন্ত মানুষ স্তব্ধ বাজার

শিলিগুড়ির মহাবীরস্থানে। সোমবার। ছবি : অরিন্দম চন্দ

নকল সার বিক্রিতে কড়া

ইসলামপুর, ২৫ নভেম্বর : সারের কালোবাজারি রুখতে ডিলারদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকে কড়া সতর্কতা জারি করল ইসলামপুর মহকুমা কৃষি দপ্তর। নকল সার ও আলুবীজের কারবার রুখতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। সম্প্রতি মহকুমা কৃষি আধিকারিকের দায়িত্ব নেওয়া মেহফুজ আহমেদের সাফ কথা, 'চাষিদের ঠকানোর চেষ্টা হলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।'

সোমবার সারের ডিলারদের নিয়ে বৈঠকে বসে কৃষি দপ্তর। সেখানে ইসলামপুর মহকুমার কৃষিকর্তাদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুরের জেলা কৃষি আধিকারিক প্রিয়নাথ দাস। কৃষিকর্তারা জানিয়েছেন, বৈঠকে এমআরপি-তে সার বিক্রির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ডিলারদের।

গত কয়েক মাসে অভ্যন্তরীণ ঝামেলা, দুর্নীতির অভিযোগ সহ বিভিন্ন ইস্যুতে কৃষি দপ্তরের ভাবমূর্তির মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। পরিস্থিতি সামলাতে তাই চাষিদের স্বার্থরক্ষার্থে সক্রিয়তা দেখিয়ে কর্তারা আস্থা অর্জনের চেষ্টা করছেন বলে মত অনেকের। এখন রবিশস্যের মরশুম। এইসময় শাক, সবজি, ভুট্টা, আলুর চাষে প্রচুর সার ব্যবহার হয়। ইতিমধ্যে কৃষক সংগঠনগুলি সারের কালোবাজারি নিয়ে প্রশাসনকে স্মারকলিপি দিয়েছে।

নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক খুচরো সার বিক্রেতার কথায়, 'ডিলারদের একাংশ সঠিক মূল্যে আমাদের সার দিলে তবেই তো আমরা এমআরপি অনুযায়ী কৃষকদের কাছে বিক্রি করতে পারব। ফলে কৃষি দপ্তরকে সেদিকে নজর রাখতে হবে।'

ফি বছর এই মরশুমে সারের কালোবাজারি, নকল সার এবং আলু, ভুট্টার বীজের কারবার নিয়ে অভিযোগ ওঠে। এবারও ব্যতিক্রম হয়নি। ফলে কৃষিনির্ভর এলাকায় চাষিদের ভোগান্তি কার্যত চরমে। আর্থিকভাবে দুর্বল প্রান্তিক কৃষকদের ঋণে জর্জরিত হয়ে নাভিশ্বাস পরিস্থিতি। সেই নিরিখে কৃষি দপ্তরের কড়া অবস্থান বাস্তবায়িত হলে চাষিরা উপকৃত হবেন নিঃসন্দেহে।

মহকুমা কৃষি আধিকারিক অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন, 'চাষিদের স্বার্থ নিয়ে ছেলেখেলা আমরা বরদাস্ত করব না। সার বিক্রেতাদের কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নকল সার ও বীজের কারবারে জড়িতদের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। এমআরপির ঊর্ধ্বে সার বিক্রির অভিযোগ পেলে আমরা ছাড়ব না। এমনকি অবৈধ লেনদেনে জড়িত উভয়পক্ষের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সার বিক্রেতাদের নিয়ে বৈঠক। সোমবার ইসলামপুরে।

তাপ্পি এশিয়ান হাইওয়েতে

বাগডোগরা, ২৫ নভেম্বর : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ফুলবাড়ি পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় এশিয়ান হাইওয়ে টু-তে তাপ্পি দিয়ে মেরামত চলছে। যেসব অংশে পিচ উঠেছে কিংবা গর্ত তৈরি হয়েছে, সেখানে দায়সারাভাবে কাজ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। ফলে সংস্কারের পর জায়গাটি আর সমান হচ্ছে না। সেতুতে ওঠার মুখেও এক অবস্থা। সেই কারণে দুর্ঘটনা ঘটছে। বিশেষত, দ্রুতগতিতে আসা যানবাহনের ক্ষেত্রে বিপদ বেশি। ট্রাফিক পুলিশের এক অধিকারিকের কথায়, 'আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়কের দায়সারা সংস্কার কেন হচ্ছে, বুঝতে পারছি না।' এদিকে, এশিয়ান হাইওয়ে টু'র সহকারী ইঞ্জিনিয়ার দীপকুমার সাহা জানিয়েছেন, আপাতত অস্থায়ী সমাধানের কথা মাথায় রেখে মেরামত চলছে। কিছুদিন পর ভালোভাবে কাজ হবে।

জেলার খেলা

শাহবাজের শতরান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : আন্তঃজেলা পুরুষদের একদিনের ক্রিকেটে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল শিলিগুড়ি। সোমবার তারা ৪ উইকেটে দক্ষিণ দিনাজপুরকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে টসে জিতে দক্ষিণ দিনাজপুর ৪৫ ওভারে ৭ উইকেটে ২৪৮ রান তোলে। প্রীতম বসাক ৪৫ ও প্রদুন্য সরকার ৪৪ রান করেন। জয়দীপ পাল ৫০ ও রাজকমল প্রসাদ ৫৩ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে শিলিগুড়ি ৪৪.২ ওভারে ৬ উইকেটে ২৫১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা শাহবাজ আনোয়ার ১০৪ রানে অপরাজিত থাকেন। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন চন্দন সিং (অপরাজিত ৫৪)। কৃষ্ণ বাসফোর ৬১ রানে নেন ২ উইকেট। বুধবার চন্দননগরের বিরুদ্ধে খেলবে শিলিগুড়ি।

ম্যাচের সেরা পদক ও শংসাপত্র হাতে শাহবাজ আনোয়ার।

সরোজিনীর ড্র

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন সৌভিক বল।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ পিসি মিত্তাল, নীতীশ তরফদার ও ম্যাজিস্ট্রাল ফার্মা ট্রফি ফুটবলে সোমবার আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ ২-২ গোলে ড্র করেছে এসএসবি-র সঙ্গে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ১১ মিনিটে অভিষেক দোরজির গোলে সরোজিনী এগিয়ে যায়। ৪ মিনিটের মধ্যে অবশ্য খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনেন এলএন সিং। ৪৯ মিনিটে এরাজ ওরাওঁ সরোজিনীকে ফের লিড এনে দেন। ৯০ মিনিটে সেই গোল শোধ করেন এসএসবি-র অভিমন্যু পাল। ম্যাচের সেরা হয়ে বাসন্তী দে সরকার ট্রফি পেয়েছেন সরোজিনীর সৌভিক বল। মঙ্গলবার খেলবে মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ও বিধান স্পোর্টিং ক্লাব।

লাবণ্য ট্রফি শুরু ৫ জানুয়ারি

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ নভেম্বর : মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাবের নতুন বছরের শুরুতেই লাবণ্যকুমার ঘোষ ট্রফি ৫ জানুয়ারি শুরু হবে। ক্লাবের সভাপতি কাজল ঘোষ জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় মুম্বই, দিল্লি, নেপাল, বিহার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, শিলিগুড়ি সহ বিভিন্ন জায়গার দল অংশ নেবে। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পাবে ২ লক্ষ টাকা। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তিগত পুরস্কার রয়েছে।

গ্রেপ্তার এক

নকশালবাড়ি, ২৫ নভেম্বর : ভুয়ো চা শ্রমিকের নামে টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দেড় মাস পর গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত। নকশালবাড়ি থানা এলাকার মানঝা চা বাগানে ভুয়ো হাজিরা দেখিয়ে লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের অভিযোগ দায়ের হয়েছিল বাগানের দুই কর্মী রোশন তিরকি এবং বিনোদ খালকোর বিরুদ্ধে। তারপরেই চা বাগানের ম্যানেজারকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম রোশন তিরকি। তিনি মানঝা বাগানের বাসিন্দা। পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে হাজিরার টাকা তুলতেন বলে অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। বাগান কর্তৃপক্ষের অভিযোগ ছিল, ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দু'বছর ধরে দুই স্থায়ী কর্মী জালিয়াতি করে ৫ লক্ষ টাকা নিজের পরিবারের বিভিন্ন সদস্যকে শ্রমিক হিসেবে দেখিয়ে তুলেছেন।

ম্যানেজারের কথায়, 'বাগানের দুই সাব-স্টাফ কাজের মাস্টার রোলে ভুয়ো নাম নথিভুক্ত করে টাকা তুলতেন। যা নজরে আসতেই দুজনকে কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।' পুলিশ প্রায় দেড় মাস পর রবিবার রাতে মানঝা বাগান থেকে রোশনকে গ্রেপ্তার করে। সোমবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বাইক চুরি

চোপড়া, ২৫ নভেম্বর : চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের দোয়ান জাগিরে কাঁচনা মাজার শরিফে আয়োজিত উরস থেকে একটি মোটরবাইক চুরির অভিযোগ উঠল। লক্ষ্মীপুরের বাসিন্দা আজিজুর রহমানের দাবি, রবিবার রাতে উরসে গিয়েছিলেন তিনি। একসময় দেখেন তাঁর মোটরবাইকটি উধাও। সোমবার চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

প্রচার সভা

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে মঙ্গলবার বাঘা যতীন পার্ক থেকে কৃষক সংগঠনগুলোর যৌথ মিছিল রয়েছে। এর সমর্থনে সোমবার নয়াবাজার, মহাবীরস্থানে প্রচারসভা ও মিছিল করা হয় এআইটিইউসি-র উদ্যোগে। বক্তব্য রাখেন, পার্থ মৈত্র, কৌশিক ঘোষ, সুব্রত রক্ষিত প্রমুখ।

অ্যাপে ভাড়া নিয়ে গাড়ি সহ পগারপার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : অ্যাপে গাড়িভাড়া দিয়েও বিপদ!

সম্প্রতি শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় এধরনের একাধিক অভিযোগ ঘিরে হইচই শুরু হয়েছে। কোথাও অ্যাপের মাধ্যমে ভাড়া নিয়ে পগারপার হয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতী, কোথাও আবার সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে গেলেও চাবি না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এজেন্টের বিরুদ্ধে। আর সেই চাবি নিয়েই সুযোগ বুঝে ওই গাড়ি বিক্রি করতে অন্য রাজ্যে যাওয়ার চেষ্টা করেছে দুষ্কৃতীরা। পুলিশের সক্রিয়তায় অবশ্য এ যাত্রায় বেঁচে গিয়েছেন গাড়ির মালিক।

শম্ভু সিং নামে এক ব্যক্তি গত ১৮ নভেম্বর মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ করেন, একটি অ্যাপের মাধ্যমে তাঁর গাড়ি ১১ নভেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। তারপর তিনদিন পেরিয়ে গেলেও সেই গাড়ি ফিরে পাননি তিনি। গাড়িতে লাগানো জিপিএস চেক করে তিনি জানতে পারেন, সেটি ভুবনেশ্বরের কাছে রয়েছে। তবে তারপর আর জিপিএস ট্র্যাক করে লোকেশন জানা যাচ্ছে না। শম্ভু বলছেন, 'জিপিএস-টাও খুলে নেওয়া হয়েছে। আমি গাড়িটা আর মনে হয় পাব না।'

তবে শম্ভুর চাইতে ভাগ্য খানিক প্রসন্ন ভক্তিনগর থানা এলাকার ফৈয়াজ আনসারির। রবিবার তিনি ভক্তিনগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি বলছেন, 'বাইরে চলে যাওয়ায় বন্ধুর বাড়ির সামনে গাড়িটি রেখে গিয়েছিলাম। এদিন ফিরে দেখি, সেখানে আমার গাড়িটা নেই।'

অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তদন্তে নামে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। এরপর জিপিএস-এর সূত্র ধরে পুলিশ জানতে পারে, গাড়িটি রতুয়ায় চলে গিয়েছে। এরপর মালদা পুলিশের সহযোগিতায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গাড়িটি উদ্ধার হয়। গ্রেপ্তার হয় গাড়িতে থাকা তিনজন। কিন্তু গাড়িটি সেখানে গেল কীভাবে? ফৈয়াজের দাবি, একটি অ্যাপের মাধ্যমে গাড়িটি ভাড়া দিতেন তিনি। চুক্তির সময়সীমা শেষ হয়ে গেলেও একটি চাবি ওই সংস্থার এজেন্ট মাসুদ আলমের কাছে ছিল। তিনিই গাড়িটি না জানিয়ে নিয়ে চলে যান। বংশীহারীর ওই বাসিন্দা এরপর মালদার দুই তরুণ আইহান সরফরাজ ও শামিম আখতারকে গাড়িতে তুলে নেন। পুলিশ সূত্রে খবর, গাড়িটি বিক্রি করার ছক ছিল তাঁদের। ক্রেতার খোঁজে তাঁরা বিহারের দিকে যাচ্ছিলেন।

তিন ধৃতকে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। তবে অ্যাপকে কেন্দ্র করে যেভাবে একশ্রেণির অপরাধমূলক কাজকর্ম বাড়ছে, তাতে আশঙ্কা বাড়ছে পুলিশের। মাটিগাড়া থানার আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্য বলছেন, 'কোনও অ্যাপ কিংবা কোনও ওয়েবসাইটে যাওয়ার আগে আমাদের সকলকেই সচেতন থাকতে হবে।'

নৈহাটিতে মুখ্যমন্ত্রী

নৈহাটি জয়ের পর মঙ্গলবার বড়োমা কালীমন্দিরে পুজো দিতে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুপুরের পর তাঁর সেখানে পৌঁছোনোর কথা। ইতিমধ্যেই সাজোসাজো রব নৈহাটিতে।

স্কুলের পোশাক

জানুয়ারিতেই রাজ্যের ১ কোটি ১৭ লক্ষ পড়ুয়াকে পোশাক দেবে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে সব জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে নির্দেশ পাঠিয়েছে রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তর।

পরীক্ষার সূচি

২০২৫ সালের আইসিএসই এবং আইএসসি পরীক্ষার সূচি ঘোষিত হল। আইসিএসই পরীক্ষা শুরু হবে আগামী বছরের ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে। আইএসসি শুরু হবে ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে।

পৌষমেলা

পূর্ব পল্লির মাঠেই ৭ পৌষ অর্থাৎ ২৩ ডিসেম্বর পৌষমেলা শুরু হবে। শেষ হবে ২৮ ডিসেম্বর। ভাঙা মেলা চলবে আরও দু'দিন। অর্থাৎ ৩০ ডিসেম্বর মাঠ ফাঁকা করে দেবে প্রশাসন।

ডিসেম্বরেই ৯৫০০ কোটি

'২৬-এর লক্ষ্যে মাস্টার প্ল্যান

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : রাজ্যে ছয়ে ছয় হওয়ার পিছনে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের অবদান যথেষ্ট। এমনই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এমনকি ঝাড়খণ্ড ও মহারাষ্ট্রে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আদলে প্রকল্প ঘোষণা করে বিপুল সাফল্য পেয়েছে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ও বিজেপি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালাতে গিয়ে রাজ্য সরকারের পরিকাঠামো উন্নয়ন খাতে ব্যয় করতে সমস্যা হচ্ছে। এরই মধ্যে বাংলা আবাস যোজনা প্রকল্পে প্রায় ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে তিন কিস্তিতে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। শুধুমাত্র এই দুই সামাজিক প্রকল্পে ডিসেম্বর মাসেই সাধারণ মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রাজ্য সরকার প্রায় ৯৫০০ কোটি টাকা পাঠাচ্ছে। যা রেকর্ড বলেই দাবি করেছেন নবান্নের কর্তারা। এর আগে একসঙ্গে শুধুমাত্র সামাজিক প্রকল্পে এত টাকা কোনও দিন বরাদ্দ করা হয়নি।

২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে আবাস যোজনায় রাজ্যের সাড়ে ১১ লক্ষ বাড়ি তৈরির অনুমোদন দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু তার আগের দু'বছরের টাকা খরচের ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ তুলে বরাদ্দ আটকে দেয় কেন্দ্র। এরপর রাজ্যের মন্ত্রীরা একাধিকবার কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এই বরাদ্দ দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু কাজ হয়নি। এরপর তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় সাংসদদের নিয়ে দিল্লিতে ধর্নাও দিয়েছিলেন। তাতেও কাজ হয়নি। কেন্দ্রের বরাদ্দ না আসায় রাজ্য সরকার উপভোক্তাদের বাড়ি তৈরি করে দেবে বলে ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীকে একাধিকবার চিঠিও দিয়েছিলেন। সেইমতো নতুন করে সমীক্ষাও হয়। অনেকের নাম বাদ যাওয়ায় পুনরায় সমীক্ষা করা হয়। এরপর প্রায় ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে এই টাকা দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

প্রথমে ঠিক হয়েছিল, ২৩ ডিসেম্বর থেকে টাকা দেওয়া শুরু হবে। কিন্তু শুক্রবার রাতে পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে এক নির্দেশিকায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ১৫ ডিসেম্বর থেকেই টাকা দেওয়া হবে। ডিসেম্বর মাসের প্রায় ১২ লক্ষ উপভোক্তা প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে পাবেন। ফলে আবাস যোজনা খাতে ৭২০০ কোটি টাকা রাজ্য সরকার তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠাবে। দ্বিতীয় কিস্তিতে ৪০ হাজার ও তৃতীয় কিস্তিতে ২০ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

ইতিমধ্যেই ২ কোটিরও বেশি মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা পান। গত দু'মাসে 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'তে ফোন করে অনেকেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের আবেদন করেছিলেন। তাঁদের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। ডিসেম্বর মাস থেকে নতুন ৫ লক্ষ মহিলা এই প্রকল্পের টাকা পাবেন। ফলে এই প্রকল্পে ২৩০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। এছাড়া বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা সহ অন্যান্য প্রকল্পের টাকাও যথারীতি বরাদ্দ করা হবে।

তবে রাজ্য সরকার যে এই প্রকল্পে টাকা দিচ্ছে তা গ্রামের মানুষের কাছে প্রচার করতে দলীয় নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ও রাজ্যের মানুষের পাশে রাজ্য সরকারের থাকার এই প্রচারই তৃণমূলের প্রধান অস্ত্র হতে চলেছে। ঘটনাচক্রে আবাস যোজনার এই ১২ লক্ষ উপভোক্তা যখন শেষ কিস্তির টাকা পাবেন, তার তিন-চার মাসের মাথায় বিধানসভা নির্বাচন হবে। ফলে তৃণমূলের প্রচারের প্রধান হাতিয়ার হবে এই সামাজিক প্রকল্প।

আদানি প্রসঙ্গে নীরব তৃণমূলের কর্মসমিতি

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : আদানি ইস্যুতে উত্তাল হয়েছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। এই নিয়ে আলোচনার জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠনের দাবিতে প্রথম থেকেই সরব কংগ্রেস। এই ইস্যুতে ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম শরিক তৃণমূল কী সিদ্ধান্ত নেয়, তার দিকেই তাকিয়েছিল রাজনৈতিক মহল। সোমবার কালীঘাটে দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে আদানি প্রসঙ্গই উঠল না। হিন্ডেনবার্গের রিপোর্ট যখন প্রকাশ্যে এসেছিল, তখনও কংগ্রেসের সঙ্গে সুর মেলায়নি তৃণমূল। ইতিমধ্যেই লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি গৌতম আদানিকে গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হয়েছেন। কিন্তু সংসদের উভয়কক্ষে তৃণমূল কোন কোন বিষয় নিয়ে সরব হবে, তা নিয়ে সুর বেঁধে দিয়েছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মধ্যে আদানি ইস্যু নেই।

তবে শুধু এক্ষেত্রেই নয়, ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকেও এদিন গরহাজির ছিল তৃণমূল। ইতিমধ্যেই তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়া জোটের মুখ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে করার দাবিতে সরব হয়েছেন। তারপরই এদিন ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ না দেওয়া তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

যদিও ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে অনুপস্থিত থাকা নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'তৃণমূল কেন যোগ দেয়নি, সেটা পরে জানতে পারবেন। একদিনে সব জানা যায় কি?' কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন কংগ্রেসকে ফের খোঁচা দিয়ে বলেন, 'যাঁরা বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন, তাঁদের তো ব্যর্থতা স্বীকার করতেই হবে। ইগো থাকলে হবে না। ইন্ডিয়া জোট, সমস্ত বিরোধী দলের জোটকে নেতৃত্ব দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' তবে ওয়াকফ সংশোধনী বিলের মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে বিরোধীদের সঙ্গে একযোগে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূল সাংসদরা।

এদিন সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে তৃণমূল কী ভূমিকা নেবে, তার দিকনির্দেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চন্দ্রিমা বলেন, 'দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব, মণিপুর, সারের দাম বৃদ্ধি ও কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে লোকসভা ও রাজ্যসভায় দলের সাংসদরা সরব হবেন।' আদানি ইস্যুতে তৃণমূলের ভূমিকা নিয়ে তিনি কোনও উত্তর দেননি। তৃণমূলের সিদ্ধান্তে হতাশ কংগ্রেস। প্রবীণ নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'আদানি ইস্যু এখন গোটা দেশে আর্থিক দুর্নীতির জ্বলন্ত ইস্যু। তৃণমূল কেন করল না, তা বলতে পারব না। ওরা অবস্থান স্পষ্ট করলে প্রতিক্রিয়া দেব।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'তৃণমূলের সঙ্গে যে বিজেপির সেটিং রয়েছে, তা এই ঘটনা প্রমাণ করল। আদানি ইস্যুতে তৃণমূল মুখ খুলবে না।'

কু-ঝিকঝিক।। *সোমবার শীতের দুপুরে কলকাতা ময়দানে তরুণ-তরুণীরা। আবির চৌধুরীর ক্যামেরায়।*

বঙ্গ বিজেপির সদস্য সংগ্রহ সেই তিমিরেই

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের অধিকাংশই এখন রাজ্যে দলের নেতৃত্ব বদলের অপেক্ষায়। দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরাও একই দলে। এই পরিস্থিতিতে যা হওয়ার তা-ই হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরিয়ে গেলে রাজ্যে দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযান ঢিমেতালেই চলছে। এখনও পর্যন্ত তা সন্তোষজনক অবস্থায় পৌঁছোতে পারেনি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রবল চাপ সত্ত্বেও বাস্তব ছবির বদল হয়নি বলেই সোমবার বিজেপি সূত্রের খবর। যদিও এরাজ্যে এই কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত দলের মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য এদিন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর কাছে দাবি করেছেন, 'এখনও পর্যন্ত রাজ্যে দলের সদস্য সংগ্রহ সন্তোষজনক। ভালো অবস্থাতেই আমরা রয়েছি। এই নিয়ে সব খবরই ভিত্তিহীন। সদস্য সংগ্রহের সঠিক সংখ্যা দলে আমরা তিনজন জানি। আমি, রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও দলের নেতা অমিতাভ চক্রবর্তী। এর বাইরে কারও জানার কথাই নয়। অন্যরা জানবে কী করে?' তবে সঠিক সংখ্যা কত তা জানাতে রাজি নন তিনি। এমনকি অভিযান ২১ নভেম্বর শেষ হওয়ার কথা থাকলেও আর কতদিন চলবে তাও জানাতে অস্বীকার করেন শমীকবাবু।

রাজ্যে সদস্য সংগ্রহের পরিসংখ্যান নিয়ে চরম ধোঁয়াশা রয়েই গিয়েছে। দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে তো বটেই। দলের বাইরেও এই নিয়ে চর্চা রয়েছে। যতদূর খবর, দলের শীর্ষনেতা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এরাজ্যে ১ কোটি সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত তার ২৫ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছোতে পারেনি বঙ্গ বিজেপি। এর কিছুটা আভাস এদিন মিলেছে দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের গলায়। তিনি জানান, রাজ্যে দলের সর্বস্তরের লোকেরা দলে পরিবর্তনের অপেক্ষায়। সেইভাবে সবাই এই কাজে আগের মতো নামছেন না। তাঁদের এই কাজে নামানো বা 'মোটিভেট' করার কথা বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের। সেটা ঠিকমতো হচ্ছে কি? হলে সদস্য সংগ্রহ অভিযানের এই দশা হত না। আগে এরকম হয়নি। এখন রাজ্য দলের সেই জোশ কোথায়?

দলের স্বার্থে দিলীপ অবশ্য নিজেই জেলায় জেলায় ঘুরে নেতা-কর্মীদের নিয়ে এই সদস্য সংগ্রহ অভিযানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নেমে পড়েছেন। আগে মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও পরে মেদিনীপুর। তারও আগে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলা। এদিন খড়্গপুর সেরে এগরার কয়েকটি অঞ্চলে দলের লোকেদের নিয়ে সদস্য সংগ্রহ অভিযান করছেন। তবে দিলীপের গলায় এদিনও রাজ্যে দলের কাজকর্ম নিয়ে হতাশার সুর। সব বিষয়ে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মনোভাব নিয়েও সন্দিহান তিনি। তবে রাজ্যে দলের এই অবস্থায় পরিবর্তন যে টোটকা হিসাবে কাজ করতে পারে সেটা দাবি করেছেন। রাজ্যে দলে রদবদল নিয়ে মুখপাত্র শমীকের দাবি, সুনির্দিষ্ট সময়েই বঙ্গ বিজেপির পরিবর্তন হবে। দিল্লি সেটা সঠিক সময়েই করবে।

শীত অধিবেশন

ওয়াকফ বিল নিয়ে তপ্ত হতে পারে বিধানসভা

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : সোমবার থেকেই বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন শুরু হল। শীতকালীন অধিবেশনে সংসদে পেশ করা ওয়াকফ সংশোধনী বিল (২০২৪) নিয়ে এবার অধিবেশন যে উত্তপ্ত হতে চলেছে, তার ইঙ্গিত এদিনই মিলেছে। প্রথম থেকেই ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করছে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এই বিলের প্রতিবাদে বিধানসভায় একটি প্রস্তাব আনা হবে। তবে বিজেপি যে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করবে, তা স্পষ্ট। এই অধিবেশনে রাজ্য সরকারের সঙ্গে তীব্র সংঘাতে যেতে চাইছে বিজেপি। অধিবেশন চলাকালীনই নবনির্বাচিত ৬ তৃণমূল বিধায়কের শপথ অনুষ্ঠান হবে। তবে বিজেপি ওই শপথ অনুষ্ঠানে থাকবে না বলে বিধানসভায় বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ জানিয়ে দিয়েছেন।

ওয়াকফ বিল নিয়ে রাজ্য সরকার যে কড়া মনোভাব নিচ্ছে, তা জানিয়ে দিয়েছেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। শুধু বিধানসভার অন্দরে নয়, বিধানসভার বাইরেও এই বিলের বিরোধিতায় সরব হবে তৃণমূল। ৩০ নভেম্বর কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে এই বিলের প্রতিবাদে একটি সভা করা হচ্ছে। সভার উদ্যোক্তা তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন। ওই সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মোশারফ বলেন, 'ওয়াকফ সম্পত্তি পূর্বপুরুষ দান করে গিয়েছেন। ঘুরপথে চক্রান্ত করে অগণতান্ত্রিকভাবে আইন এনে বিজেপি তা দখল করতে চাইছে। কিন্তু এই চক্রান্ত সফল হবে না। রাজপথে এর প্রতিবাদে আন্দোলন চলবে।'

রোড ট্যাক্স আদায়ে সক্রিয় হচ্ছে রাজ্য

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : বকেয়া রোড ট্যাক্স আদায়ের জন্য এবার গাড়ির মালিকদের এসএমএস করে তাগাদা দেবে পরিবহণ দপ্তর। সোমবার বিধানসভায় এই কথা জানিয়েছেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'প্রচুর রোড ট্যাক্স বকেয়া রয়েছে। তার মধ্যে বেশকিছু দামি গাড়িও রয়েছে। ওই টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য গাড়ির মালিকদের এসএমএস করে জানিয়ে দেওয়া হবে। শুধুমাত্র কলকাতাতেই জরিমানা সহ রোড ট্যাক্স ৮০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। গাড়ি কেনার পরে অনেক সময়ই মালিকদের কর দেওয়ার কথা মনে থাকছে না। এই কর আদায়ে এবার রাস্তায় এনফোর্সমেন্ট টিম রাখা হচ্ছে। ওই টিম বকেয়া ট্যাক্স আদায়ের জন্য গাড়ি ধরবে। রোড ট্যাক্স নিয়মিত দেওয়া হলে রাজ্য সরকারের রাজস্ব বাড়বে।'

খণ্ডঘোষে আবাস তালিকায় তৃণমূল বিধায়কের স্বজন

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ২৫ নভেম্বর : রয়েছে পাকা বাড়ি। তবুও আবাস প্লাসের তালিকায় নাম তৃণমূল বিধায়কের মা, শাশুড়ি ও এক পঞ্চায়েত প্রধানের। এনিয়ে তোলপাড় পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ। নড়েচড়ে বসেছে ব্লক প্রশাসন। এ সম্পর্কে জেলা শাসক আয়েশা রানির মন্তব্য, 'কে কোন পদে আছেন সেটা বিবেচ্য নয়। অভিযোগ পেলেই সুপার চেকিং হচ্ছে। পাকা বাড়ি থাকলে তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হবে।'

খণ্ডঘোষের তৃণমূল বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগের শ্বশুরবাড়ি তাঁতিপাড়ায়। সেখানে পাকা দোতলা বাড়িতে থাকেন বিধায়কের শাশুড়ি ও শ্যালকরা। শাশুড়ি সুমিত্রা রায়ের নাম রয়েছে আবাস তালিকায়। শুধু তিনিই নন, নাম রয়েছে বিধায়কের মা নন্দরানি বাগেরও। সম্প্রতি বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী। একথা জেনেই সুপার চেকিংয়ে নেমেছে ব্লক প্রশাসন। সুমিত্রার সাফাই, 'যখন আমাদের বাড়ি ছিল না তখন আবাসের জন্য আবেদন করেছিলাম। এখন ছেলেরা পাকা বাড়ি করেছে। তারা পাকা বাড়িতে থাকলেও আমি মাটির বাড়িতেই থাকি।'

শুধু তাঁরাই নন, তৃণমূল পরিচালিত খণ্ডঘোষ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মালতী সাঁতরার নামও তালিকায় রয়েছে। তাঁর স্বামী হারু সাঁতরা খণ্ডঘোষ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান। সেসময় গীতাঞ্জলি প্রকল্পের আর্থিক অনুদানে তিনি পাকা বাড়ি করেন। এখন নয়া আবাস তালিকায় মালতীর নাম দেখা যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, '২০২২ সালের সমীক্ষায় তাঁদের নাম ছিল না। তবুও নয়া তালিকায় কীভাবে নাম উঠল সেটা আমারও প্রশ্ন।' তিনি জানান, তাঁর স্বামী যখন প্রধান ছিলেন না তখন পার্টি তাঁদের গীতাঞ্জলি প্রকল্পে ঘর দিয়েছিল। এখন বাড়ি আছে। তিনি আবাসের বাড়ি নেবেন না। অন্য কেউ পাক সেটাই তিনি চান। হারু বর্তমানে খণ্ডঘোষ অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি। তাঁরও দাবি, বাড়ির জন্য তিনি আবেদনই করেননি। বিষয়টি জানতে পেরেই তিনি বিডিওর কাছে নাম বাদ দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন বলে জানান।

এ প্রসঙ্গে জেলা বিজেপির সহ সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় চন্দ বলেন, 'আবাস তালিকা এখনও অস্বচ্ছ। এসবই প্রমাণ দিচ্ছে, গরিবরা নয়, তৃণমূলই আবাসের ঘর পাবে। এজন্য তালিকায় তৃণমূল বিধায়কের মা, শাশুড়ি, ওদের পঞ্চায়েত প্রধানের নাম রয়েছে।' তৃণমূলের মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাস বলেন, ভুলভ্রান্তির জন্য সমীক্ষা ও সুপার চেকিং করে স্বচ্ছতা আনা হচ্ছে।

এই বাড়ি ঘিরেই এলাকায় তীব্র ক্ষোভ। -সংবাদচিত্র

রাজ্যজুড়ে ডেঙ্গির সংক্রমণ বাড়ছে

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : সকাল থেকে সন্ধে মশার জন্য টেকা দায়। এডিস ইজিপ্টাই মশার বংশবৃদ্ধির ফলে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছে। কলকাতা সহ রাজ্যের সমস্ত জেলাতেই যত দিন যাচ্ছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ততই বৃদ্ধির খবর পাওয়া যাচ্ছে। যদিও সরকারিভাবে ডেঙ্গিতে মৃত্যুর কোনও খবর এখনও পাওয়া যায়নি। তবে বর্তমানে কলকাতা শহরতলির তুলনায় মফসসল ও গ্রামের দিকে ডেঙ্গু বাড়ছে। প্রশ্ন উঠেছে, মশারা চরিত্র বদল করার ফলেই কি এই পরিস্থিতি? স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে অবশ্য এবিষয়ে কিছু খোলসা করে জানানো হয়নি।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতা শহরে ডেঙ্গি আক্রান্ত ছিল ৯৯৯ জন। বর্তমানে তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ২৭,১৪২। গত এক সপ্তাহে আরও নতুন করে রাজ্যে ৪ হাজার জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্তের মধ্যে প্রথম স্থানে আছে মুর্শিদাবাদ জেলা। দ্বিতীয় স্থানে আছে মালদা। মুর্শিদাবাদে আক্রান্তের সংখ্যা ৫ হাজার ১৪৭। সবচেয়ে কম দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৬৪২।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, যেখানে জুলাই মাসে রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৮৮৮, সেখানে অক্টোবর মাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৭০৫১। অর্থাৎ ৪ মাসের মধ্যেই ৫ হাজারের বেশি মানুষ ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন।

ট্যাব দুর্নীতির প্রতিবাদে শিয়ালদায় এসএফআইয়ের মিছিল। সোমবার।

আলুর বীজ ও সারের দাম বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন চাষিরা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : আলুর দাম বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কী করে দাম নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেই বিষয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকার যে সময় এই উদ্যোগ নিচ্ছে, সেই সময় আলুর বীজের দাম বৃদ্ধি নিয়েও উদ্বিগ্ন চাষিরা। চাষিদের বক্তব্য, গতবারের তুলনায় এবছর আলুর বীজের দাম চড়া। ফলে উৎপাদনের খরচ বাড়ছে। এজন্যই বহু চাষি আলু চাষ বন্ধ করে দিয়েছে।

গতবছরের তুলনায় আলুর বীজের দাম এবছর আরও চড়া। ৫০ কেজি (এক বস্তা) জ্যোতি আলুর বীজ ৩২০০ থেকে ৩৫০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। গত বছর যা ছিল ২২০০-২৫০০ টাকা। চন্দ্রমুখী ও হিমালিনী আলুর বীজের দাম ৪ হাজার টাকা বস্তা। এই দাম বৃদ্ধির ফলেই আলু চাষের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। স্বভাবতই উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ায় চাষিরাও উৎপাদিত আলু বেশি দামে বিক্রি করছেন। এর ফলে খোলা বাজারে আলুর দাম চড়চড় করে বেড়েছে। প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'শুধু আলু বীজের দাম বৃদ্ধি নয়, সারের দামও অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। সারের দাম ১৪৭০-১৫০০ টাকা নির্দিষ্ট থাকলেও চাষিদের তা কালো বাজারে ১৮০০-১৯০০ টাকায় কিনতে হচ্ছে। যার জন্যই আলু উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার এই অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির বিষয়টিতে নজর দিলে ভালো হত।'

কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, আলু বীজের দাম নিয়ে রাজ্য সরকারের কোনও ভূমিকা নেই। এক্ষেত্রে পঞ্জাব থেকে মূলত বীজ আসে। পঞ্জাবেই আলুর বীজের দাম বৃদ্ধির ফলে এরাজ্যে যে বীজ আসছে, তা গতবারের তুলনায় অনেকটাই বেশি। এর জন্যই আলুর উৎপাদন খরচ অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে।

পার্থর মামলা তৃতীয় বেঞ্চে, জামিন পেলেন অর্পিতা

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের জামিন মঞ্জুর করল ইডির বিশেষ আদালত। তাঁকে ৫ লক্ষ টাকার বন্ডে জামিন দেওয়া হয়েছে। জামিন পেলেও বেশ কিছু শর্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দুই বিচারপতির মতানৈক্যের জেরে শেষমেশ পার্থর জামিন মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। এবার এই মামলা শুনবেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী। চলতি সপ্তাহে মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে এদিনই পার্থ ঘনিষ্ঠ এজেন্ট সন্তু গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক তৃণমূল নেতাকে সিবিআই গ্রেপ্তার করেছে। তাঁকে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করা হয়। মঙ্গলবার তাঁকে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে তোলা হবে। নিম্ন আদালতে জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন অর্পিতা। সেই আবেদনই মঞ্জুর করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশে, তাঁকে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে। কলকাতার বাইরে যাওয়া যাবে না। তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে।

রায়দান স্থগিত

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : ইডির মামলায় জামিন চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে সোমবার তাঁর জামিন মামলার শুনানি শেষ হয়। বিচারপতি এই মামলায় রায়দান স্থগিত রেখেছেন। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডি। তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার হয়। তদন্তকারীদের হাতে একটি অডিও ক্লিপ উঠে আসে। সেই অডিও ক্লিপে সুজয়কৃষ্ণ ও এক সিভিক ভলান্টিয়ারের মধ্যে ফোন থেকে তথ্য মুছে ফেলার কথোপকথন উঠে আসে। আদালতের নির্দেশে তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা হয়। এখন আদালত কী নির্দেশ দেয় সেটাই দেখার।

খাঁচায় বদ্ধ মানুষ, পাখিরা আকাশে

রিমি শীল

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : এতদিন বদ্ধ জায়গায় থাকত পাখিরা আর মুক্ত থাকত মানুষ। এবার মানুষ থাকবে খাঁচার ভিতর। আর অনেকটা খোলা আকাশ পেল পাখিরা। কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানা এবার সেই ব্যবস্থাই করল। তাদের দেড়শো বছরের ইতিহাসে প্রথমবার তৈরি হল ওয়াক ইন ওয়ে। যেখানে বদ্ধ খাঁচার মতো পরিসরে হাঁটবে মানুষ। বাইরে ছোট খাঁচার বদলে অপেক্ষাকৃত মুক্ত আকাশে উড়বে পাখিরা। সোমবার এই পক্ষীশালার উদ্বোধন করলেন বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। ৬০ মিটার লম্বা এবং ৪ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন কাচের খাঁচায় হেঁটে এবার থেকে মুক্ত বিহঙ্গদের সঙ্গে তোলা যাবে সেলফিও। দেশ-বিদেশ থেকে ১৪টি প্রজাতির পাখি এনক্লোজারে এনে রাখা হয়েছে। দার্জিলিং থেকে আনা হয়েছে ফেজেন্ট পাখি।

শীতের মরশুমে কলকাতার অন্যতম দর্শনীয় স্থান হয়ে ওঠে আলিপুর চিড়িয়াখানা। পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য এবার 'বার্ডস উইংস ওয়াক ইন ওয়ে' চালু করা হল। বনমন্ত্রী বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই জঙ্গলের পরিবেশে বেড়ে ওঠা। কিন্তু এখন এমন পরিস্থিতি হয়েছে, তাতে আগামীদিনে হয়তো মানুষ খাঁচায় থাকবে আর পশু-পাখিরা মুক্ত থাকবে। এই বিষয়টাই তুলে ধরা হয়েছে। ভাবনাটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত। ওঁর নির্দেশেই বন দপ্তরের সবাই এক হয়ে এই অভিনব কাজ করেছেন। পরবর্তীতে চিড়িয়াখানাকে আরও আকর্ষণীয় করতে বিভিন্নরকম চিন্তাভাবনা করা হয়েছে।' এই বিশেষ ব্যবস্থা দেখার জন্য কোনও আলাদা মূল্য দিতে হবে না। দার্জিলিংয়ের ফেজেন্ট ছাড়াও মাটির কাছে থাকা গ্রাউন্ড ডুয়েলিং বার্ড, ময়ূর, বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস, রাজহাঁস, বিভিন্ন প্রজাতির বসন্ত বৌরি, ঘুঘু সহ ২০০টির বেশি প্রজাতির পাখি রয়েছে। আলিপুর চিড়িয়াখানার অধিকর্তা শুভঙ্কর সেনগুপ্ত বলেন, 'এতদিন অনলাইনে টিকিট কাটা যেত, এবার থেকে স্পট অনলাইন টিকিট বুকিং সিস্টেম চালু করা হল। মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা এর সূচনা করেন।' তিনি আরও জানান, এবছর শীতে বিভিন্ন প্রজাতির পশুপাখি আনা হয়েছে। দিন কয়েক আগে উত্তরবঙ্গ থেকে লেপার্ড ক্যাট আনা হয়। এছাড়া ৫টি প্রজাতির হরিণ, দক্ষিণ আমেরিকার আলপাকা, ম্যাকাও, অ্যামাজন প্যারট, ওয়েস্টার্ন ক্রিয়ন পিজন সহ বিভিন্ন বিদেশি প্রজাতির পাখি আনা হয়েছে। ফলে সবমিলিয়ে শীতের মরশুমে জমজমাট হচ্ছে আলিপুর চিড়িয়াখানা।

আলিপুর চিড়িয়াখানায় পাখিদের আবাসস্থল। ছবি : আবির চৌধুরী

মঙ্গলবার, ১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ২৬ নভেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৮৭ সংখ্যা

পদ্মের বিড়ম্বনা

বঙ্গের উপনির্বাচনে আবার বিপর্যস্ত বিজেপি। সচরাচর উপনির্বাচনের ফল শাসকদলের পক্ষে যায়। ভারতীয় রাজনীতির এটাই রীতি। তাই তৃণমূলের ছয়ে ছয় চমক কিছু নেই। তথাপি মাদারিহাট হাতছাড়া হওয়া পদ্ম শিবিরের কাছে বড়সড়ো ধাক্কা। এ বছর লোকসভা ভোটের মাসখানেকের মধ্যে উপনির্বাচনে বিজেপির হাতছাড়া হয়েছিল রায়গঞ্জ, বাগদা ও রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র। তারও আগে খুইয়েছিল দিনহাটা, ধূপগুড়ি ও শান্তিপুর। এবার মাদারিহাটে হারায় উত্তরবঙ্গে চারটি কেন্দ্রের দখল হারাল বিজেপি। তুলনামূলক কমেছে ভোটও। একে সূচক ধরলে, এই ফল ২০২৬-এর জন্য কোনও ইঙ্গিত নয় তো!

সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে সবার নজর ছিল মাদারিহাটের দিকে। কারণ, যে ছয়টি কেন্দ্রে ভোট হল, তার মধ্যে একমাত্র এটি ছিল বিজেপির দখলে। কিন্তু প্রার্থী বাছাইয়ে 'ভুল' ও 'বারলা কাঁটা'য় পদ্মবন তছনছ হয়ে গিয়েছে। এই প্রথম মাদারিহাটে জয় পেল তৃণমূল। আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া-মাদারিহাট ব্লকের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলার সাঁকোয়াঝোরা ও বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতও মাদারিহাট কেন্দ্রভুক্ত।

২০১৪-র লোকসভা ভোটে প্রবল 'মোদি ঝড়'-এও আলিপুরদুয়ার জিতেছিল তৃণমূল। কিন্তু মাদারিহাটে এগিয়ে ছিল বিজেপি। সেই ট্রেন্ড ধরে ২০১৬-য় বিধানসভা জেতে বিজেপি। ২০১৯ ও ২০২৪-এর লোকসভা এবং ২০২১-এর বিধানসভায় এখানে পদ্মই ফুটেছে। কিন্তু এই উপনির্বাচনের আগে চা বলয়ে ছন্নছাড়া হয়ে যায় বিজেপি। '২৪-এর লোকসভার প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে বিজেপির মাথাব্যথা বাড়িয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে লোকসভায় জয় এলেও উপনির্বাচনের আগে ফের 'বেসুরো' চা বলয়ের এই নেতা।

শুধু 'বারলা কাঁটা' নয়, রাহুল লোহারকে প্রার্থী করা বিজেপির বড়সড়ো ভুল প্রমাণিত হয়েছে। প্রয়াত সিটু নেতা তারকেশ্বর লোহারের ছেলে রাহুল। দলগাঁও চা বাগানে তারকেশ্বরের অত্যাচার এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে, ২০০৩-এর ৬ নভেম্বর চা বাগানের ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা তাঁর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে উপস্থিত ১৯ জন পুড়ে মারা যান। পালিয়ে বাঁচেন তারকেশ্বর।

বিজেপি তাঁর ছেলেকে প্রার্থী করায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক ছিল। তৃণমূলের 'রাম-বাম সখ্য'-এর প্রচারও এতে প্রতিষ্ঠা পায়। মাদারিহাটের প্রাক্তন বিধায়ক মনোজ টিগ্গাও এখন সেকথা মানছেন। একান্ত আলাপচারিতায় বহু বিজেপি নেতার স্বীকারোক্তি- রাজ্য সরকারের উন্নয়ন, চা শ্রমিকদের পাট্টা, তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্য ক্রেশ, পিএফের আন্দোলন তৃণমূলকে বাড়তি অক্সিজেন দিয়েছে। এলাকায় ডলোমাইটের দূষণ থেকে রেলের ওভারব্রিজ তৈরিতে কেন্দ্রের গা-ছাড়া মনোভাবের প্রতিফলন ইভিএমে বিজেপির বিরুদ্ধে গিয়েছে।

যদিও তৃণমূলের সন্ত্রাসকে ঢাল করে সাংগঠনিক দুর্বলতা ঢাকতে মরিয়া বিজেপি। দলীয় নেতৃত্বের একগুঁয়ে মনোভাব, অনেক বুথে এজেন্ট বসাতে না পারা, বুথভিত্তিক কমিটি তৈরির ব্যর্থতা বিজেপির বহু নেতা স্বীকার করেছেন। শুভেন্দু অধিকারীর কথাতেও তার প্রতিধ্বনি। যদিও হারের দায় তিনি চাপিয়েছেন সংগঠনের ঘাড়ে। পরোক্ষে তাঁর নিশানায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, সুকান্ত মজুমদাররা। তাঁর দাবি, নির্বাচনমুখী সংগঠন, আন্দোলনমুখী দল। ভার্চুয়াল, ইন্ডোর বৈঠক কমিয়ে রাস্তায় প্রতিবাদ।

আরজি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসককে খুন-ধর্ষণের অভিযোগে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের আবহে এই উপনির্বাচন ছিল তৃণমূলের অ্যাসিড টেস্ট। ফলাফলে ইঙ্গিত মিলছে, ন্যায়বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ, রাত বা ভোর দখল এই ভোটে সামান্য প্রভাবও ফেলেনি। পালটা তৃণমূলের দাবি, এ নিয়ে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' অবস্থান বামপন্থী ও বিজেপির পক্ষে বুমেরাং হয়েছে।

উপনির্বাচনের ফল বেরোনোর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা তথাগত রায় রাজ্য সভাপতি হিসাবে শুভেন্দুকে 'যোগ্যতম' বলে প্রস্তাব দেন। প্রশ্ন থেকেই যায়, হারের ন্যূনতম দায় না নেওয়া শুভেন্দু কি সত্যিই এ পদের যোগ্য?

অমৃতধারা

আত্মমর্যাদাকে কখনও হারাইও না। ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতাই মহাশক্তি- এই মহামন্ত্র সতত স্মরণ করিয়া চলিও। আত্মপ্রতারণা করিয়া কখনও কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিও না। সংকল্প, সাধন বা প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য যে কোনও দুঃখ-দৈন্য-দুর্বিপত্তিকে সানন্দে বরণ করিয়া লইতে হইবে। প্রকৃত মানুষ সেই আরব্ধ কর্ম সম্পাদনে জীবনকে উপেক্ষা করিয়া থাকে। মানুষের শক্তির বিকাশ প্রকাশ হয় কার্যের দায়িত্বের মধ্য দিয়া। কর্মও যেমন করিবে জপধ্যানও তেমনি করিবে। বিবেক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়া গেলে ধর্মভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হইবে। তাহা না হইলে কর্মের ভিতর নানা প্রকার বিঘ্ন আসিয়া ধর্মজীবন নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। মনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম হয় ভগবচ্চিন্তা ও ভগবৎ ধ্যানে। যেখানে সংযম নাই, সেখানে সত্য ও সাধনা নাই- এমন অশুদ্ধ আধারের দ্বারা বিশেষ কোনও সংকার্য হইতে পারে না।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

মারাঠাভূমে বাঘ-সিংহের যুগের অবসান

একটা সময় মহারাষ্ট্র মানে ছিল শারদ পাওয়ার ও বালাসাহেব ঠাকরে। বিধানসভা ভোটের পর প্রশ্নে তাঁদের দলের অস্তিত্ব।

সম্বিত পাল

প্রায় আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছিল তাঁর কথা! মহারাষ্ট্র নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দিন বেলা গড়াতেই ছবিটা আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় রাস্তায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহাযুতি জোটের সমর্থকরা বিজয় উল্লাসে মেতে উঠছিলেন। কোথাও বিজেপির পতাকা, কোথাও শিবসেনা বা এনসিপি'র পতাকা বাইকে গুঁজে সমর্থকেরা তীব্রগতিতে রাজপথজুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। আবিরে আবিরে রাস্তা ঢেকে যাচ্ছিল।

আর তিনি তখনও পরাজয় মেনে উঠতে পারছিলেন না। তিনি উদ্ধব ঠাকরে। মাতোশ্রীতে বসে তিনি তখনও বলছিলেন, মহাযুতির এই জয় মানুষের মতামতের প্রকৃত প্রতিফলন নয়। সরকার বিরোধী এত ক্ষোভ কোথায় গেল?

বালাসাহেব ঠাকরের ছেলে উদ্ধব আগেই শিবসেনার মূল দলের কর্তৃত্ব হারিয়েছিলেন। ২০২২ সালে একনাথ শিন্ডে ৪০ জন বিধায়ককে নিয়ে শিবসেনাকে দুই টুকরো করে বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। মহারাষ্ট্র বিধানসভার স্পিকার ও নির্বাচন কমিশনের বিচারে শিন্ডের শিবসেনা মূল দল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। তবু সুপ্রিম কোর্টে বিষয়টি বিচারাধীন থাকায় এবং গত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে একটি আশার আলো উদ্ধব ঠাকরের মনে ছিল বটে। লোকসভায় ১৩টি আসনে মুখোমুখি লড়ে শিন্ডে সেনা ৭টি ও উদ্ধব সেনা ৬টি আসনে জয়ী হয়েছিল। এর মধ্যে শিন্ডে সেনার প্রার্থী একটি আসনে মাত্র ৪৮টি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন।

কিন্তু সেই আশার আলো ছয় মাস পরে বিধানসভা নির্বাচনে নিভে গেল। বরং আড়াই বছর পরে মানুষের দরবারে একনাথ শিন্ডে শিবসেনার পাকাপাকি দখল পেয়েছেন।

এই ফলের নিরিখে মনে করা হচ্ছে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে ঠাকরে যুগের অবসান হল। ষাটের দশকে কার্টুনিস্ট থেকে রাজনীতিক হয়ে ওঠা বালাসাহেব ঠাকরে মারাঠি অস্মিতার কথা বলে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন। বিশেষত, দক্ষিণ ভারতীয়দের চাপে কীভাবে নিজভূমে মারাঠিরা কোণঠাসা, এটাই ছিল বালাসাহেবের ভাষ্য। ১৯৬৬-তে তৈরি হয় শিবসেনা। বালাসাহেবের বাবা কেশব সীতারাম ঠাকরের অনুপ্রেরণাতেই দলের জন্ম। শুরু থেকেই উগ্র এবং হিংসা-নির্ভর রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন বালাসাহেব। শিবসৈনিকরা পরিচিতই ছিলেন মারপিট, ভাঙচুর করার জন্য। দশক ঘুরতে না ঘুরতেই শিবসেনা মারাঠি অস্মিতার পাশাপাশি উগ্র হিন্দুত্ববাদকেই তাদের রাজনীতির মূল স্তম্ভ করে ফেলে। নয়ের দশক জুড়ে দাঙ্গা হোক বা ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিল বা মুম্বই থেকে বাংলাদেশি বিতাড়ন- সবকিছুতেই জড়িয়ে যায় শিবসেনার নাম। বালাসাহেবের দল বিজেপির স্বাভাবিক শরিক হয়ে ওঠে।

এহেন শিবসেনা বারবার ভাঙন দেখেছে। অতীতে ছগন ভুজবল ১০ জন বিধায়ক নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। ২০০৫-এ বালাসাহেবের ভাইপো রাজ ঠাকরে দল ছেড়েছেন। এর পরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নারায়ণ রানেও ১০ জন বিধায়ক নিয়ে দল ছাড়েন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ নির্বাচনি রাজনীতিতে ভালো ফল করলেও মূল শিবসেনার কর্তৃত্ব বরাবর ঠাকরে পরিবারের হাতে থেকেছে। বরং এই সব নেতারা পিছিয়েই পড়েছেন। যেমন এবারের নির্বাচনে রাজ ঠাকরের মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা একটি আসনেও জিততে পারেনি। এমনকি রাজের ছেলে অমিত ঠাকরেও এই নির্বাচনে মাহিম কেন্দ্র থেকে হেরে গিয়েছেন।

বিজেপি শিবসেনাকে গ্রাস করে নিচ্ছে এই ভয়েই বিজেপির সঙ্গে জোট করে ২০১৯ বিধানসভা নির্বাচনে লড়লেও, ফল বেরোনোর পরে উদ্ধব কংগ্রেস ও শারদ পাওয়ারের এনসিপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। বালাসাহেবের উগ্র হিন্দুত্ববাদ থেকেও শিবসেনাকে সরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন বলেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। তাঁকে হাতের কাছে পাওয়া যায় না বলেও শিবসেনার নেতা-কর্মীদের ক্ষোভ ছিল তাঁর উপর। এই সবই হাতিয়ার করে এগিয়েছেন একনাথ। গত আড়াই বছরে জনদরদী ও জনগণের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একনাথ শিন্ডে। জনমোহিনী প্রকল্প ঘোষণার পাশাপাশি, দলের নেতা-কর্মীদের মাঝে গিয়েছেন একনাথ। একজন সাধারণ নেতার মতো জনগণের সঙ্গে মিশেছেন। এখনও উগ্র হিন্দুত্ববাদের দিকে না দৌড়ালেও, অচিরেই শিবসেনাকে আবার সেই পথেই নিয়ে যাবেন একনাথ। লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত যে আবেগ উদ্ধবের সঙ্গে ছিল, গত ছয় মাসে তা অনেকটাই ম্লান। উদ্ধবও নতুনভাবে শিবসেনাকে মানুষের সামনে নিয়ে যেতে পারেননি। গতানুগতিকভাবে শিন্ডেকে বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত করেছেন। জনগণের দরবারে এই নেতিবাচক রাজনীতি পরাজিত।

মারাঠা নেতা হিসেবে যখন শিন্ডে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে পরিচিত হয়ে উঠছেন, তখন আর এক মারাঠা অধিপতির পতনও দেখাল এবারের বিধানসভা নির্বাচন। ৮৭টি আসনে লড়ে মাত্র ১০টি আসনে নিজের প্রার্থীকে জেতাতে পারলেন শারদ পাওয়ার। তাঁকেও মাথা নোয়াতে হল ভাইপো অজিত পাওয়ারের কাছে।

রাজনীতিতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। শারদ পাওয়ারের মতো মারাঠা নেতা এবং বালাসাহেব ঠাকরের মতো উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতা হিসেবে একনাথ শিন্ডেই কি মহারাষ্ট্রে উঠে আসবেন নাকি পরিবর্তিত রাজনীতি আরও নতুন চমক নিয়ে আসবে? আরব সাগরের ঢেউ কাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কাকেই বা তীরে ভিড়িয়ে দিয়ে যায়, তা দেখতে হবে।

পুরোপুরি শিবসেনার ঢঙেই এবং বিজেপির প্ররোচনায় সিংহভাগ বিধায়ককে নিয়ে ২০২৩-এর জুলাইয়ে শারদ পাওয়ারের এনসিপি ছেড়েছিলেন অজিত পাওয়ার। স্পিকার ও নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে মূল এনসিপি'র কর্তৃত্বও অজিতের হাতে আসে। তিনিও লোকসভা নির্বাচনে ভরাডুবি দেখেছিলেন। মাত্র ১টি আসনে জিতেছিলেন তাঁর প্রার্থী। কাকা শারদ পাওয়ারকে 'পিছন থেকে ছুরি মারার' অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। নিজের স্ত্রী সুনেত্রা পাওয়ারকে নিজেরই খাসতালুক বারামতি থেকে জেতাতে পারেননি তিনি। জিতেছিলেন শারদ-কন্যা সুপ্রিয়া সুলে। কিন্তু ছয় মাসের ব্যবধানে সেই বারামতি কেন্দ্র থেকেই কাকা শারদের বেছে নেওয়া এবং অজিতের ভাইপো যুগেন্দ্র পাওয়ারকে এক লাখেরও বেশি ভোটে হারালেন অজিত। শুধু তাই নয়, এনসিপি'র মূল প্রতীক ঘড়ি চিহ্নে ৪১ জন বিধায়ককেও জিতিয়ে আনলেন তিনি।

এক দিক থেকে দেখতে গেলে শারদ পাওয়ারের এনসিপি'র উত্তরাধিকার অজিতের হাতেই এল। যদিও শারদ পাওয়ার তাঁর কন্যা সুপ্রিয়া সুলেকেই নিজের উত্তরাধিকার হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। বারামতিতে অজিত পাওয়ার সেই ৯০-এর দশক থেকে বিধায়ক হিসেবে কাজ করছেন। এলাকার সমবায়, চিনিকল, ব্যাংকগুলিতে তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য। নিজের কেন্দ্রের জন্য জান দিয়ে কাজ করেছেন। উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বারামতি ও পুনে জেলাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

অজিত বিজেপির সঙ্গে দরকষাকষি করে প্রায় সারা মহারাষ্ট্রজুড়ে প্রার্থী দিয়েছিলেন। এনসিপি'র গড় পশ্চিম মহারাষ্ট্র তো বটেই অজিতের বেছে নেওয়া প্রার্থীরা অন্যান্য অঞ্চল থেকেও জয়ী হয়েছেন। মূলত বিদায়ি বিধায়কদের উপরেই ভরসা রেখেছিলেন অজিত। তাঁরা বেশিরভাগ জায়গাতেই স্থানীয় সমীকরণ ঠিক রেখে নিজেদের জোরে জিতেছেন। অন্যদিকে, পাওয়ার এমন প্রার্থীর উপর ভরসা রেখেছিলেন, যাঁরা নিজেদের অর্থবল ও পেশিবলে জিততে পারেন। কিন্তু লাভ হয়নি।

ছয়ের দশক থেকে কংগ্রেসি রাজনীতি করা পাওয়ারের মতো কূট রাজনীতিক ভারতবর্ষ খুব কম দেখেছে। সোনিয়া গান্ধিকে কংগ্রেসের সভানেত্রী হিসেবে দেখতে চান না বলে ১৯৯৯ সালে কংগ্রেস ভেঙে এনসিপি তৈরি করেছিলেন পাওয়ার। বারবার পিছিয়ে গিয়েও আবার এগিয়েছেন রাজনীতিতে। পাওয়ার হারার পাত্র নন। একবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হওয়ার বাসনা জাগায় তিনি কলকাতায় এসে বোর্ডের বার্ষিক সভায় তৎকালীন বোর্ড প্রেসিডেন্ট জগমোহন ডালমিয়ার বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। প্রথমবার হেরে গেলেও হাল ছাড়েননি তিনি। পরের বারের নির্বাচনে ডালমিয়া গোষ্ঠীকে হারিয়েই তিনি বোর্ডের সভাপতি হন। পরবর্তীতে আইসিসি'র। এমনই জেদ নিয়ে রাজনীতি করেন তিনি।

কিন্তু উদ্ধবের যদিও বা ঘুরে দাঁড়ানোর বয়স রয়েছে, প্রশ্ন উঠছে আশি পেরোনো অসুস্থ শারদ পাওয়ারের পক্ষে আবার ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব কি না। উদ্ধবের সামনে বৃহন্মুম্বই কর্পোরেশনের নির্বাচন রয়েছে। দেশের ধনীতম পুরসভার ক্ষমতা দখল করেই শিবসেনার নির্বাচনি রাজনীতির পরিপক্বতার শুরু। সেই নির্বাচন দিয়েই উদ্ধব ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন কি না তা দেখতে হবে। কিন্তু পাওয়ার আবার মেয়ে সুপ্রিয়াকে নিয়ে মূল এনসিপি'র কর্তৃত্ব নিজের হাতে আনতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। নাকি নিজের এনসিপি-কে অজিতের গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার সমঝোতা করবেন তাও দেখতে হবে। যদিও নির্বাচনে দেখা যাচ্ছে, আসন সংখ্যার বিচারে যাই হোক না কেন, শারদের এনসিপি'র পক্ষে ১১ শতাংশ ও অজিতের এনসিপি'র পক্ষে ৯ শতাংশ ভোটারদের সমর্থন রয়েছে।

রাজনীতিতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। শারদ পাওয়ারের মতো মারাঠা নেতা এবং বালাসাহেব ঠাকরের মতো উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতা হিসেবে একনাথ শিন্ডেই কি মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে উঠে আসবেন নাকি ডিজিটাল ভারতের পরিবর্তিত রাজনীতি আরও নতুন চমক নিয়ে আসবে? আরব সাগরের ঢেউ কাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কাকেই বা তীরে ভিড়িয়ে দিয়ে যায়, তা দেখতে হবে।

(লেখক পুনের বাসিন্দা। এমআইটি এডিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

আজ

১৮৯০

শিক্ষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৭২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা অর্জুন রামপাল।

আলোচিত

সংসদে সাংসদদের বলার অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন কয়েকজন। এঁরাই সংসদে হাঙ্গামা বাধাচ্ছেন। সংসদে জনগণের স্বার্থে কিছু বলেন না বিরোধীরা। অথচ মানুষ তাঁদের বারবার প্রত্যাখ্যান করছেন।

- নরেন্দ্র মোদি

ভাইরাল/১

উত্তরপ্রদেশে ঘোড়ায় চেপে বর যাচ্ছিলেন। সঙ্গী বরযাত্রীরা। আচমকা এক ট্রাকচালক বরের গলা থেকে টাকার মালা হাতিয়ে চম্পট দেয়। বাইক নিয়ে তাকে ধাওয়া করেন বর। বলিউডি কায়দায় ট্রাকে উঠে চালককে ধরে ফেলেন। রাস্তায় নামিয়ে বেদম মার দেন। মুগ্ধ নেটনাগরিকরা।

ভাইরাল/২

ওলা ইলেক্ট্রিক বাইক কেনার পর থেকে রকমারি সমস্যায় জর্জরিত ক্রেতারা। একজন তাঁর বাইকটি শোরুমে দিয়েছিলেন। বিল হয় ৯০ হাজার টাকা। বিরক্ত ক্রেতা শোরুমের সামনেই হাতুড়ি দিয়ে বাইকটি ভেঙে ফেলেন। ভিডিওটি ঝড় তুলেছে।

জনমন জনমত

ডলোমাইটে বিপন্ন ডুয়ার্সের কৃষি ও বাস্তুতন্ত্র

সম্প্রতি নদীবাহিত ডলোমাইটের প্রভাবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পড়লাম। বিষয়টি সত্যি উদ্বেগের। মাছ বাজারে গেলে স্থানীয় নদীয়ালি বা ছোট-বড় রকমারি মাছের দেখা পাওয়া যায় না। শুধু বরফে আচ্ছাদিত চালানি মাছ ও পুকুরে চাষ করা মাছের ছড়াছড়ি। ঝিনুক, ছোট-বড় শামুকের দেখা নেই নদীতে। গত ২০ বছর যাবৎ ডুয়ার্সের নদনদীতে কোনও কচ্ছপ নেই। এছাড়া জলজ কীটপতঙ্গ অনেক কমে এসেছে।

প্রশ্ন হল, এগুলো তাহলে গেল কোথায়? আগে তো এসব সবই ছিল। জৈববৈচিত্র্যে ভরপুর ছিল ডুয়ার্সের নদীনালা। এর একমাত্র কারণ ভুটান থেকে নেমে আসা নদীর মাধ্যমে দ্রবীভূত ডলোমাইট ডুয়ার্সের নদনদীকে দূষিত করছে।

এই ডলোমাইট সমস্যা কিন্তু আজকের নয়। অনেক বছর যাবৎ এই সমস্যায় জর্জরিত ডুয়ার্স। ডলোমাইটের প্রভাবে বিভিন্ন ধরনের মাছ, ঝিনুক, শামুক সহ একাধিক জলজ প্রাণীর অস্তিত্ব চরম সংকটে। এসব খেয়ে ডাহুক, বক, পানকৌড়ি, বেলেহাঁস, সারস, শামুকখোল ইত্যাদি পাখির শরীরে ডলোমাইট প্রবেশ করছে। ফলে এইসব পাখির বংশবিস্তার ব্যাহত হচ্ছে।

শুধু পশুপাখি, মাছ ও জলজ পোকামাকড়ই নয়, ক্ষতি হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রেরও। প্রতিবছর ডুয়ার্সে যে বন্যা পরিস্থিতি হয় তা শুধুই ডলোমাইট দ্বারা নদী ভরাটের কারণে। জানতে পারলাম, এ ব্যাপারে ভারত-ভুটান জয়েন্ট টেকনিকাল টিমের প্রতিনিধিদল পরিদর্শন করেছে। আশা করি, ডলোমাইট সমস্যা সমাধান করতে তৎপর হবে জয়েন্ট টেকনিকাল টিম।

অশোক সূত্রধর
সাতপুকুরিয়া, পাঁচ মাইল, ফালাকাটা।

টাস্ক ফোর্স বাজারে এলেও দাম কমে না

২২ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'আলুর দামে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী' শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়ে যতটা না উৎসাহিত হলাম, তার থেকে বেশি আশাহত হলাম। কারণ এর আগেও একই রকম নির্দেশ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন। কিন্তু কাজের কাজ কতটা হয়েছে সেটা আমরা আমজনতা খুব ভালো জানি।

এখন বাজারে আলু, পেঁয়াজ, কাঁচালংকা, রসুন, আদা, ডিম ইত্যাদি কিনতে গিয়ে মানুষ দিশেহারা। শুধু টাস্ক ফোর্সকে বৈঠক ডাকার নির্দেশ দিলেই কাজ শেষ হয়ে যায় না। নিয়মিত বাজারে অভিযান চালিয়ে অতিরিক্ত মুনাফাখোরদের শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার। লোকদেখানো অভিযান নয়, এমন অভিযান হোক যাতে মানুষের মনে এই টাস্ক ফোর্স কর্মীদের উপর আস্থা বজায় থাকে। আর সাধারণ মানুষও যেন কিছুটা স্বস্তি পান। টাস্ক ফোর্সের যদি সত্যিই দাম কমানোর ইচ্ছে থাকে তাহলে বেশি সময় লাগবে না আমাদের মতো খেটেখাওয়া মানুষগুলোকে একটু ভালো করে চলার পথ করে দিতে।

আশা করি, মুখ্যমন্ত্রী এই বাজারদরের উপর নিয়ন্ত্রণ করে আমআদমির কিছু একটা সুব্যবস্থা করবেন।

সমীরকুমার বিশ্বাস
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় মধ্যবিত্ত চিত্র

বিশিষ্ট কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্মদিন কাল। 'কাজলাদিদি'র অমর সৃষ্টিকর্তার অন্য দিক খুঁজলেন তাঁর উত্তরসূরি।

ঈশিতা ভাদুড়ী

উনিশ শতকে বাংলায় যে সামাজিক নবজাগরণ ও কুসংস্কারমুক্তির আন্দোলন হয় তা মধ্যবিত্তের সৃষ্টি। মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাত ধরেই যে কোনও বিপ্লব ও নবজাগরণ হয়, তারাই অগ্রণী ভূমিকা নেয়। একথা অনস্বীকার্য যে, বাঙালি মধ্যবিত্তের শ্রেণিবোধ ও রাজনৈতিক চেতনা অত্যন্ত তীব্র ও শানিত। আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কবির কবিতায় মধ্যবিত্ত ভাবনার প্রকাশ দেখতে পাই। রবীন্দ্রযুগের অন্যতম কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর একাধিক কবিতায় মধ্যবিত্ত মানুষের যে চিত্রায়ণ হয়েছে এবং সর্বজনীন হয়ে উঠেছে, তাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি তাঁর কবিতাকে সামাজিক মানুষের বাস্তব দুঃখের নিকট এনেছেন, বিচিত্র সামাজিক সংস্কারে উৎসাহিত হয়েছেন। ছোট ছোট দৈনন্দিনতার মধ্যে এক-একটি চিত্রকল্প এঁকেছেন নিবিড় তুলির আঁচড়ে।

যতীন্দ্রমোহন 'অন্ধবধূ' কবিতায় লিখেছিলেন – 'পায়ের তলায় নরম ঠেকল কী! / আস্তে একটু চল না ঠাকুর-ঝি -/ ওমা, এ যে ঝরা-বকুল! নয়?... / তারপরে - এই শেওলা-দীঘির ধার - / সঙ্গে আসতে বলবনা'ক আর, / শেষের পথে কিসের বল' ভয়...' - এই কবিতায় বধূটি অন্ধ, ননদের সঙ্গে কথোপকথন চলে। আমাদের আশপাশে অনেক সাধারণ ঘরের দৃষ্টিহীন মানুষ আছে, অবহেলিত। এই কবিতায় অন্ধ সেই বধূকে কবি অনুভবঋদ্ধ এক ব্যক্তি হিসেবে চিত্রিত করেছেন, যে অন্ধত্বের কষ্ট গভীরভাবে অনুভব করলেও তার অন্তর্দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছে, সে নৈরাশ্যবাদী নয়, তার অন্য ইন্দ্রিয়গুলোও প্রখর। জীবনের প্রতি তার গভীর মমত্ববোধ থেকে তার মনে বিবিধ ভাবনা অনুভাবনা কাজ করে। পায়ের নীচে পড়া বকুল ফুল, কোকিলের ডাক, দখিনা হাওয়া, 'চোখ গেল' পাখির ডাক, সন্ধ্যার অন্ধকারে পিচ্ছিল সিঁড়ি ইত্যাদি সে গভীরভাবে অনুভব করে। এভাবে প্রকৃতির বিচিত্র রঙের ধারণা ও অনুভবে এই অন্ধবধূ ঋদ্ধ। সেই জ্ঞান ও অনুভব থেকেই সে জেনে নিতে চায় ঋতুর বিবর্তন। কিন্তু অন্ধ জীবনের দুর্গতিও তো কম নয়। তার ধারণা, সে অন্ধ বলেই স্বামী বিদেশ থেকে দেশে আসে না, তাই বারংবার মৃত্যু-ইচ্ছে জানিয়ে সে তার অভিমানী মনোবেদনাই প্রকাশ করে। দিঘির ঘাটে যখন শ্যাওলা পড়া পিছল সিঁড়ির স্পর্শ পায় তখন সে পিছল খেয়ে জলে পড়ে ডুবে মরার আশঙ্কা প্রকাশ করে। আর এও অনুভব করে যে, ডুবে মরলে অন্ধত্বের অভিশাপ ঘুচত। এই কবিতায় যতীন্দ্রমোহনের লেখনীতে মধ্যবিত্ত বঞ্চিতা নারীর হৃদয়বেদনা চিত্রিত হয়েছে। ফুটে উঠেছে অন্ধ বধূর প্রতীক্ষার ব্যথা আর শ্যাওলাদিঘির কালো জলে তার শেষ আশ্রয়ের জন্যে আকাঙ্ক্ষা এবং ব্যাকুলতা।

যতীন্দ্রমোহনের আরেকটি বিখ্যাত কবিতা 'আইবুড়ো মেয়ে' – "সন্ধ্যা-আকাশ নীরবে তখন আঁধার আসিছে ছেয়ে; / দাওয়ার উপরে ছায়ার মতন বসে আছে কালো মেয়ে। / বিরল বসতি ছোট গৃহখানি, গোটা দুই কোঠা-ঘর; / অদূরে তাহারি বহিছে 'তুফানী', সম্মুখে বালুচর। / পল্লীর গৃহ---শান্ত রজনী, সাঙ্গ যা-কিছু কাজ, / ডাকিল জননী---উঠে আয় ননী, চুল বাঁধবিনে আজ? / চোরের মতন মেয়ে উঠে এসে বসিল মায়ের ডাকে;--- / ... চেয়ে রহে তাই অন্ধ আকাশে---আইবুড়ো কালো মেয়ে" - এই কবিতায় কালো মেয়ের ছবি এঁকেছেন যতীন্দ্রমোহন। সেই মেয়ে আর তার বিধবা মা দুই কামরার ছোট বাড়িতে বাস করেন। আজকের দিনেও কালো মেয়ের বিড়ম্বনা ও তাদের বাবা-মায়ের যন্ত্রণা রয়েই গিয়েছে মধ্যবিত্ত সমাজে।

কবিতায় কবি অদ্ভুতভাবে তাঁর সহজ ভাষায় তুলে ধরেছেন সেই আইবুড়ো কালো মেয়ের চোরের মতো থাকা, তার সেই যে মর্মবেদনা, আর তার বিধবা মায়ের নিদারুণ ব্যথা। যতীন্দ্রমোহন ছিলেন চিত্রকল্পে পারদর্শী। তাঁর হৃদয়-অনুভূতির গভীর প্রকাশে, দৃঢ় প্রত্যয়ে তাঁর চিত্রকল্প অখণ্ডতা অর্জন করেছে এখানে।

(লেখক সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৯৭

পাশাপাশি : ১। উত্তমরূপে বা বিশেষভাবে বিবেচিত ৩। টিকাযুক্ত, যে বিষয়ের সঙ্গে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে ৫। দুর্জয় সাহস, মনে যার বিন্দুমাত্র ভয়ডর নেই ৬। ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে যে জয়ন্তী হয়, রুপো ৭। সফল, অর্থযুক্ত ৯। মিথ্যে কল্পনা, অলীক কল্পনা ১২। নিমেষ, চোখের পাতা ফেলতে যেটুকু সময় লাগে ১৩। উদাহরণ, দৃষ্টান্ত।

উপর-নীচ : ১। দেবতা ও দানব ২। মানুষের চরিত্রের তিনটি গুণের একটি অথবা অন্ধকার ৩। হঠাৎ, অকস্মাৎ ৪। কৃপণ ৫। ওই পরিমাণ ৭। চতুর্বেদের অন্যতম ৮। তীব্র যন্ত্রণা, তীব্র ঠান্ডা বা শীত ৯। কথাবার্তা, মার্গ বা উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রারম্ভিক সুর বিস্তার ১০। একশত, বহু, অসংখ্য ১১। কারুকার্যযুক্ত বিছানার মোটা চাদরবিশেষ।

সমাধান ■ ৩৯৯৬

পাশাপাশি : ১। কুমুদ ৪। শপথ ৫। খাদা ৭। সায়ক ৮। রমরমা ৯। খানদান ১১। কদাপি ১৩। বনা ১৪। কেতন ১৫। কসুর।

উপর-নীচ : ১। কুৎসা ২। দশক ৩। পথকর ৬। দামামা ৯। খাণ্ডব ১০। নচিকেতা ১১। কনক ১২। পিঞ্জর।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আদানি কাণ্ড নিয়ে হইচই ■ বিরোধীদের তোপ মোদির

শুরুতেই মুলতুবি সংসদ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর : শীতের দিল্লিতে উত্তপ্ত সংসদ। সোমবার অধিবেশনের প্রথম দিনেই আদানি ইস্যুতে সরগরম হল লোকসভা ও রাজ্যসভা। আদানির বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ নিয়ে আলোচনার দাবিতে শাসক-বিরোধী তর্জার জেরে সংসদের উভয় কক্ষের অধিবেশন মুলতুবি হয়ে গেল বুধবার পর্যন্ত।

এদিন অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই নাম না করে বিরোধীদের কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে এমন কিছু লোক গুন্ডামি করে সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন। মানুষ তাঁদের কাজকর্ম বিচার করে, যখন সময় আসে তাঁদের শাস্তিও দেয়। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার নতুন সাংসদরা নতুন চিন্তা-ভাবনা নিয়ে এসেছেন। তাঁরা কোনও একটি দলেরও নন। কিছু লোক তাঁদের অধিকার হরণ করে বক্তব্য পেশের সুযোগ দিচ্ছেন না।'

আদানির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রসঙ্গে আলোচনা চেয়ে লোকসভায় মুলতুবি প্রস্তাব দিয়েছিলেন কংগ্রেস সাংসদ মণিকম টেগোর। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে বক্তব্য পেশের সুযোগ দেওয়ার দাবি জানান বেশ কয়েকজন

সংসদের সভাগৃহের দিকে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার।

কংগ্রেস সাংসদ। অধিবেশন শুরুর আগে সংসদে তাঁদের রণকৌশল ঠিক করতে বৈঠকে বসেন ইন্ডিয়া জোটের নেতারা। অধিবেশনের শুরুতেই কংগ্রেস মণিপুর হিংসা, উত্তরপ্রদেশের সম্ভালের ঘটনা এবং দিল্লির বায়ু দূষণের মতো বিষয় নিয়ে আলোচনায় অনড় ছিল। বিরোধীদের হট্টগোলের জেরে সোমবার লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন প্রথমে দুপুর ১২টা পর্যন্ত মুলতুবি করা হয়। পরে অধিবেশন পুনরায় শুরু হলে আদানি ইস্যু এবং উত্তরপ্রদেশের সম্ভালে ঘটে যাওয়া হিংসার ঘটনা নিয়ে বিরোধী সদস্যরা প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। এর ফলে উভয় কক্ষের অধিবেশন বুধবার পর্যন্ত স্থগিত করা হয়।

লোকসভার সভাপতিত্ব করা বিজেপি সাংসদ সন্ধ্যা রাই সংসদ সদস্যদের কাছে জানতে চান, অধিবেশন চালু রাখার ক্ষেত্রে তাঁদের সম্মতি রয়েছে কি না। কিন্তু তারপরেও বিরোধীদের হট্টগোল থামেনি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় অধিবেশন মুলতুবি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এদিন রাজ্যসভাও আদানি ইস্যুতে উত্তাল হয়ে ওঠে। বিরোধীদের হট্টগোলের জেরে অধিবেশন মুলতুবি করে ২৭ নভেম্বর বেলা ১১টা পর্যন্ত স্থগিত করা হয়।

এর আগে, রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর ২৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘুষের অভিযোগ সংক্রান্ত মার্কিন আদালতে দায়ের মামলা নিয়ে আলোচনার জন্য ২৬৭ ধারার অধীনে জমা দেওয়া ১৩টি নোটিশ খারিজ করে দেন। এর মধ্যে ৭টি নোটিশ সরাসরি এই ইস্যুতে ছিল। যদিও কংগ্রেস ও বামপন্থী দলগুলি এই বিষয়ে অবিলম্বে আলোচনা চেয়ে চাপ দিতে থাকে। পালটা সরব হন বিজেপি সাংসদরা। দু-পক্ষের টানাপোড়েনে মুলতুবি হয়ে যায় রাজ্যসভা।

১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হয়েছিল। মঙ্গলবার সংবিধানের ৭৫তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে সংসদের দুই কক্ষের যৌথ অধিবেশন বসবে। ফলে আলাদাভাবে লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন হবে না। সংসদের পুরোনো ভবনটিকে এখন 'সংবিধান সদন' বলা হয়। সেই ভবনের সেন্ট্রাল হলে সংবিধান দিবসের অনুষ্ঠান হবে। তাই নতুন সংসদ ভবনে দু'কক্ষের শীতকালীন অধিবেশন ফের বসবে বুধবার।

আদানির ১০০ কোটির প্রস্তাবে না তেলেঙ্গানার

হায়দরাবাদ ও কলম্বো, ২৫ নভেম্বর : হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের শেয়ার জালিয়াতির অভিযোগের ধাক্কা সামলে সবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল আদানি গোষ্ঠী। এমন সময় গৌতম আদানির শিল্প সাম্রাজ্যে কাঁপন ধরিয়েছে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে মার্কিন আদালতে মামলা দায়ের। একের পর এক অভিযোগের জেরে ঘরে বাইরে চাপের মুখে আদানি গোষ্ঠী। তাদের সঙ্গে বিদ্যুৎ চুক্তি খতিয়ে দেখার কথা জানিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। সোমবার একই পথে হাঁটল শ্রীলঙ্কাও। সেখানে সদ্য ক্ষমতায় আসা বাম সরকার আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে হওয়া বায়ু-বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পটি পুনর্মূল্যায়ন করার কথা জানিয়েছে।

গৌতম আদানির অস্বস্তি বাড়িয়েছে তেলেঙ্গানা সরকারও। তেলেঙ্গানায় একটি কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির জন্য রাজ্য সরকারকে ১০০ কোটি টাকা অনুদান দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল আদানিরা। সেই তহবিল গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তেলেঙ্গানা। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির জন্য আদানি গোষ্ঠীর কাছ থেকে কোনও অনুদান নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। তিনি বলেন, 'তেলেঙ্গানা সরকার ইয়ং ইন্ডিয়া স্কিল

বাংলাদেশের পথে শ্রীলঙ্কাও

আমরা স্কিল ইউনিভার্সিটির জন্য আদানির প্রস্তাবিত ১০০ কোটি টাকা নেব না। তেলেঙ্গানার সম্মান, মর্যাদা রক্ষা করতে এবং অবাঞ্ছিত বিতর্ক এড়াতে আমরা আদানির অনুদান গ্রহণ করছি না।

রেবন্ত রেড্ডি

ইউনিভার্সিটির জন্য আদানি সহ কোনও সংস্থার কাছ থেকে অনুদান নেয়নি। রাজ্য সরকার আদানি গোষ্ঠীকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে যে আমরা স্কিল ইউনিভার্সিটির জন্য ওদের প্রস্তাবিত ১০০ কোটি টাকা নেব না।' রেড্ডি আরও বলেন, 'তেলেঙ্গানার সম্মান, মর্যাদা রক্ষা করতে এবং অবাঞ্ছিত বিতর্ক এড়াতে আমরা আদানির অনুদান গ্রহণ করছি না। আমরা কারও কাছ থেকে এক টাকাও নিইনি।' তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর বয়ান নিয়ে এদিন মন্তব্য করেননি আদানি গোষ্ঠীর মুখপাত্ররা।

এদিন শ্রীলঙ্কার বিদ্যুৎ বোর্ডের মুখপাত্র ধনুষ্কা পরাক্রমসিংঘে জানান, আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁদের যে বায়ু-বিদ্যুৎ উৎপাদন চুক্তি রয়েছে সেটি খতিয়ে দেখবে মন্ত্রীসভা। চুক্তি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন প্রেসিডেন্ট অনুরাকুমারা দিশানায়েকে। রবিবার বাংলাদেশের বিদ্যুৎ, খনিজ এবং বিদ্যুৎ দপ্তর সংক্রান্ত মূল্যায়ন কমিটির তরফে এক বিবৃতিতে হাসিনা সরকার ও আদানি গোষ্ঠীর মধ্যে স্বাক্ষরিত বিদ্যুৎ চুক্তি খতিয়ে দেখার কথা জানানো হয়েছে। এজন্য আন্তর্জাতিক আইনি সংস্থাগুলির সাহায্য নেওয়ার কথা জানিয়েছেন কমিটির প্রধান তথা বাংলাদেশ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী।

আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করার ইঙ্গিত মিলেছে আমেরিকার তরফে। অভিযোগ, মার্কিন লগ্নিকারীদের অর্থের বড় অংশ ভারতের একাধিক রাজ্যে বিদ্যুৎ প্রকল্পের বরাত পেতে সরকারি আধিকারিকদের ঘুষ হিসাবে দেওয়া হয়েছে।

খোশমেজাজে কঙ্গনা। অধিবেশনের প্রথম দিনে সংসদ ভবনের সামনে।

ওয়াকফ বিল
বিড়লার দ্বারস্থ বিরোধীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর : ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে গঠিত যৌথ সংসদীয় কমিটি(জেপিসি)-র মেয়াদ বাড়ানোর প্রসঙ্গে সব পক্ষের মতামত নেওয়ার আগেই বিল পাশ করানোর উদ্যোগকে অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক বলে আখ্যা দিলেন বিরোধী সাংসদরা। সোমবার অধিবেশনের প্রথম দিনে লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আরও সময় বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন জেপিসি-র বিরোধী সদস্যরা। তাঁদের মতে, সংসদীয় নিয়মনীতি উপেক্ষা করে এমন তড়িঘড়ি কোনও বিল পাশ করানোর চেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয়।

বিরোধী শিবিরের নেতারা, বিশেষত তৃণমূল কংগ্রেসের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল সাংসদ নাদিমুল হক এবং আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং, স্পিকারের সঙ্গে আলোচনায় দাবি করেন, বিল নিয়ে এখনও সব রাজ্য সরকারের মতামত শোনা হয়নি। এরকম পরিস্থিতিতে তাড়াহুড়ো করে বিল পাশ করানোর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা।

কল্যাণ বলেন, 'জেপিসি যেভাবে সংসদীয় রীতি এবং প্রথাকে বুলডোজ করছে, তা আইনসম্মত নয়। আমরা স্পিকারকে অনুরোধ জানিয়েছি এই বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ করার জন্য। স্পিকার আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, জেপিসির মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।' স্পিকারের সঙ্গে বৈঠকের পর আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং বলেন, জেপিসির মেয়াদ বাড়ানো হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন স্পিকার।

সংসদীয় সূত্রেও জানা গিয়েছে, জেপিসির মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন লোকসভা স্পিকার। চলতি সপ্তাহের শেষেই জেপিসির রিপোর্ট সংসদে পেশ হওয়ার কথা।

অভিষেক-কন্যা মামলার তদন্তে রাজ্যের সিট

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর : তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার উদ্দেশে কটূক্তি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের সিবিআই তদন্তের নির্দেশে আপাতত স্থগিতাদেশ বহাল রাখল শীর্ষ আদালত।

সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, এখনই সিবিআই এই মামলার তদন্ত করবে না। ধৃত দুই মহিলাকে পুলিশি মারধরের ঘটনায় আগে তদন্ত করবে রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। সুপ্রিম কোর্ট সেই দল গঠন করে দিয়েছে, যাতে রয়েছেন ডিআইজি প্রেসিডেন্সি রেঞ্জের আকাশ মাখারিয়া, হাওড়া গ্রামীণের পুলিশ সুপার স্বাতী ভাঙ্গালিয়া এবং হাওড়া ডেপুটি কমিশনার (ট্রাফিক) সুজাতা কুমারী বীণাপাণি। এই সিটের তদন্তের ওপর নজর রাখবে আদালত। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে একটি বেঞ্চ গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই বেঞ্চের নজরদারিতে তদন্ত চলবে। রাজ্য পুলিশ ব্যর্থ হলে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত।

আরজি কর কাণ্ডে বিজেপির একটি প্রতিবাদ কর্মসূচি থেকে অভিষেকের কন্যার বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছিল মাস দুয়েক আগে। সেই ঘটনায় দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশি হেপাজতে তাঁদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ। যা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ওই দুই মহিলা। মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল উচ্চ আদালত। কিন্তু আগে রাজ্যের অফিসারদের সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে।

সোমবার ওই মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ বলেছে, তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে সিটকে। অভিযোগকারিণী দুই মহিলাকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তাও দিতে হবে।

এই মামলায় হাইকোর্টের সিবিআই তদন্তের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল রাজ্য সরকার। বিচারপতি সূর্য কান্তের পর্যবেক্ষণ, সব ঘটনার তদন্ত রাজ্যের হাত থেকে নিয়ে সিবিআইকে দেওয়া হলে প্রথমত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ওপর বাড়তি বোঝা চাপানো হয়। দ্বিতীয়ত, এতে রাজ্য পুলিশের মনোবল ধাক্কা খায়। বর্তমান মামলা নিরপেক্ষ ও দ্রুত চালানোর দক্ষতা রাজ্য পুলিশের রয়েছে। তাই এখনই তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বিচারপতি কান্তের কথায়, 'রাজ্য পুলিশকে আগে সুযোগ দিতে হবে। তারা ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় সংস্থা এই ঘটনার তদন্ত করবে।'

মৃত বেড়ে ৪ ■ দায় নিয়ে শাসক-বিরোধী টানাপোড়েন

সম্ভাল সপা সাংসদের বিরুদ্ধে মামলা

লখনউ, ২৫ নভেম্বর : মসজিদে সমীক্ষা চালানোকে কেন্দ্র করে রবিবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল উত্তরপ্রদেশের সম্ভাল। জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে ৩ জনের মৃত্যু হয়। আহত বহু। সোমবার মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪। অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগে ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, তাঁদের মধ্যে ২ জন মহিলা। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইনের আওতায় অভিযোগ আনা হতে পারে। সম্ভালের সপা সাংসদ জিয়াউর রহমান বারক এবং স্থানীয় বিধায়ক ইকবাল মেহমুদের ছেলে সোহেল ইকবাল সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। আরও ২,৭৫০ জন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে নানা ধারায় অভিযোগ এনেছে পুলিশ। সব মিলিয়ে দায়ের এফআইআরের সংখ্যা ৭।

নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে সম্ভাল। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সেখানে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সোমবার সব স্কুলে ছুটি ঘোষণা করেছে প্রশাসন। বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা। রবিবারের ঘটনার জন্য পরস্পরের দিকে আঙুল তুলেছে শাসক ও বিরোধী শিবির। জেলার পুলিশ সুপার কৃষাণ কুমারের অভিযোগ, সপা সাংসদ বারকের বয়ানের জেরে অবস্থার অবনতি ঘটেছে। বারক ও ইকবালের বিরুদ্ধে হিংসা ছড়ানো, লোকজন জড়ো করা এবং অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগ আনা হয়েছে।

সপা প্রধান অখিলেশ যাদবের পালটা দাবি, উত্তরপ্রদেশের সদ্যসমাপ্ত উপনির্বাচনে হওয়া জালিয়াতি থেকে সাধারণ মানুষের নজর ঘোরাতে পরিকল্পিতভাবে সম্ভাল কাণ্ড ঘটানো হয়েছে। পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে মারধরের অভিযোগ করেছেন অখিলেশ। দোষী পুলিশ আধিকারিকদের শাস্তি চেয়েছেন তিনি। দলীয় সাংসদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খারিজ করে অখিলেশ জানান, ঘটনার সময় বেঙ্গালুরুতে ছিলেন বারক। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে গুলি চালিয়েছে। সম্ভালের ঘটনা 'বিজেপি-আরএসএসের ষড়যন্ত্রের ভয়ংকর ফল' বলে অভিযোগ কংগ্রেসের। দলের মুখপাত্র পবন খেরা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথের অধীনে উত্তরপ্রদেশের কোনও বাসিন্দা নিরাপদ নন। তিনি 'বাঁটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে'-র মতো নিন্দনীয় স্লোগান দিয়েছিলেন।' খেরা আরও বলেন, 'সমীক্ষক দলের সঙ্গে থাকা দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এটা স্পষ্ট যে রাজ্যের উপনির্বাচনের পর যোগী সরকার হিংসা ও ঘৃণার রাজনীতিকে তীব্রতর করেছে।'

বিজেপি যথারীতি বিরোধীদের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। শাসকদলের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, লোকসভা নির্বাচনে হারের পর থেকে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে ইন্ডিয়া জোট। আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনের আওতায় কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।

সম্ভালে এখনও অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। দোকানপাট বন্ধ। এলাকা শুনসান। সোমবার।

আন্দামানে ৫ টন মাদক উদ্ধার

পোর্টব্লেয়ার, ২৫ নভেম্বর : আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জলসীমায় মাদক চোরাচালানকারীদের নিশানা করে তাদের হাতেনাতে ধরার অপেক্ষায় ছিল উপকূলরক্ষী বাহিনী। সোমবার তাতে বড়সড়ো সাফল্য এল। এই দ্বীপপুঞ্জে মাছ ধরার ট্রলার থেকে পাঁচ টন মাদক উদ্ধার করলেন উপকূলরক্ষীরা। এর আগে এত বেশি পরিমাণে মাদক কখনও উদ্ধার হয়নি। ছ'জন গ্রেপ্তার হয়েছে। ধৃতরা সকলেই মায়ানমারের নাগরিক।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, মাদকবাহী ট্রলারটি উপকূলবর্তী অন্য কয়েকটি দেশের উদ্দেশে যাচ্ছিল। ট্রলারের মধ্যে ছোট ছোট তিন হাজার প্যাকেট ছিল। উদ্ধার হওয়া মাদক মেথাফেটামাইন নামে পরিচিত। এর আনুমানিক বাজার দর কয়েক কোটি টাকা। উপকূলরক্ষীবাহিনীর এক বিমানের পাইলটের নজরে এসেছিল ট্রলারটি। পোর্টব্লেয়ার থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে ব্যারেন দ্বীপের কাছে ট্রলারের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হয় উপকূলরক্ষীদের। ট্রলারকে সতর্ক করে গতি কমাতে বলেন রক্ষীরা। ব্যারেন দ্বীপের কাছে ট্রলারটিকে আটক করা হয়। পাকড়াও করা হয় দুষ্কৃতীদের।

৮০ হাজারে উঠল সেনসেক্স

মুম্বই, ২৫ নভেম্বর : মহারাষ্ট্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন 'মহায্যুতি' জোটের জয়ের সম্ভাবনায় গত শুক্রবার বড় অঙ্কের উত্থান হয়েছিল শেয়ার বাজারে। শনিবার ভোটের ফল এই জোটের পক্ষেই গিয়েছিল। যার জেরে আরও উঠল দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। সোমবার এক দিনের উত্থানে লগ্নিকারীদের সম্পদ বাড়ল প্রায় ৭ লক্ষ কোটি টাকা।

দিনের শুরু থেকেই উঠতে শুরু করে দুই সূচক। দিনের শেষে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ৯৯২.৭৪ পয়েন্ট উঠে ৮০১০৯.৮৫ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ৩১৪.৬৫ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ২৪২২১.৯০ পয়েন্টে।

বামপন্থী নেতা উরুগুয়ের নয়া প্রেসিডেন্ট

ওয়াশিংটন, ২৫ নভেম্বর : রক্ষণশীলদের হারিয়ে উরুগুয়ের নতুন প্রেসিডেন্ট হলেন বামপন্থী ইয়ামান্দু ওরসি। রবিবার দ্বিতীয় পর্যায়ের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে তিনি রক্ষণশীল শাসকজোটকে পরাস্ত করেছেন। দেশের নিয়ম অনুযায়ী, ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন ইয়ামান্দুর রানিং মেট ক্যারোলিনা কোসে।

দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের উরুগুয়েতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছে দু'দফায়। প্রথম দফার ভোট হয়েছিল ২৭ অক্টোবর। দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোট হয় গতকাল। পরাজয় মেনে নিয়েছেন মধ্য-দক্ষিণ শাসক জোটের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী আলভারো ডেলগাডো। ইয়ামান্দু ওরসির জয়ের খবরে উচ্ছ্বসিত তাঁর সমর্থকরা। নেতাকে ঘিরে তাঁদের উচ্ছ্বলতা ছিল চোখে পড়ার মতো। তাঁরা পতাকা নেড়ে ওরসিকে অভিবাদন জানিয়েছেন। ইয়ামান্দু বলেছেন, 'দেশে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের জয় হল। আমি এমন একজন প্রেসিডেন্ট হব, যাঁর নেতৃত্বে এক সুসংহত সমাজ ও দেশ গড়ে উঠবে।'

৫৭ বছরের ওরসি একসময়ে ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন। উরুগুয়ের ব্রড ফ্রন্ট জোট থেকে তিনি দু'বার মেয়র হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলে পালাবদল হলেও বিশ্লেষকরা কিন্তু আর্থিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখছেন না।

সংবিধানের প্রস্তাবনা সংশোধনের আর্জি খারিজ

সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক বহাল

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর : সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সমাজতান্ত্রিক' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দ দু'টি বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধনীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দাখিল করা একগুচ্ছ আবেদন সোমবার শীর্ষ আদালত খারিজ করে বলেছে, ওই শব্দগুলি সংবিধানের মূল কাঠামোর বিরোধী নয়। জরুরি অবস্থার সময় গৃহীত সিদ্ধান্তকে অবৈধ বলা যায় না।

সাতের দশকে ইন্দিরা গান্ধির আমলে ৪২তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সমাজতান্ত্রিক', 'ধর্মনিরপেক্ষ' এবং 'অখণ্ডতা' শব্দগুলি যোগ করা হয়।

এদিন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি পিভি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, অনুচ্ছেদ ৩৬৮ অনুসারে সংবিধান সংশোধন করতে পারে সংসদ। তবে সেই সংশোধনী অবশ্যই সংবিধানের 'মূল কাঠামো'-র অনুসারী হতে হবে। রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ সুব্রহ্মণিয়াম স্বামী এবং আইনজীবী বিষ্ণুশংকর জৈন সহ কয়েকজন আবেদনকারী যুক্তি দেন যে, ১৯৭৬ সালে জরুরি অবস্থার সময় গঠিত সংসদ বৈধ ছিল না। তাঁদের অভিযোগ, তখনকার সংসদ জনগণের মতামত ছাড়াই প্রস্তাবনায় এই শব্দগুলি যুক্ত করে সংবিধান প্রণেতাদের মূল উদ্দেশ্যকে বিকৃত করেছে। স্বামী যুক্তি দেন, 'সমাজতান্ত্রিক' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দগুলি প্রস্তাবনার মূলসুরের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। পর্যবেক্ষণে প্রধান বিচারপতি খান্না বলেন, '১৯৭৬ সালে সংবিধানের প্রস্তাবনায় সংযোজন করা 'সমাজতান্ত্রিক' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দগুলি নিয়ে বিতর্ক অপ্রাসঙ্গিক। এ নিয়ে বহুবার সংসদে এবং আদালতে আলোচনা হয়েছে। সংবিধান ১৯৪৯ সালে গৃহীত হলেও সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজন নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। যে কোনও সংশোধনীই আগের তারিখ থেকে কার্যকর হতে পারে।'

সুপ্রিম পর্যবেক্ষণ

- এই মামলায় বিস্তারিত শুনানির প্রয়োজন নেই
- ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক শব্দ দুটি সংবিধানের মূল কাঠামোর বিরোধী নয়
- জরুরি অবস্থার সময় গৃহীত সমস্ত সিদ্ধান্তকে অবৈধ বলা যায় না
- সংবিধানের মূল কাঠামোর বিরোধী না হলে যে কোনও সংশোধনীই বৈধ
- ভারতীয় সংবিধানে সমাজতন্ত্র মানে সমতার নীতি এবং সম্পদ বণ্টনে ন্যায়বিচার। এটি ব্যক্তিগত উদ্যোগকে বাধা না দিয়ে বরং তাকে সমৃদ্ধ করে

ঢাকায় গ্রেপ্তার ইসকন নেতা কৃষ্ণদাস

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর : বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর অত্যাচার নতুন কিছু নয়। হাসিনা সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তা আরও বেড়েছে। এই অশান্তির আবহে বাংলাদেশ ছাড়তে গিয়ে ঢাকা বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার হলেন বিশিষ্ট হিন্দু নেতা ও ইসকনের সদস্য কৃষ্ণদাস প্রভু। সোমবার ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বাংলাদেশ পুলিশের গোয়েন্দা শাখা।

ঢাকা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার রেজাউল করিম মল্লিক চিন্ময় কৃষ্ণদাসের গ্রেপ্তারের খবর নিশ্চিত করেছেন। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার তাঁকে বিদেশে যেতে নিষেধ করেছে। ভারতের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রকের পদস্থ উপদেষ্টা কাঞ্চন গুপ্ত সোশ্যাল মিডিয়াতে গ্রেপ্তারের কথা উল্লেখ করে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, কৃষ্ণদাস দাস প্রভু ওরফে চিন্ময় কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী হিন্দুদের ঘৃণা করার প্রতিবাদ করেছেন। হিন্দুদের সুরক্ষায় সম্প্রতি এক বিশাল সমাবেশে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়েছে।

বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনি জাগরণ জোটের মুখপাত্র কৃষ্ণদাসের বিরুদ্ধে একাধিক এফআইআর করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী পদে এগিয়ে ফড়নবিশ

মুম্বই, ২৫ নভেম্বর : মহারাষ্ট্রের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে? এ নিয়ে সোমবার রাত পর্যন্ত ধোঁয়াশা কাটেনি। এদিন রাত পর্যন্ত রাজ্য বিজেপির অন্দরে যে জল্পনা, তাতে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শিবসেনার একনাথ শিন্ডেকে সরিয়ে এবার মুখ্যমন্ত্রী পদে বসছেন বিজেপির দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ দেওয়া হবে একনাথ শিন্ডে এবং অজিত পাওয়ারকে।

সোমবার বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে ফড়নবিশের নাম চূড়ান্ত করেছে। সেই প্রস্তাবে নাকি সম্মতি দিয়েছে মহায্যুতির অন্য দুই শরিক একনাথ শিন্ডের শিবসেনা এবং অজিত পাওয়ারের এনসিপিও। বিজেপির এক উচ্চপদস্থ নেতা সোমবার বলেন, 'ফড়নবিশের নাম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে। তাতে জোটসঙ্গীদেরও সায় রয়েছে।' বর্তমান উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ মহারাষ্ট্রের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন বলে দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া-আঠাওলে (আরপিআই-এ) প্রধান রামদাস আঠাওলে। তিনি জানিয়েছেন, 'এনসিপি নেতা অজিত পাওয়ার ইতিমধ্যে ফড়নবিশকে সমর্থন জানিয়েছেন।'

তবে এ ব্যাপারে বেসুরে গেয়েছে শিবসেনা। তাদের এক প্রবীণ নেতা জানিয়েছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী পদে ফড়নবিশের নাম নিয়ে আমাদের সঙ্গে কোনও আলোচনা হয়নি এবং আমরা এখনও কোনও নাম চূড়ান্ত করিনি।'

শিন্ডে শিবিরকে ১২টি এবং পাওয়ার গোষ্ঠীকে ১০টি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্ব সহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর দেওয়া হতে পারে বলে বিজেপি নেতা ইঙ্গিত দেন। মহারাষ্ট্র মন্ত্রীসভায় সর্বোচ্চ ৪৩টি পদের মধ্যে বিজেপি ২১টি দপ্তর নিজেদের জন্য রাখতে পারে। ফড়নবিশকে মুখ্যমন্ত্রী করার শর্তে স্বরাষ্ট্র, অর্থ, নগরোন্নয়ন এবং রাজস্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলি বিজেপি জোটসঙ্গীদের ছেড়ে দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে।

রাজ্যে বিধানসভা ভোটের প্রচারে এসে শা পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ফড়নবিশের নাম ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে রা কাড়েননি বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা কিংবা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভোটের ফলপ্রকাশের পরও তাঁদের মুখে কুলুপ। এদিকে বিজেপি এবং সংঘ ফড়নবিশকে মুখ্যমন্ত্রী করতে মরিয়া। এ ব্যাপারে তারা পাশে পেয়েছে জোটসঙ্গী অজিতের এনসিপি-কে। যদিও মুখ্যমন্ত্রী বাছাইয়ে শেষকথা বলবেন মোদি। বিহার ফর্মুলা মেনে শিন্ডে নাকি সংঘের দাবি মেনে ফড়নবিশ, মোদি কাকে ভোট দেন, সেটাই দেখার।

তারকাকথা

অ্যাশের প্রতি কৃতজ্ঞতা অভির

প্রায় প্রতিদিনই তাঁদের বিচ্ছেদের জল্পনায় মিডিয়া ব্যস্ত, তার মধ্যে স্ত্রী ঐশ্বর্য রাইকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন অভিষেক বচ্চন। তাঁর সংসার বিশেষ করে কন্যা আরাধ্যার দেখাশোনার জন্য তিনি অ্যাশকেই ধন্যবাদ দিয়েছেন। এক সাক্ষাৎকারে অভি বলেছেন, 'আমি খুব ভাগ্যবান যে বাড়ির বাইরে গিয়ে কাজ করতে পারি। আমি জানি যে বাড়িতে ঐশ্বর্য আছে, সে আরাধ্যাকে দেখছে। বাচ্চাদের কাছে এটা খুব জরুরি। তারা তৃতীয় কাউকে চেনে না। তাদের কাছে প্রথম ও দ্বিতীয় মানুষ হচ্ছে তাদের বাবা ও মা।'

নিজের ছোটবেলার কথাও টেনে এনেছেন তিনি। ৭০-এর দশকে তাঁর বাবা অমিতাভ বচ্চন যখন কেরিয়ারের শীর্ষে, তখনই তাঁর জন্মের পর মা জয়া অভিনয় ছেড়ে দেন। অভি বলেছেন, 'আমার জন্মের পরই মা অভিনয় ছেড়ে দেন কারণ তিনি বাচ্চাদের সঙ্গেই থাকতে চেয়েছিলেন। আমাদের চারপাশে যে বাবা নেই, তিনি কাজে ব্যস্ত, সে কথা মা বুঝতে দেননি। এসব নিয়ে আমাকেও কখনও ভাবতে হয় না। জানি, অ্যাশ ওখানে আছে। দিনের শেষে শান্তিতে কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরি, এটাই যথেষ্ট।'

অভি-অ্যাশের বিচ্ছেদের জল্পনার আবহে তাঁর এই বক্তব্য নিশ্চয় তাৎপর্যপূর্ণ।

কিশোরকুমারকে চিনতেন না আলিয়া

এই তথ্য দিয়েছেন স্বয়ং রণবীর কাপুর। গোয়ায় ৫৫তম ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভালে উপস্থিত ছিলেন রণবীর। উৎসবে রাজ কাপুরের শতবর্ষও উদযাপিত হচ্ছে। সেই উপলক্ষ্যে রণবীর কথা বলছিলেন পরিচালক রাহুল রাওয়েলের সঙ্গে। রণবীর বলেন, 'অনেকেই রাজ কাপুর সম্বন্ধে জানেন না। যেমন আমার সঙ্গে যখন আলিয়ার প্রথম দেখা হয়, ও বলেছিল, কে কিশোরকুমার? জীবনের এটা একটা বৃত্ত। পুরোনো শিল্পী চলে যায়, নতুন শিল্পী আসে। কিন্তু আমাদের শিকড়কে মনে রাখাটা খুব দরকার।'

রণবীরের কোন ছবি রাজ কাপুর পরিচালনা করলে ভালো হত বলে তিনি মনে করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'তিনি ববি করেছিলেন, লাভ স্টোরিটা বুঝতেন। তাই আমি চাইব ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি-- ছবিটা তিনি পরিচালনা করলে ভালো হত।'

বরুণ, কীর্থির রসায়নে মুগ্ধ দর্শক

বরুণ ধাওয়ান ও কীর্থি সুরেশ অভিনীত বেবি জন-এর প্রথম গান নয়ন মাটাক্কা প্রকাশ পেল। গেয়েছেন পাঞ্জাবি হার্টথ্রব দিলজিৎ দোসাঞ্জ, তাঁর গানের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করেছে বরুণ-এর এনার্জি, অস্ট্রেলীয় গায়িকা ধী-এর পারফর্ম্যান্স এবং অভিনেত্রী কীর্থি-র উপস্থিতি। এর সঙ্গেই চোখ টেনেছে বরুণ ও কীর্থির পর্দায় রসায়ন। সুরকার এস থামান দক্ষতার সঙ্গে পঞ্জাবি ছন্দের সঙ্গে তেলুগু সুগন্ধ মিশিয়েছেন। দিলজিৎ, বরুণ ও কীর্থি ইন্সটায় একটি ভিডিও শেয়ার করে এই গান প্রকাশ করেছেন। এতে দেখা যাচ্ছে দিলজিৎকে কীর্থি অনুরোধ করেন গানটির সঙ্গে নাচতে। ওঁরা নাচতে শুরু করলে বরুণ তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। নায়ক-নায়িকার এই রসায়নে মুগ্ধ নেটমহল, কমেন্ট বক্স ভরে যাচ্ছে শুভেচ্ছায়। বরুণ ছবিতে দুঁদে পুলিশ অফিসার এবং এক বাবা যে একা তার সন্তান মানুষ করছে। ছবিতে আছেন জ্যাকি শ্রফ, ওয়ামিকা গাব্বি, রাজপাল যাদব। প্রযোজক অ্যাটলি। ছবির মুক্তি ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ।

একনজরে সেরা

রামগোপালকে গ্রেপ্তার!

অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু, তাঁর পরিবারের সদস্য ও উপমুখ্যমন্ত্রীর সুনাম নষ্ট করার অভিযোগে পরিচালক রামগোপাল বার্মার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা হয়েছে। এই মামলার শুনানিতে তিনি হাজির ছিলেন না। তাই পুলিশ তাঁর বাড়িতে যায়। তিনি বাড়িতে ছিলেন না, কোয়েম্বাটুর গিয়েছেন। হাজির না থাকার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে।।

প্রোপাগান্ডা ফিল্ম

সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের উইঙ্কল টুইঙ্কল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর নির্মিত ছবি সুকন্যাকে কটাক্ষ করে রুদ্রনীল ঘোষ বলেছেন, প্রোপাগান্ডা ফিল্ম শুধু বিজেপি বানায়, এগুলো ঠাকুমার ঝুলি। অনেকে তাঁর পক্ষে মত দিলেও এক নাগরিক শুভদীপ প্রোপাগান্ডা ফিল্মকে আক্রমণ করে বসেন। রুদ্রনীল বলেছেন, এসব ছবি খারাপ কে বলল, আমি শাসকদলের সামনে আয়না ধরলাম।

ভাগ্যের ফেরে

উর্বশী রউতেলাকে এক জ্যোতিষী বলেছেন, তাঁর কাটনি যোগ চলছে। আগামী আড়াই বছর এই যোগ চলবে। এই সময়ে নানা বাধা-বিপত্তি আসে। তিনি বলেছেন, এটা বিয়ের জন্য উপযুক্ত সময় নয়। এখনই বিয়ে করছি না। উল্লেখ্য, ক্রিকেটার ঋষভ পন্থের সঙ্গে তাঁর প্রেমের গুজব রটেছিল।

থুতু ফেলেন আমির?

গোয়ার ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমির, সঙ্গে ফারহা খান, পূজা বেদী প্রমুখ। সেখানেই ফারহা বলেন, প্রথমে ও নায়িকাদের ভাগ্য গণনার ছলে হাত দেখে, তারপর থুতু ফেলে। আমির বলেন, আমি যাদের সঙ্গে এরকম করেছি, তারা এক নম্বর হয়ে গিয়েছে। উপস্থিত সকলে হাসলেও নেটমহলে আমির সমালোচিত হচ্ছেন।

অনলাইনে নাগা, সোভিতার বিয়ে

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর, নাগা চৈতন্য ও সোভিতা ধুলিপালার বিয়ে নেটফ্লিক্স তো বটেই, অন্য স্ট্রিমিং জায়েন্টরা নিজেদের প্ল্যাটফর্মে দেখাতে চাইছে। তাই নাগার বাবা নাগার্জুনার সঙ্গে এই বিয়ের স্বত্ব কিনে নেওয়ার জন্য আলোচনা চালাচ্ছে তারা। এমন হলে অভিনেত্রী নয়নতারার তথ্যচিত্রের পর এই বিয়ে নেটফ্লিক্সে দেখা যাবে।

স্বপ্নপূরণ কার্তিকের

ভুলভুলাইয়া ৩-এ একসঙ্গে পর্দায় এসেছেন মাধুরী দীক্ষিত ও কার্তিক আরিয়ান। কিন্তু এরপরেও মাধুরীর সঙ্গে নাচার একটা স্বপ্ন কার্তিকের ছিল। সেটিই পূরণ হয়েছে। এই নাচেরই একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, কার্তিক মাধুরী দীক্ষিতের ১৯৯৪-এর হাম আপকে হ্যায় কওন ছবির বিখ্যাত গান পহেলা পহেলা পেয়ার হ্যায়-এ মাধুরীর সঙ্গে নাচছেন। এই গানের সঙ্গে মিশে থাকা নস্টালজিয়ায় আবার দর্শক আক্রান্ত হয়েছে। কার্তিক ভিডিও শেয়ার করে লিখেছেন, আমার স্বপ্নের মধ্যে আছি। রুহ বাবা এবং মঞ্জু যে কোনও অন্তরীক্ষে... প্রসঙ্গত, ভুলভুলাইয়া ৩-এ কার্তিক হয়ছেন রুহ বাবা, মাধুরী হয়েছেন অঞ্জুলিকা।

রবিবারের ছুটিতে পিগি, নিক

নিজের কাজ, সংসার, স্বামী নিক, মেয়ে মালতির সবকিছুই সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন প্রিয়াংকা চোপড়া। সেভাবেই রবিবারের ছুটি কাটানোর মুহূর্ত শেয়ার করছেন পিগি। এখন তিনি সপরিবারে লন্ডনে। প্রবল ঠান্ডায় নিক ও মালতির সঙ্গে তাঁর রবিবারটা তুলে ধরেছেন তিনি ভিডিয়োর মাধ্যমে। তাঁর প্রথম ভিডিওতে ব্রিটেনের শীত এবং ঠান্ডা হাওয়া কীভাবে মানুষ এবং গাছপালাকে ঘিরে ধরেছে, তা দেখা যাচ্ছে। গত কয়েকদিনে ও দেশে যে জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছে, ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, তারই প্রমাণ এই ভিডিও। দ্বিতীয়টিতে দেখা যাচ্ছে, পিগি পরে আছেন ফার কোট, টুপি, চোখে চশমা। তাঁকে পিছন থেকে জড়িয়ে আছেন নিক। পিগ ক্যাপশন করেছেন 'রবিবার এরকমই হয়'। অন্য ভিডিওতে দেখা যায়, মালতি খেলছে, তার গলাও শোনা যাচ্ছে। আর একটিতে সে খেলছে গাছের ডাল নিয়ে, তার পরনে নীল জ্যাকেট ও টুপি।

বিদ্যাসাগর পুরস্কার পাচ্ছেন অরূপ রায়

দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে কচিকাঁচাদের নিয়ে, নাটক নিয়ে কাজ করে চলেছে 'হাতিবাগান স্পর্শ'। আজ ২৬ নভেম্বর সংস্থার ষোলো পেরিয়ে সতেরোয় পা। সংস্থার পক্ষ থেকে সপ্তম 'বিদ্যাসাগর সম্মাননা'য় সম্মানিত করা হবে প্রখ্যাত অভিনেতা ও নির্দেশক অরূপ রায়কে। সম্মাননা প্রদান করবেন নাটককার মৈনাক সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন নাট্য জগতের দুই স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব তপতী মুন্সী ও অভিজিৎ সেনগুপ্ত। সেইসঙ্গে হাতিবাগান স্পর্শ-র নবতম প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঋণশোধ'। নির্মাণে কৃতি মজুমদার। সামগ্রিক পরিকল্পনায় দেবাশীষ রায়। বার্ষিক অনুষ্ঠানের শুরুতে থাকছে 'বাংলা অলিম্পিয়াড'-এর মজাদার প্রতিযোগিতা।

উল্লেখ্য, গত বছর ষষ্ঠ বিদ্যাসাগর সম্মাননা পেয়েছিলেন প্রখ্যাত নাট্য প্রাবন্ধিক ও গবেষক কমল সাহা।

বাংলার পর্দায় আরও একবার জ্বলন্ত রাজনীতির ঝলক

লেনিনের মূর্তি ভাঙল কে? সেই ভাঙা মূর্তির সামনে বসে ঋত্বিক চক্রবর্তীই বা কী করছেন? হ্যাঁ, এখন এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজে চলেছে টালিগঞ্জ। আর খুঁজতে খুঁজতে জানা গেল, ব্রাত্য বসুর 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' নাটককে বড়পর্দায় নিয়ে আসতে চলেছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়, বছর দেড়েক আগেই সামনে এসেছিল সেই জল্পনা। অবশেষে সেই ছবির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সেরে ফেলল প্রযোজনা সংস্থা ফ্রেন্ডস কমিউনিকেশন। সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ২০২৩-এর শুরু থেকেই এই নাটকের স্বত্ব কিনতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। অবশেষে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পলিটিক্যাল ফ্যান্টাসি ঘরানার এই বহুল প্রশংসিত নাটক বড়পর্দাতেও আসবে একই নামে। কোনওরকম পরিবর্তনের পথে হাঁটেননি সৃজিত। এর আগে শেক্সপিয়ারের নাটককে রুপোলি পর্দায় তুলে ধরেছেন সৃজিত, এবার পালা ব্রাত্য বসুর নাটকের। সম্প্রতি, ছবির ফার্স্ট লুক পোস্টার প্রকাশ্যে এনেছে প্রযোজনা সংস্থা।

এখন ইচ্ছেমতো ছবি বানাচ্ছে মেয়েরা

ইন্ডাস্ট্রিতে মেয়েদের প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন কাজে তাদের বিশিষ্ট ভূমিকা, যত্রতত্র তাদের অবাধ গতি নিয়ে কথা বলেছেন মাধুরী দীক্ষিত। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলছেন, 'মেয়েরা হাঁটি হাঁটি পা পা করে অনেক পথ পার হয়ে আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ৮০ আর ৭০-এর দশকে যখন কাজ করতে শুরু করি, দেখেছি মেয়ে হিসেবে শুধু আমি আছি, আমার সহ অভিনেত্রীরা আছেন, হয়তো বা হেয়ারড্রেসার আছে। এখন দেখি, ডিওপি থেকে সহকারী পরিচালক, লেখিকা, অ্যাকশন মাস্টার্স, সবাই মেয়ে।'

এই সূত্রেই অভিনেত্রী বলছেন, মেয়েরা আজ নারীকেন্দ্রিক ছবি করছে। মাধুরী বলেছেন, 'এখন মেয়েরা অ্যাকশন ছবি করছে। আমি গুলাব গ্যাং ছবিটি করেছি, এটাও নারীকেন্দ্রিক ছবি। তবে এরকম আরও ছবি করতে হবে। একদিনে তা হবে না। বহু অভিনেত্রী এখন ছবি প্রযোজনা করছেন, এগুলো মূলত নারীকেন্দ্রিক। তাঁরা তাঁদের মতো করে ছবি করতে চাইলে তাও করতে পারেন। এটা বিস্ময়কর, কিন্তু এসবই মেয়েদের শক্তিশালী করছে।' মাধুরীকে শেষ দেখা গিয়েছে ভুলভুলাইয়া ৩-এ। এখানে তিনি 'ভূত' অঞ্জুলিকা-র চরিত্র করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, 'আমি খুব উপভোগ করেছি এই চরিত্র। খুবই আলাদা ছিল। আরও বেশি অন্য ধরনের ছবি করতে চাই। আমার আরও চ্যালেঞ্জিং ছবি আগামীতে আসছে।'

ছোট ★

দক্ষিণ শান্তিনগর প্রাথমিক স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্র সুমন দাস ছবি আঁকায় পারদর্শী। পড়াশোনার পাশাপাশি এই খুদে পড়ুয়ার প্রতিভায় খুশি স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষিকারা।

আলোচনায় সাড়া মিলল না

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি নিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনায় তেমন সাড়া পেল না তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় (প্রাথমিক)। পড়ুয়ারা যাতে প্রাথমিকের পঞ্চমে ভর্তি হয়, সেজন্য স্কুলের তরফে সোমবার অভিভাবকদের সঙ্গে বৈঠক করা হয়। এদিন স্কুলে আয়োজিত ওই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় (উচ্চমাধ্যমিক)-এর প্রধান শিক্ষক অশোক নাথও। ছেলেমেয়েকে পঞ্চম শ্রেণিতে হাইস্কুল নাকি প্রাথমিকে ভর্তি করাবেন, এব্যাপারে অভিভাবকদের বড় অংশই দোটানায় রয়েছেন। সম্প্রতি শিলিগুড়ি গার্লস প্রাথমিক স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফেও অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছিল। তবে সেই আলোচনাও ফলপ্রসূ হয়নি বলে জানিয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মিতা ঘোষ।

নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষা দপ্তরের বাছাই করা কয়েকটি প্রাথমিকে চালু হচ্ছে পঞ্চম শ্রেণি। প্রাথমিকের পঞ্চমে পড়লে হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হতে পড়ুয়াদের যে কোনও সমস্যা হবে না, সেই ব্যাপারে সকলকে আশ্বস্ত করেছে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। পাশাপাশি স্কুলগুলোকে এব্যাপারে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করতেও বলা হয়েছে। সংসদের নির্দেশ মতো এদিন তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় (প্রাথমিক) কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের সঙ্গে বৈঠক করে। বৈঠকে একজন অভিভাবক প্রশ্ন করেন, হাইস্কুল ও প্রাথমিকের পঞ্চমে একই সিলেবাস থাকবে কি না? আরেকজন অভিভাবক জানতে চান, বই কি একইরকম হবে?

প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক অবীন মণ্ডল বলছেন, 'অভিভাবকরা আগ্রহী কি না, তা ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হলেই বোঝা যাবে।' উচ্চমাধ্যমিকের প্রধান শিক্ষক অশোক নাথ জানিয়েছেন, এদিনের আলোচনায় বেশিরভাগ অভিভাবকের প্রশ্ন শুনে মনে হয়েছে তাঁরা হাইস্কুলের পঞ্চমে পড়ুয়াদের ভর্তি করাতে বেশি আগ্রহী। তবে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হলে সবটা বোঝা যাবে।

মালিক ধৃত, পরে জামিন

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : প্রসিদ্ধ কোম্পানির (অ্যাপল) অথরাইজেশন থাকার দাবি করে সার্ভিস সেন্টার চালানোর অভিযোগে সার্ভিস সেন্টার মালিককে গ্রেপ্তার করল পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ । ধৃত ওই ব্যক্তির নাম অক্ষয় মোড়ে। তাঁর বাড়ি ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে। রবিবার এক ব্যক্তি পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে অভিযোগ করেন, 'মোড়ের এক সার্ভিস সেন্টারে তিনি তাঁর ম্যাকবুক ঠিক করতে দিয়েছিলেন। তিনি ম্যাকবুক নিয়ে দেখেন, সেখানে নকল মনিটরিং স্ক্রিন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কীবোর্ড-ও ঠিকমতো কাজ করছে না।' অভিযোগ, এরপর বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে গেলে অক্ষয় তাঁকে মারধর করে। ওই ব্যক্তির অভিযোগ, '১৫ দিন আগে ওই ম্যাকবুক ঠিক করতে দিয়েছিলাম। এরপর বিভিন্নভাবে ঘোরানো হচ্ছিল। শেষমেশ দেওয়ার পর দেখি, এই কাণ্ড ঘটিয়ে দিয়েছে।'

অভিযোগ পেয়েই অক্ষয়কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সোমবার আদালতে তোলা হলে তার জামিন মঞ্জুর হয়। ওই ব্যক্তির কয়েকটি সার্ভিস সেন্টার রয়েছে।

ঝুঁকির পারাপার...

প্রাণের মায়া না করে ট্রেনের নীচ দিয়ে রেললাইন পেরোনো। সোমবার বাগরাকোটের লেভেল ক্রসিংয়ে তপন দাসের তোলা ছবি।

শহরে ব্রেস্টফিডিং কর্নার নেই, সমস্যা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : কোলে নবজাতককে নিয়ে সোমবার বিধান মার্কেটের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন শালুগাড়ার পিয়ালী নন্দী। কিছুক্ষণ থেকেই তাঁকে ব্যতিবস্ত দেখাচ্ছিল। তাঁর স্বামীকেও দেখা গেল, আশপাশে কিছু একটা খোঁজাখুঁজি করছেন। একরত্তি মেয়ে তখন খিদেয় কাঁদছে। এমন অবস্থায় কোথায় তাকে স্তন্যপান করাবেন, সেই চিন্তাই করছিলেন দম্পতি। আশপাশে কোনও জায়গা না পেয়ে শেষে একটি রেস্তোরাঁয় গিয়ে নিজেদের সমস্যা কথা জানান তাঁরা। এরপর সেখানে বসে মেয়েকে স্তন্যপান করান পিয়ালি। একরত্তির কান্না থামায় হাফ ছেড়ে বাঁচেন দম্পতি। তবে পিয়ালি বেশ ক্ষোভের সুরেই বললেন, 'এত বড় শহরে ব্রেস্টফিডিংয়ের কোনও জায়গা নেই। নতুন মায়েদের জন্য এটা ভীষণ প্রয়োজনীয়।'

শিলিগুড়ির জলপাই মোড়ের কাছে একটি ব্রেস্টফিডিং রুম তৈরি করা হয়েছে ঠিকই। তবে এই ঘরটির পরিস্থিতি বেহাল। ভগ্নদশা ও অপরিচ্ছন্ন হওয়ার কারণে তা কেউ ব্যবহার করতে পারেন না বললেই চলে। বাজার থেকে শুরু করে শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে ব্রেস্টফিডিং রুম তৈরির প্রসঙ্গ উঠেছে একাধিকবার। কথা হয়েছে এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। এ বিষয়ে শহরের নাগরিক দীপালি সাহা বলছিলেন, 'ছোট বাচ্চা কোলে নিয়ে চলাফেরা করতে সমস্যা হয়। কারণ স্তন্যপান করানোর নির্দিষ্ট কোনও জায়গা নেই।' চিকিৎসক শ্রেয়সী সেনের কথায়, 'ছয় মাস পর্যন্ত আমরা শিশুদের স্তন্যপান করানোর কথাই বলি। তবে শহরে কোথাও ব্রেস্টফিডিং কর্নার নেই। তাহলে কি ছয় মাস পর্যন্ত মা শিশুকে নিয়ে বের হবেন না? শহরের বিভিন্ন জায়গায় ব্রেস্টফিডিং রুমের প্রয়োজন।' ঠিক একই কথাই বললেন শিক্ষিকা সুতপা পাল। মাস তিনেক আগেই তাঁর কন্যাসন্তান হয়েছে। তাঁর কথায়, 'বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।' তবে পুরনিগম সূত্রের খবর, শহরের বাজার, বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে যেখানে মানুষের যাওয়া-আসা বেশি, সেই সমস্ত এলাকায় স্তন্যপান করানোর জন্য ঘর তৈরির কথা ভাবা হচ্ছে। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের কথায়, 'আমরা এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করব। শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে ব্রেস্টফিডিং রুম বানানো হবে।'

ডিভাইডারের গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে অযত্নে

বাগডোগরা, ২৫ নভেম্বর : এশিয়ান হাইওয়ে টু সড়কের ডিভাইডারে যে ফুল ও পাতাবাহারের গাছ লাগানো হয়েছিল তার অনেকগুলি অযত্নে মরে গিয়েছে। যেগুলো এখনও আছে সেগুলোরও মর মর অবস্থা। ফলে এই সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বাগডোগরা এয়ারপোর্ট মোড় থেকে আপার বাগডোগরা পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার উড়ালপুল রয়েছে। এই উড়ালপুলের মাঝে ডিভাইডারে সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগানো হয়েছিল। গাছগুলিতে বিভিন্ন রংয়ের ফুলও ফুটেছে। সড়কের সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি যানবাহনের দূষণ কম করার জন্য এই গাছ লাগানো হয়। কারণ এই সড়ক তৈরির সময় দু'পাশে অসংখ্য গাছ কাটা পড়ে। তার পরিবর্তে যে গাছ লাগানো হয় অযত্নে-অবহেলায় তার একটিও বাঁচেনি। পরে ডিভাইডারে যেসব ছোট গাছ লাগানো হয় সেগুলোও জলের অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। এশিয়ান হাইওয়ে টু সড়কের জনৈক আধিকারিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, একটি সংস্থাকে পাঁচ বছরের জন্য রক্ষণাবেক্ষণের বরাত দেওয়া হয়েছে। তাদের কাজ গাছগুলির যত্ন করা। এখন বৃষ্টি নেই। উড়ালপুল কংক্রিটের। মাটি না থাকায় নিয়মিত জল দিতে হবে। জল না পেলে গাছ তো মরবেই।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের বিপ্লব রায় বলেন, 'গাছগুলি

উপকারের জন্য লাগানো হয়েছে। সেগুলো যত্ন করতে হবে। না হলে মারা যাবে। এতে দূষণ বাড়বে। গাছই তো অক্সিজেন সরবরাহ করে। প্রশাসনের উচিত অবিলম্বে গাছগুলি রক্ষা করা।'

এশিয়ান হাইওয়ে টু প্রোজেক্ট ডিরেক্টর রাজেশ সিনহাকে বারবার ফোন করা হলেও সাড়া দেননি।

হিলকার্ট রোডে মরণফাঁদ। - সংবাদচিত্র

খুশি হস্তশিল্পীরা

ইসলামপুর, ২৫ নভেম্বর : উত্তর দিনাজপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আয়োজনে ইসলামপুর কোর্ট ময়দানে আয়োজিত হয়েছিল 'বাংলা মোদের গর্ব'। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সবমিলিয়ে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার বেচাকেনা হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিভিন্ন জেলার লোকশিল্পীরা। স্টলে স্টলে পসার সাজিয়ে বসেছিলেন হস্তশিল্পী, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। এরমধ্যে কালিয়াগঞ্জের হস্তশিল্পীদের তৈরি কার্পেটের চাহিদা ছিল সবথেকে বেশি। এছাড়া কাঠ, বাঁশ, পাটের তৈরি নানাধরনের সামগ্রী, চারাগাছ বিকিয়েছে রমরমিয়ে।

কালিয়াগঞ্জ ব্লকের মালগানের হস্তশিল্পী আওয়াল বাসারের কথায়, 'তিনদিনের মেলায় এত ভালো বিক্রি হবে, প্রথমে ভাবতে পারিনি। কার্পেটের মোট চারটি দোকান ছিল। আমার দোকানে প্রায় ৫০ হাজার টাকার বিক্রিবাটা হয়েছে। ভবিষ্যতে ফের সুযোগ হলে মেলায় আসব।' ইসলামপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শুভদীপ দাস বলছিলেন, 'স্থানীয় হস্তশিল্পীদের সামগ্রী বিক্রির সুযোগ করে দেওয়া মেলার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। পাশাপাশি মেলা প্রাঙ্গণে আসা সাধারণ মানুষকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে সচেতন করা হয়।'

ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তারের দাবি গ্রাহকদের

টাস্ক ফোর্স ফিরতে দাম লাগামহীন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : আলু, পেঁয়াজের দাম কমাতে অভিযানে নামল টাস্ক ফোর্স। তবে, অভিযান শেষ হতেই আবার পুরোনো ছন্দে ফিরল বাজার। আলু, পেঁয়াজের দামে কোনও ফারাকই পরখ করতে পারল না আমজনতা। কেউ কেউ অভিযানের সময় বলেই ফেললেন, 'এ সবই লোকদেখানো। দু'একজনকে গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত বাজারে মানুষ ঠকানোর ব্যবসা বন্ধ হবে না।'

টাস্ক ফোর্সের অন্যতম কর্তা তথা শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটির সচিব অনুপম মৈত্র বলছেন, 'এদিনের অভিযানে পাইকারি বাজার এবং খুচরো বাজারে দামের খুব বেশি ফারাক পাওয়া যায়নি। তবে, অভিযানের সময় ব্যবসায়ীরা আমাদের একরকম দাম বলছেন, আবার পরে মানুষের কাছে বেশি দাম নেওয়া হচ্ছে এমন অভিযোগও এসেছে। আমরা সমস্ত কিছুই খতিয়ে দেখছি। প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে সতর্ক করা হচ্ছে। শহরের প্রতিটি বাজারে নিয়মিত এই অভিযান চলবে।'

আলু, পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে মুখ্যমন্ত্রী কয়েকদিন আগে রাজ্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন। এরপরই শনিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমে মেয়র গৌতম দেব টাস্ক ফোর্স সহ প্রশাসনের সর্বস্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন। সেই বৈঠকের পরে মেয়রের বক্তব্য ছিল, 'রবিবার থেকে আলু ৩২ টাকায় পাওয়া যাবে। পেঁয়াজের দামও ৫০ টাকার মধ্যেই থাকবে। নতুন আলু, পেঁয়াজ আসছে। ফলে প্রতিদিনই এই দাম একটু একটু করে কমবে।'

কিন্তু রবিবার থেকে বাজারে দামের কোনও হেরফের দেখা যায়নি। বরং নতুন আলু বিক্রি হয়েছে ৫০-৬০ টাকা কেজি দরে। জ্যোতি আলু ৩৫ টাকা, নতুন পেঁয়াজ ৫০-৫৫ টাকা, নাসিকের পেঁয়াজ ৮০ টাকা, টমেটো ৭০-৮০ টাকা, ফুলকপি ৫০-৬০ টাকা, বাঁধাকপি ৫০ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়েছে। আলু, পেঁয়াজের মতোই এই সবজিগুলিরও এত বাজারদর হওয়ার কথা নয়।

এদিন সকালে প্রথমে শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারে আলু, পেঁয়াজ, টমেটোর পাইকারি বাজারদর নেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন গুদাম ঘুরে দেখে টাস্ক ফোর্স। সেখান থেকে নিয়ন্ত্রিত বাজারের সচিব অনুপম মৈত্র এবং শিলিগুড়ি কৃষি বিপণন আধিকারিক বিভান পাল সহ টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা সরাসরি বিধান মার্কেটে অভিযানে নামেন। এখানকার সবজি বাজারে ঘুরে ঘুরে ব্যবসায়ীদের কাছে আলু, পেঁয়াজ, টমেটোর বাজারদর জানেন তাঁরা। তার সঙ্গে পাইকারি বাজারদর মিলিয়ে দেখেন। এখানেই বাজারে আসা সাধারণ মানুষও নানা সমস্যা টাস্ক ফোর্সের কাছে তুলে ধরেন। সাম্য মুখোপাধ্যায় নামে ক্ষুদিরামপল্লির এক বাসিন্দা টাস্ক ফোর্সের আধিকারিকদের কাছে অভিযোগ করেন, 'বাজারে কোনও সবজিতে হাত দেওয়া যাচ্ছে না। মেয়র বৈঠক করে বলেছিলেন আলু, পেঁয়াজ সহ অন্য সবজির দাম কমবে। কিন্তু আজ তো উলটে আরও দাম বেড়ে গিয়েছে। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ এত চড়া দামে কীভাবে বাজার করবে?'

টাস্ক ফোর্সের কর্তারা ব্যবসায়ীদের কাছে নিত্যপ্রয়োজনীয় আলু এবং পেঁয়াজ যাতে কম মুনাফায় গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করা হয় সেই আবেদন করেন। ব্যবসায়ীদের একজন আবার বলেন, 'শুধু সবজির দাম দেখছেন কেন, চাল, ডাল সহ মুদিখানা দোকানের জিনিসপত্রের দামও তো বেড়েছে। সেটাও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করুন।'

অর্পিতা দাস নামে হাকিমপাড়ার বাসিন্দা টাস্ক ফোর্সের কর্তাদের দেখে বলে বসেন, 'এ সবই লোকদেখানো। ব্যবসায়ীরা আমাদের নিয়মিত ঠকিয়ে যাচ্ছে। আর প্রশাসন নাটক করছে।' তাঁর অভিযোগ, 'ব্যবসায়ীরা অভিযানের সময় দাম কমিয়ে বলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে অনেক বেশি দামে সবজি বিক্রি করেন। দু'তিনজন ফাটকা ব্যবসায়ীকে পুলিশ দিয়ে ধরে নিয়ে গেলে সব ঠান্ডা হয়ে যাবে।' অর্পিতাদেবীর বক্তব্যকে সমর্থন জানান উপস্থিত বাকি ক্রেতারা।

বিধান মার্কেটে সবজি বাজারে টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা। ছবি : সূত্রধর

> অভিযানে পাইকারি বাজার এবং খুচরো বাজারে দামের খুব বেশি ফারাক পাওয়া যায়নি। তবে, ব্যবসায়ীরা আমাদের একরকম দাম বলছেন, আবার পরে মানুষের কাছে বেশি দাম নেওয়া হচ্ছে এমন অভিযোগও এসেছে।
>
> **অনুপম মৈত্র** *সচিব শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটি*

নালা উপচে রাস্তায়

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : পানিট্যাঙ্কি মোড়ে নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশা। সোমবার সেখানে গিয়ে দেখা গেল, রাস্তার উপর জল জমে রয়েছে। শহরে তো বৃষ্টি হয়নি, তাহলে জল জমে আছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রকাশ্যে এল নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল ছবি। অভিযোগ, পানিট্যাঙ্কি মোড় সংলগ্ন একপাশের নালাগুলি বহুদিন সাফাই করা হয় না। সেগুলি আবর্জনায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। এর জেরে নালার জল উপচে পড়ছে রাস্তায়। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়দের পাশাপাশি পথচারীরাও ক্ষুব্ধ। তাঁদের বক্তব্য, দ্রুত নালা সাফাই করা হোক। যদিও এই পরিস্থিতির জন্য একাংশ ব্যবসায়ীকে দুষেছেন কাউন্সিলার।

পানিট্যাঙ্কি মোড়ের একপাশে রয়েছে নানা দোকান, মার্কেট কমপ্লেক্স। এভাবে জল জমে থাকায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে গ্রাহকদের। এদিন নোংরা জল পেরিয়েই আশপাশের দোকান বা শোরুমে যেতে হচ্ছিল প্রতীতি সাহা, সুপ্রিয়া দত্ত, রঞ্জন পালের মতো অনেককেই। প্রতীতির কথায়, 'জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। শহরের একবারে কেন্দ্রস্থলেই যদি এমন হাল হয়, তাহলে বাকি এলাকাগুলির কী হবে?' স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও পরিস্থিতি নিয়ে হতাশ। আশিস মিশ্র নামে স্থানীয় এক ব্যবসায়ী বললেন, 'নাকে কাপড় চেপে যাতায়াত করতে হয় ওই জায়গা দিয়ে। নালায় আবর্জনা জমে রয়েছে। নোংরা জল উপচে পড়ছে রাস্তায়। ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ।' নিয়মিত নালা সাফাই হলে যে সমস্যার সমাধান হবে, সেকথাই বললেন অপর ব্যবসায়ী সুমন সাহা। তাঁর কথায়, 'রাস্তার ওপর নোংরা জল জমে রয়েছে। একাধিকবার অভিযোগ করেছি, তাও কোনও লাভ হয়নি। গ্রাহকরাও বিরক্ত।'

তবে ১০ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার কমল আগরওয়াল বলছেন, 'ওই এলাকায় একাংশ ব্যবসায়ী নিজেদের উদ্যোগে নালার ওপর স্ল্যাব বসিয়ে ঢালাই করে নিয়েছেন। যার জন্য নালা সাফাইয়ে সমস্যা হচ্ছে। ওই ব্যবসায়ীরা ঢালাই

পাড়ার নর্দমায় প্রাণীর দেহ

মাম্পি চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : ওয়ার্ডের অধিকাংশ বড় নর্দমা আবর্জনায় ভর্তি হয়ে আছে। তাতে কুকুর, বিড়ালের মৃতদেহও রয়েছে। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের। ১৮ বছর থেকে এলাকায় বসবাস করে আসছেন কল্যাণী রায়। তিনি বলেন, 'এক মাস, ১৫ দিন পর ছোট ড্রেন পরিষ্কার করা হয়। কিন্তু বড় নালা মাসের পর মাস একইরকমভাবে পড়ে থাকে। আগে এলাকার সবাই মিলে কাউন্সিলরাকে বলা হত। কেউ কোনও কাজ করে না। তাই আর বলিও না। পুরনিগমের কর্মীরা এসে মাঝে মাঝে ব্লিচিং ছিটিয়ে চলে যায়। ব্যাস তাতেই তাদের কাজ শেষ।'

ওয়ার্ডের বাসিন্দারা মশার অত্যাচারে জানলা, দরজা খুলে রাখতে পারেন না। ভ্রূক্ষেপ নেই প্রশাসনের। এলাকার বাসিন্দা সরস্বতী দাস, কাজলি সান্যাল, সুনয়না মাহাতো বলেন, 'পার্টির লোককে বলে কোনও কাজ হয় না। বাইরের লোক এসে ড্রেনে নোংরা ফেলে দিয়ে যায়। বাধা দিলে বলে কাউন্সিলারকে ছবি তুলে পাঠিয়ে দিতে।'

বাসিন্দাদের কথায়, ভোট নেওয়ার সময় নেতা-মন্ত্রীদের দেখা গেলেও ওয়ার্ডের অসুবিধায় তাঁদের দেখা মেলে না। কৃষ্ণা সাহা প্রায় ৩৫ বছর ধরে ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে বসবাস করেন। এলাকার সুবিধা-অসুবিধার কথা জিজ্ঞেস করাতে বললেন, 'এত বছরে শুধু রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছে। বারবার বলেও ড্রেন পরিষ্কার হয় না। সিপিএম কাউন্সিলারের সময়ে ড্রেন বানানো হয়েছে, পরিষ্কারও হয়েছে নিয়মিত। এখন সব বন্ধ।'

যদিও ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সম্পৃতা দাসের দাবি, 'প্রতি সপ্তাহেই বড় নালা পরিষ্কার করা হয়। তবে ড্রেনের ওপর যেভাবে মানুষ বাড়ি করে বসবাস করছে, পুরো পরিষ্কার করতে হলে মানুষের ঘরবাড়ি ভেঙে করতে হবে।' তিনি বলেন, 'তাই যতটা সম্ভব পরিষ্কার করা হয়। তবে ড্রেনে নোংরা ফেলার বিষয়ে মানুষকেও সচেতন হতে হবে।' এদিকে, ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৎকালীন বিরোধী কাউন্সিলার শর্মিলা দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'এই বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। আমি কী করেছি তা এলাকার মানুষ জানে।'

২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বেহাল নর্দমা। ছবি : তপন দাস

ক্ষোভের কথা

> বড় নালা মাসের পর মাস পড়ে থাকে। পুরনিগমের কর্মীরা এসে মাঝে মাঝে ব্লিচিং ছিটিয়ে চলে যায়। ব্যাস তাতেই কাজ শেষ।
>
> **- কল্যাণী রায়** *স্থানীয় বাসিন্দা*

সম্পৃতার দাবি

> ড্রেনের ওপর মানুষ বাড়ি করে বসবাস করছে, পুরো বড় নালা পরিষ্কার করতে হলে মানুষের ঘরবাড়ি ভেঙে করতে হবে।
>
> **- সম্পৃতা দাস** *কাউন্সিলার*

মিডিয়া সেলস এগজিকিউটিভ
শিলিগুড়ি

একলম তাই। টার্গেট পূরণের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া এবং দিনের শেষে হাসিমুখে বাড়ি ফেরার আত্মবিশ্বাস যদি থাকে তাহলে উত্তরবঙ্গ সংবাদে শিলিগুড়ির মিডিয়া সেলস এগজিকিউটিভ পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। কাজ উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা এবং পোর্টালের জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ। সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বচ্ছন্দ প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।

রোজ পরীক্ষা
রোজ পাশ
রোজ তৃপ্তি

যোগ্যতা স্নাতক। মিষ্টভাষী, হাসিখুশি, মিশুকে, ধৈর্যশীল এবং কথা বলায় দক্ষতা একান্ত আবশ্যিক। বিজ্ঞাপন বিভাগে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো। না থাকলেও অসুবিধা নেই, যদি থাকে নিজেকে যোগ্য করে তোলার আত্মবিশ্বাস। অনভিজ্ঞ প্রার্থীদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। বয়স অনূর্ধ্ব ৩২।

ই-মেল করুন ২৭ নভেম্বর, ২০২৪-এর মধ্যে
ubs.torchbearer@gmail.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জুনিয়ার ক্যাশিয়ার চাই

শিলিগুড়ি অফিসে জুনিয়ার ক্যাশিয়ার নিয়োগ করা হবে

যোগ্যতা : বি কম, ট্যালি, অনলাইন ব্যাংকিং, জিএসটি জানা প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। অ্যাকাউন্টস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।
বয়স : অনূর্ধ্ব-৩০।

আগ্রহীরা সিভি ই-মেল করুন
২৭ নভেম্বর, ২০২৪-এর মধ্যে
ubs.torchbearer@gmail.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রক্ষাকালীর বিসর্জনে জনজোয়ার। ছবি : মাজিদুর সরদার

চোখের জলে রক্ষাকালী বিদায়

সাজাহান আলি

পতিরাম, ২৫ নভেম্বর : উলুধ্বনি আর শঙ্খধ্বনিতে বিদায় নিলেন বোল্লার রক্ষাকালী। মন্দির প্রাঙ্গণের নিজস্ব মন্দিরে তখন হাজারো ভক্তের ভিড়। বিসর্জন দেখতে আসা বহু মহিলাকেই দেখা গেল দেবীর বিদায়বেলায় আঁচলে চোখ মুছতে।

ভক্তদের কণ্ঠে 'আসছে কবে বছর পরে...', ধ্বনিত হয় আকাশ বাতাস।

এবছর প্রতিমার বিসর্জন পর্ব ১ ঘণ্টা দেরিতে শুরু হয়। যাবতীয় ধর্মীয় প্রক্রিয়া মেনে মূল রক্ষাকালী প্রতিমার সঙ্গে প্রায় আড়াই হাজার সোয়া হাত উচ্চতার মানতকালী প্রতিমার বিসর্জন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে রাত প্রায় আটটা বেজে যায়।

সোমবার বিকেল চারটের পর বোল্লায় রক্ষাকালী প্রতিমার বিসর্জন প্রক্রিয়া শুরু হয়। লোহার চাকাযুক্ত ফ্রেমে দড়ি বেঁধে মন্দির থেকে বের করে নিয়ে আসা হয় মন্দিরের ঠিক সামনে। এরপর পশ্চিম দিকে মুখ করে কিছুটা টেনে নিয়ে যাওয়া হয় পূর্ব দিকে। তারপর প্রায় ৪০ মিটার ট্রেনে আনার পর মূল পাকা রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দক্ষিণ দিক বরাবর অভিমুখ করে রাখা হয়। এরপর চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী তিনবার দক্ষিণে টেনে নিয়ে গিয়ে আবার উত্তর দিকে টেনে আনা হয়। এই সময় প্রতিমার দড়ি ধরে টান দেওয়ার জন্য অগণিত ভক্তের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। প্রত্যেকেই চাইছিলেন, দেবীর বিদায়বেলায় একবার তাঁকে স্পর্শ করতে। সব শেষে পূর্ব দিকে মুখ করে রক্ষাকালীকে বিসর্জন ঘাটে নিয়ে গিয়ে শেষবারের মতো দাঁড় করানো হয়। সেখানেই নিশ্চিদ্র পুলিশি নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে প্রতিমার শরীরে থাকা সোনা, হিরে ও রুপো মিলিয়ে প্রায় ৩০ কেজি ওজনের অলংকার খাতাপত্র মিলিয়ে হিসাব করে খুলে বিশেষ বাক্সে রাখা হয়। দেবীর গয়নাপত্র খুলে বাক্সে রাখতেই বেশ খানিকটা সময় অতিবাহিত হয়।

সব শেষে ভক্তদের জয়ধ্বনি আর ঢাকের বিষাদ সুরের মধ্য দিয়ে রক্ষাকালীকে ধীরে ধীরে পুকুরের জলে নামিয়ে দেওয়া হয়। মেলার সমস্ত ভিড় যেন এই সময় আছড়ে পড়েছিল বিসর্জন ঘাটে।

বিসর্জন শেষে বিসর্জন ঘাট থেকে পবিত্র জল নিয়ে গিয়ে মন্দিরকে ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তথা পবিত্র করার পর এবারের মতো রক্ষাকালী পুজো ও চারদিনের বোল্লামেলার পরিসমাপ্তি ঘটে।

দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার যুগলের

শিলিগুড়িতে সাক্ষাতের পর দু'দিনের টানাপোড়েন শেষ

শুভজিৎ চৌধুরী ও বাণীব্রত চক্রবর্তী

ইসলামপুর ও ময়নাগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : প্রেমের ফুল ফুটেছিল। বিয়ের ফুল ফোটা ছিল সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু ছাঁদনাতলায় যাওয়ার বদলে যুগলের দেহ গেল হাসপাতালের মর্গে। তরুণের পরিবারের দাবি, দরজা ভেঙে দুজনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে তরুণের বাড়িতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত দুজনের নাম শ্রীনাথ শর্মা (২৩) ও জ্যোতি শর্মা (২২)। জ্যোতির বাপের বাড়ি ময়নাগুড়ির রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সেখানকার কানিরঘাট গ্রাম থেকে তাঁকে সোমবার ইসলামপুর ব্লকের মাটিকুন্ডা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকুন্ডায় নিজেদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল শ্রীনাথের পরিবার।

শ্রীনাথের বাবা আনন্দ শর্মা জানান, বাড়িতে আনার কিছুক্ষণ পর খোঁজ করতে গিয়ে তাঁরা দেখেন, যে ঘরে শ্রীনাথ ও জ্যোতি ছিল, তার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তিনি বলেন, 'অনেক ডাকাডাকির পরেও সাড়া মেলেনি। তখন আমরা দরজা ভাঙতে বাধ্য হই। এরপর ঘরে ঢুকে দেখি দুজনে একসঙ্গে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে।' সোমবার রাতে সেই খবর পৌঁছেছে ময়নাগুড়িতে জ্যোতির বাপের বাড়ির গ্রামে।

ছবি : এআই

ওই এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য গুরুদেব রায় জানালেন, 'জ্যোতির পরিবারকে এখনও জানানো হয়নি।' তাঁর কাছে জানা গেল, কানিরঘাট গ্রামের বাসিন্দা নারায়ণ শর্মার মেয়ে জ্যোতি গত শনিবার নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। তবে শ্রীনাথ ও তাঁর পরিবারের কয়েকজন জ্যোতিকে নিয়ে নারায়ণের বাড়িতে গিয়েছিলেন। এক বছর পর জ্যোতির সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল শ্রীনাথের পরিবার।

গুরুদেব জানালেন, নারায়ণের পরিবার সেই প্রস্তাব মেনে নেয়নি। তারপর জ্যোতিকে নিয়েই ফিরে যান শ্রীনাথের বাড়ির লোকেরা। তিনি সোমবার বলেন, 'রাতে এই দুঃসংবাদ পেলাম।' শ্রীনাথ ও জ্যোতি কেন নিজেদের জীবন শেষ করে দিলেন, সেটা নিয়ে রহস্য থেকেই গিয়েছে। তরুণীকে বাড়িতে নিয়েই এসেছিল তরুণের পরিবার। তারপর কী এমন হল, তার কোনও ব্যাখ্যা কোনও তরফেই মেলেনি। ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস শুধু বলেছেন, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

> প্রেমের সম্পর্কের কারণে দুজন আত্মঘাতী হয়েছেন।
>
> **হীরক বিশ্বাস**
> আইসি, ইসলামপুর থানা

তরুণটির গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য আব্দুর রশিদ বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ওই তরুণ-তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তবে শ্রীনাথের পরিবার তাঁর জন্য পাত্রী খুঁজছিল।' রশিদের কাছেই জানা গেল, শনিবার দেখা করার জন্য শ্রীনাথকে শিলিগুড়িতে ডেকে নিয়েছিলেন জ্যোতি। সেই খবর পেয়ে রবিবার তরুণটির বাড়ির লোকজন শিলিগুড়ি যান। সোমবার সকালে দুজনকে সঙ্গে নিয়ে সরকুন্ডা গ্রামের বাড়িতে ফিরেও আসেন তাঁরা।

পুলিশ দুজনের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস বলেন, 'প্রেমের সম্পর্কের কারণে দুজন আত্মঘাতী হয়েছেন।' মৃত তরুণের বাবা আনন্দ বলেন, 'মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পর ছেলের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়নি। এরপর মেয়েটি মরে যাবে বলে আমার ছেলেকে হুমকি দেয় বলে জানতে পারি। তখন আমার ছেলে ওই মেয়েকে ওর বাড়িতে রাখতে যায়। কিন্তু ওর বাড়ির লোক মেয়েটিকে আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে বলেন। বাধ্য হয়ে আমার আত্মীয়রা ছেলে ও মেয়েটিকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসেন।'

ভাতের থালায় খুন দাদা

শামুকতলা, ২৫ নভেম্বর : শীতের রাতে একথালা গরম ভাত। কে বেশি খাবে? দাদা নাকি ভাই? ভাত খাওয়া নিয়ে বিবাদের জেরে ভাইয়ের হাতে খুন হলেন দাদা। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে শামুকতলা থানার কার্তিক চা বাগান সংলগ্ন চিরো লাইনে। তবে সে রাতে প্রতিবেশীরা কেউ টের পাননি। সোমবার সকালে দাদার দেহ মাটি চাপা দেওয়ার জন্য উঠোনে গর্ত খুঁড়ছিল নাবালক ভাই। এরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধারের পাশাপাশি কিশোর ভাইকে ধরে থানায় নিয়ে যায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম বাবুলাল কুজুর। আর ধৃত ভাই বিমান কুজুর। বাড়িতে কেবল বাবুলাল আর বিমানই ছিল। বাবা-মা দুজনেই মারা গিয়েছেন। বাবুলাল দিনমজুরি করে সংসার চালাতেন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, রবিবার বাড়িতে ভাত রান্না করার মতো সামান্য চাল ছিল। আরও চাল যে কিনে আনবে, সেই টাকাও ছিল না বাবুলালের হাতে। তখন ওই অল্প চালটুকুই ফুটিয়ে নেন বাবুলাল। বেশিরভাগ ভাত তিনিই খেয়ে নেন। তা নিয়েই বিবাদ। বাবুলাল রাগের মাথায় ভাইকে শাসন করতে গিয়ে তার গালে থাপ্পড় বসিয়ে দেয়। রেগে গিয়ে প্রথমে ইট দিয়ে দাদার মাথায় মারে বিমান। দাদা বিছানায় লুটিয়ে পড়লে উঠোন থেকে একটি বড় পাথর এনে মাথা থেঁতলে দেয় ভাই।

শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায় বলেন, 'আমরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি। এত কম বয়সে কী করে ছেলেটি দাদার উপর এভাবে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল, সেটা আমাদের অবাক করেছে।' দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ইলেক্ট্রিক তার ছিঁড়ে দুর্ভোগ

পতিরাম ও তপন, ২৫ নভেম্বর : কলকাতা যাওয়ার পথে ওভারহেড ইলেক্ট্রিক তার ছিঁড়ে পড়ল তেভাগা এক্সপ্রেসের উপর। অল্পের জন্য বড়সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন যাত্রীরা। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে পতিরাম ও তপন থানা সংলগ্ন পোলানপুরে গ্রামে। এই কারণে প্রায় তিন ঘণ্টা আটকে পড়ে তেভাগা এক্সপ্রেস। সোমবার সকাল ৫টা ৪৫ মিনিট নাগাদ বালুরঘাট স্টেশন থেকে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেয় তেভাগা এক্সপ্রেস। শীতে ট্রেনের ভিতর সবাই জড়সড়ো হয়ে বসে ছিলেন। মল্লিকপুর স্টেশন থেকে ছেড়ে ট্রেনটি রামপুরে যখন ঢুকছিল, তখন ঘড়ির কাঁটায় সকাল ৬টা বেজে ১০ মিনিট। এমন সময় ২৫ হাজার ভোল্টের ওভারহেড ইলেক্ট্রিক তার ট্রেনের উপর ছিঁড়ে পড়ে।

৫-৭ টাকা কেজিতে বিকোচ্ছে কাঁচা পাতা

টি বোর্ড-কারখানা মালিক 'বোঝাপড়া'

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৫ নভেম্বর : মরশুমের শেষ মুহূর্তে কাঁচা চা পাতার দাম ৫-৭ টাকা প্রতি কেজিতে নেমে এসেছে, যা নিয়ে চরম হতাশা দেখা দিয়েছে চোপড়া ব্লকের ক্ষুদ্র চা চাষিদের মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে বাগানে শীতকালীন পরিচর্যা নিয়েও উদ্বেগে রয়েছেন ক্ষুদ্র চা চাষিরা। তাঁদের কথায়, এক কেজি কাঁচা পাতা উৎপাদন করতে যা খরচ, গত দু'দিন ধরে তার অর্ধেকেরও কম দামে তা বিক্রি করতে হচ্ছে। এলাকার অনেক চাষিকে মাত্র ৫-৭ টাকা কেজি দরে কাঁচা পাতা বিক্রি করতে হয়েছে।

স্থানীয় ক্ষুদ্র চা চাষি রতন সাহার অভিযোগ, 'পাতার গুণগতমান বিচার করা হচ্ছে না। কারখানা মালিকরা গড়ে ন্যূনতম ৫-৭ টাকা কেজি দরে পাতা কেনার প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। এতে ক্ষুদ্র চাষিদের চরমভাবে লোকসানের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অথচ চাষিদের বিভিন্ন সংগঠন অথবা টি বোর্ডের এ ব্যাপারে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।'

টি বোর্ডের নির্দেশ অনুসারে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত কাঁচা পাতা তোলার দিন ধার্য হয়েছে। সে কারণে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ক্ষুদ্র চা চাষিদের মধ্যে কাঁচা পাতা তোলার হিড়িক পড়েছে। এমনিতেই লক্ষ্মীপুজোর পর থেকেই পাতার দাম নামতে শুরু করায় ক্ষোভে ফুঁসছিলেন ক্ষুদ্র চাষিরা। তাঁদের বক্তব্য, আবহাওয়াজনিত কারণে মরশুমের শুরুতে ফার্স্ট ও সেকেন্ড ফ্লাশে ভালো ফলন মেলেনি। দুর্গাপুজোর আগে কেজি প্রতি দাম উঠেছিল ৩০ থেকে ৩৪ টাকা। আর লক্ষ্মীপুজোর পর থেকে নামতে নামতে অবশেষে সেই দাম ৫-৭ টাকাতে এসে ঠেকেছে।

> **অবস্থা যেমন**
>
> ■ গত কয়েকদিনে কাঁচা পাতা বিক্রি হচ্ছে ৫-৭ টাকা কেজি দরে
>
> ■ ক্ষুদ্র চা চাষিদের কথায় প্রতি কেজি পাতা উৎপাদন করতে খরচ পড়ে কমপক্ষে ১৭ টাকা
>
> ■ দুর্গাপুজোর আগে পর্যন্ত কাঁচা পাতা ৩০-৩৪ টাকা প্রতি কেজি পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে
>
> ■ এভাবে দাম কমা নিয়ে কারখানা মালিকদের সঙ্গে টি বোর্ডের আধিকারিকদের বোঝাপড়া রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে

পাতার দাম কম হওয়া নিয়ে একটি কারখানা মালিক জাহাঙ্গির আলম বললেন, 'দৈনিক প্রয়োজনীয় কাঁচা পাতার তুলনায় জোগান দ্বিগুণ বেড়ে যাওয়ায় এই সমস্যা তৈরি হয়েছে।' কারখানা মালিকরা এমন কথা বললেও, কাঁচা পাতার দাম কমা নিয়ে চোপড়া স্মল টি প্ল্যান্টার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক পার্থ ভৌমিকের বক্তব্য, 'জোগান বেড়ে যাওয়ার অজুহাতে টি বোর্ডের সঙ্গে সমঝোতা করে বটলিফ কারখানা মালিকরা ক্ষুদ্র চা চাষিদের ঠকাচ্ছেন। যেখানে এক কেজি কাঁচা পাতা উৎপাদন করতে কমপক্ষে ১৭ টাকা খরচ হয়। সেই পাতা গত দু'দিন ধরে ৫-৭ টাকা কেজি দরে বিক্রি করতে হচ্ছে।'

উত্তর দিনাজপুর স্মল টি গ্রোয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দেবাশিস পাল ও টি বোর্ডের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর কথায়, 'বটলিফ কারখানার মালিকদের সঙ্গে টি বোর্ডের আধিকারিকদের গোপন আঁতাত রয়েছে। তা না হলে এমনটা হতে পারে না।' টি বোর্ডের ইসলামপুর আঞ্চলিক শাখার ফ্যাক্টরি অ্যাডভাইজারি অফিসার ধ্রুবজ্যোতি গোহাইকে এব্যাপারে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

বালিবোঝাই লরি আটক

চোপড়া, ২৫ নভেম্বর : চোপড়া থানার পুলিশ রবিবার রাতে চারটি বালিবোঝাই গাড়ি আটক করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি ডাম্পার ও তিনটি লরি আটক করা হয়েছে। ঘটনায় গ্রেপ্তার তিনজন। শনিবার রাতেও ৩টি লরি আটক করা হয়েছিল।

উত্তরের যোগ

প্রথম পাতার পর

শুল্ক দপ্তর এবং জিএসটি বিভাগে লম্বা হাত রয়েছে ওই প্রভাবশালীর।

বাংলায় ঢোকার পর ট্রাক প্রতি তোলা'র পরিমাণ কমানোর আর্জি নিয়ে সম্প্রতি শিলিগুড়ি জংশন এলাকার একটি হোটেলে ট্রাক মালিকদের দুই প্রতিনিধি এক কাস্টমস কর্তার সঙ্গে গোপনে বৈঠক করেছে বলেও খবর পেয়েছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। আন্তর্জাতিক এই চক্রটি সম্পর্কে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে তিনটি বিশেষ রিপোর্ট পাঠিয়েছে একটি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। ৪৭ কোটির তদন্তে প্রতিরক্ষামন্ত্রককে প্রাথমিক রিপোর্ট পাঠিয়েছেন সেনা গোয়েন্দারাও।

সুপারি পাচারের তদন্তে উত্তরবঙ্গে এসেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের একটি বিশেষ দল। পাচারের টাকার একাংশ দেশবিরোধী শক্তির হাতে যাচ্ছে বলে নিশ্চিত তারা। গত ৬ নভেম্বর ইন্দো-মায়ানমার সীমান্তের মোরে থেকে পাচারের সময় প্রায় এক লক্ষ টাকার সুপারি আটক করে প্রথম এই চক্রের আঁচ পেয়েছিল আসাম রাইফেলস। তখন এক লাইনম্যানকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের সময় ১০০ কোটি টাকার সুপারি পাচারের পরিকল্পনা প্রথম জানতে পারে তারা। তারপর মণিপুর পুলিশের সিআইডি ও স্পেশাল টাস্ক ফোর্সকে সতর্ক করা হয়।

পরে মিজোরামের চম্ফাইতে সিগারেট পাচারের সময় ধৃত দুই লিংকম্যানের কাছ থেকে সেনা গোয়েন্দারা জানতে পারেন, ১০-১৫ নভেম্বরের মধ্যে একদিনে মণিপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে ১১০টি সুপারিবোঝাই ট্রাক উত্তরবঙ্গে রওনা দেবে। এরপর জাল বিছিয়ে সাফল্য পান তাঁরা। তিনজন স্থানীয় বাসিন্দাকে (যারা মায়ানমার সীমান্ত পার করে সুপারির বস্তা বহন করত) আটক করে গোয়েন্দারা জানতে পারেন, অভিযানের আগেই পাঁচটি সুপারিবোঝাই ট্রাক রওনা হয়ে গিয়েছে। অভিযানের খবর পেয়ে বাকি ৫২টি ট্রাককে কোথাও লুকিয়ে ফেলা হয় বলে গোয়েন্দাদের ধারণা।

সাধের চুল

প্রথম পাতার পর

কিন্তু সেখানকার পুলিশকর্মীরা আগে থানায় অভিযোগ জানাতে বলেন।' তাঁর আক্ষেপ, 'যে চুল দেখে শ্বশুরবাড়ির মানুষ পছন্দ করেছিল, সেই চুলই থাকল না। ওঁদের কাছে মুখ দেখাব কী করে?'

ঘটনায় হতভম্ব হলেও অপরাধীকে একেবারেই ছাড়তে নারাজ তরুণী। সেই কারণে সোমবার দিনভর ছুটলেন পুলিশের কাছে। এদিন দুপুরে প্রথমে তিনি অভিযোগ নিয়ে এনজেপি থানায় যান। কিন্তু ঘটনাটি শিলিগুড়ি থানা এলাকায় ঘটায় সেখানে থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। এরপর মহিলা থানা হয়ে অবশেষে শিলিগুড়ি থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।

মাসকয়েক আগে নদিয়ার শান্তিপুরে সক্রিয় হয়েছিল এরকম একটি গ্যাং। দুষ্কৃতীদের টার্গেটই থাকত লম্বা চুলের মহিলারা। সুযোগ পেলেই দলটি চুল কেটে পগারপার হয়ে যেত। উদ্দেশ্য একটাই, কাটা চুল আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করে দেওয়া। কারণ বিদেশে ভারতীয়দের চুলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। মাঝেমধ্যে ফেরিওয়ালারাও পাড়ায় পাড়ায় হাঁক পেড়ে চুল কেনেন। বদলে দেওয়া হয় স্টিলের থালা-বাটি কিংবা খেলনা।

শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডের চুল ব্যবসায়ী আবদুল্লা গাজির কথায়, 'চিন, থাইল্যান্ড, মায়ানমারের মতো বহু দেশে পরচুলা ব্যবহারে বা দামি খেলনা তৈরিতে চুলের প্রয়োজন হয়। কদর বেশি রয়েছে বড় চুলের।' আর সেই কারণেই চুলের বাজারে বঙ্গ ললনাদের কদর সবসময়ই বেশি। নিউজিল্যান্ড, আমেরিকার মতো দেশে দুষ্কৃতীদের একটি অংশ পেশা হিসেবে চুল ছিনতাইয়ে বহুবার জড়িয়েছে বলে খবরে প্রকাশ হয়েছে। সাধারণ মানের ছোট ও মাথা থেকে খসে যাওয়া চুল কেজি প্রতি ১৫-৪০ হাজার টাকা দরে বিক্রি হয়ে থাকে। কিন্তু চুলের মাপ বড় হতে থাকলে দরও বাড়তে থাকে পাল্লা দিয়ে। আন্তর্জাতিক বাজারে তিন লক্ষ টাকা প্রতি কেজিতেও চুল বিকোয় বলে জানা গিয়েছে। ফলে এনজেপির ওই তরুণীর চুলের ঠিকানা আপাতত কোথায়, সেটাই জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

যোগ্যতার মুচলেকা দেবেন উপভোক্তাই

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : প্রশাসনের আধিকারিকদের দল ঘুরে ঘুরে বাংলা আবাস যোজনার যোগ্য উপভোক্তাদের নামের তালিকা তৈরি করেছে। কিন্তু সেই ব্যক্তি সত্যিই বাংলা আবাস যোজনায় বাড়ি পাওয়ার যোগ্য কি না, সেটা বলবেন তিনি নিজে। উপভোক্তা আবাস যোজনায় বাড়ি পাওয়ার যোগ্য, সেটা ডিজিটালি উপভোক্তাকে দিয়ে মুচলেকা লিখিয়ে নেবে রাজ্য। এমনকি বাড়ি নেওয়ার জন্য অন্য কাউকে কাটমানি দিতে হয়েছে কি না, সেটাও মুচলেকায় উল্লেখ থাকবে। সেইমতো উপভোক্তার পরিচয় গোপন রেখে তদন্ত করা হবে। রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তরের নতুন সেল্ফ ডিক্লারেশন পোর্টাল এবং সেল্ফ ডিক্লারেশন অ্যাপের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উত্তরবঙ্গের মধ্যে পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে জলপাইগুড়ি জেলায় ২৭ এবং ২৮ নভেম্বর এই সুবিধা চালু করছে জেলা প্রশাসন। অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) তেজস্বী রানা বললেন, 'আমরা পাইলট প্রকল্প হিসেবে ২৭ এবং ২৮ তারিখ জেলার মাটিয়ালি এবং ময়নাগুড়ি ব্লকে এই ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার উদ্বোধন করব।' রাজ্যজুড়ে অবশ্য এই ব্যবস্থাপনা চালু হবে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে।

রাজ্যে গত কয়েকদিন ধরে চলা ট্যাব কেলেঙ্কারির পর নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। ২৬ কিংবা ২৭ তারিখের মধ্যে ওই দুই ব্লক অফিসে আবাস প্রকল্পের উপভোক্তাদের নামের তালিকা টাঙিয়ে দেওয়া হবে। সেই নোটিশ দেখে যে কেউ এক সপ্তাহের মধ্যে ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ করতে পারেন।

কী করে কাজ করবে এই পোর্টালটি? প্রথমে যাঁর নাম আবাস যোজনার তালিকায় রয়েছে, তাঁর মোবাইলে একটি লিংক আসবে। সেই লিংকে ক্লিক করলে সেল্ফ ডিক্লারেশন পোর্টালে চলে যাবেন উপভোক্তা। তখন উপভোক্তার বাড়ি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ফুটে উঠবে স্ক্রিনে। সেই তথ্য এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সঠিক কিনা, তা ডিজিটাল অ্যাপ বা পোর্টালে ক্লিক করে সম্মতি জানাতে হবে উপভোক্তাকে। তাছাড়া এই বাড়ি পাওয়ার জন্য তিনি কি যোগ্য না অযোগ্য, সেই মুচলেকাও ডিজিটালি জানাতে হবে। ওই অ্যাপ বা পোর্টালে প্রশ্ন থাকবে, বাড়ি নেওয়ার জন্য সেই উপভোক্তা কি কাউকে কোনও টাকা দিয়েছেন? কেউ যদি সম্মতি জানান, তাহলে সেই উপভোক্তার পরিচয় গোপন রেখে তদন্ত করা হবে। এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে কাটমানি নেওয়া ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

> আমরা পাইলট প্রকল্প হিসেবে ২৭ এবং ২৮ তারিখ জেলার মাটিয়ালি এবং ময়নাগুড়ি ব্লকে এই ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার উদ্বোধন করব।
>
> **তেজস্বী রানা**
> *অতিরিক্ত জেলা শাসক*

বিতর্কে গোল্ডেন বাবা

মালবাজার, ২৫ নভেম্বর : দিনদুপুরে সোনার অলংকার পরে ঘোরেন তিনি। দামি গাড়ি চড়ার শখ তাঁর। মালবাজার শহরের স্টেশন রোড সংলগ্ন এলাকার গৌতম রায়কে কেউ 'গুরুজি', আবার কেউ 'গোল্ডেন বাবা' বলে ডাকেন। অনেকের কাছে তিনি নিজেকে অসীম আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী বলে দাবি করতেন। গৌতম রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি বিদেশের এক ভক্তকে ভুল বুঝিয়ে তিনটি গাড়ি দান হিসেবে নিয়েছিলেন। বিদেশের সেই ভক্ত গাড়ি ফেরত চেয়ে মালবাজার থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। সোমবার পুলিশ 'বাবা'র দুটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে। গৌতম রায়ের পালটা অভিযোগ, 'অভিযোগকারী নিজের আয়ের উৎস গোপন রাখতে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে গাড়িগুলো দান করেছেন।'

হামলার অভিযোগ

কিশনগঞ্জ, ২৫ নভেম্বর : কাউন্সিলারের স্বামীর ওপর হামলার অভিযোগ উঠল অপর কাউন্সিলারের প্রতিনিধির বিরুদ্ধে। শনিবার সন্ধ্যায় কিশনগঞ্জে ঘটনাটি ঘটেছে। সোমবার সন্ধ্যায় এবিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগ, শনিবার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রুমকি সরকারের স্বামী আশুতোষ সরকারের ওপর হামলা চালান ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের প্রতিনিধি পারভেজ আলম গুড্ডু। সূত্রের খবর, রাজনৈতিক কারণেই এই বিবাদ। এদিন আশুতোষ সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্ত কোনও মন্তব্য করেনি। অন্যদিকে, পুরসভার চেয়ারম্যান ইন্দ্রদেব পাসোয়ানেরও কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

দেহ ফেরত

প্রথম পাতার পর

তদারকিতে সৎকার করতে হবে। কিন্তু এই নিয়মের জাঁতাকলে গত অগাস্ট মাস থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের মর্গে বেওয়ারিশ মরদেহ জমছে। বর্তমানে সংখ্যাটা ৬০ ছুঁইছুঁই। এই পরিস্থিতির মধ্যে নতুন করে আর বেওয়ারিশ মরদেহের ময়নাতদন্ত করতে চাইছে না উত্তরবঙ্গ মেডিকেল। সেইজন্য পুলিশের নিয়ে আসা মরদেহগুলি ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

একটি থানার এমনই একটি মরদেহ উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের মর্গ ফেরত পাঠানোয় গাড়িভাড়া করে সেটিকে জলপাইগুড়ি মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেও একই অবস্থা। ফলে সেখান থেকেও ময়নাতদন্ত না করেই দেহ ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার কী করণীয়, সেই প্রশ্ন তুলছে বিভিন্ন থানার পুলিশ।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ কল্যাণ খান বলছেন, 'আমাদের এখানে ৩৫টি বেওয়ারিশ মরদেহ জমে রয়েছে। এগুলি সৎকার করা নিয়ে অনেক জায়গায় দরবার করছি। খুব দ্রুত দেহগুলি একসঙ্গে সৎকার হয়ে যাবে বলে আশ্বাস পেয়েছি। সেগুলি সৎকার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পক্ষেও বেওয়ারিশ দেহ রাখা সম্ভব হচ্ছে না।'

অজি 'দুর্গে' তেরঙা

প্রথম পাতার পর

অপেক্ষা ছিল শুধু সাত উইকেটের। গতকালের ১২/৩ থেকে শুরু করে আজ দ্রুত প্যাভিলিয়নে ফিরে যান অজি ওপেনার উসমান খোয়াজা (৪)। স্টিভেন স্মিথও (১৭) রান পাননি। গড়তে পারেননি প্রতিরোধ। একমাত্র ট্রাভিস হেড (৮৯) পালটা লড়াইয়ের একটা মঞ্চ গড়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেখানেও বুমরাহ। ভারত অধিনায়কের ব্যাক অফ লেংথ ডেলিভারি হেডের ব্যাটের কানা ছুঁয়ে ঋষভ পন্থের গ্লাভসে জমা পড়তেই 'ইয়েস' বলে যে চিৎকারটা করে উঠেছিলেন বুমরাহ, তার মধ্যে মিশে ছিল যন্ত্রণা, না পাওয়ার হতাশাও। ইংল্যান্ডে গত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল, দেশের মাঠে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনাল- সবসময়ই হেডের ব্যাট ভারতের জন্য হতাশা নিয়ে হাজির হয়েছিল। অপটাসের মাঠে আজ 'শাপমোচনও' হল টিম ইন্ডিয়ার।

বাকিটা অজি ব্যাটিংয়ের আয়ারাম-গয়ারামের কাহিনী। যার চিত্রনাট্য আগেই তৈরি হয়েছিল। আজ শুধু বাস্তব হল। স্যর ডনের দেশে ভারতীয় ক্রিকেট দলের টেস্ট জয়ের বেশ কিছু নজির রয়েছে। কিন্তু আক্ষরিক অর্থে আজকের ২৯৫ রানের ব্যবধানে জয়টা স্পেশাল। যার পিছনে রয়েছে বিস্তর ক্রিকেটীয় যুক্তি। এক, অধিনায়ক রোহিত শর্মা ছিলেন না। ফলে নয়া ওপেনিং জুটির উপর ভারতকে নির্ভর করতে হয়েছিল। দুই, অপটাস টেস্ট শুরুর দুই দিন আগে অনুশীলনে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ভেঙে যায় শুভমান গিলের। ফলে তিন নম্বরে দেবদত্ত পাডিক্কালকে খেলানোর সিদ্ধান্ত ছিল জুয়াখেলা। তিন, রবিচন্দ্রন অশ্বীন-রবীন্দ্র জাদেজার মতো সফল ও অভিজ্ঞদের বসিয়ে ওয়াশিংটন সুন্দরকে খেলানোর কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া বাস্তবে সহজ ছিল না। ম্যাচের ফল বলছে, গম্ভীর-বুমরাহর সিদ্ধান্ত সঠিক। চার, হর্ষিত রানা ও নীতীশকুমার রেড্ডি, দুই অনভিজ্ঞকে একসঙ্গে টেস্ট অভিষেক করানোটাও ছিল ঝুঁকির। এখানেও সফল ভারত। শুধু সফল বললে ভুল হবে, প্যাট কামিন্সদের সংসারে এখন ত্রাসের নাম টিম ইন্ডিয়া। আরও স্পষ্ট করে বললে, বুমরাহ।

কথায় বলে, সকাল দেখলে নাকি বোঝা যায় বাকি দিনটা কেমন যাবে। পারথ টেস্টের আসরে এমন আপ্তবাক্য বেমানান। যশস্বী জয়সওয়ালের মায়াবী শতরান, লোকেশ রাহুলের ফর্মে ফেরা, বিরাট কোহলির প্রত্যাবর্তন, হর্ষিত-নীতীশদের আগ্রাসী ক্রিকেটের পাশে বুমরাহ ম্যাজিক- পারথ টেস্টে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে মণিমুক্তোর অভাব নেই। এমন দাপুটে, মায়াবী ও স্বপ্নের জয় টিম ইন্ডিয়াকে বাকি সিরিজে কোন পথে নিয়ে যায়, এখন অপেক্ষা সেটারই। অধিনায়ক রোহিতের জন্যও থাকবে চাপ।

সতীর্থ বুমরাহ দারুণভাবে দল পরিচালনা করে তাঁর অধিনায়ককেই যে চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে দিয়েছেন।

অতুল কীর্তি রাখলেন রাজ্যপাল

প্রথম পাতার পর

রাজ্যপাল হয়ে এ রাজ্যে আসার পর নেহাত কম কীর্তি গড়েননি আনন্দ বোস। তাঁর পূর্বসূরির মতোই নির্বাচিত রাজ্য সরকারের সঙ্গে পদে পদে ঝগড়া বাধানো তো ছিলই, সেইসঙ্গে সেসব নিয়ে আদালত পর্যন্ত দৌড়ানোও দেখেছি আমরা। উপাচার্য নিয়ে টানাটানি পৌঁছেছে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। তা নিয়ে রাজভবনের জেদে রীতিমতো অচল অবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। সেই এপি শর্মার সঙ্গে বাম সরকারের যুদ্ধেরও কয়েকগুণ বেশি চলছে তৃণমূল সরকারের সঙ্গে আনন্দ বোসের লড়াই। শেষমেশ হাইকোর্টের গুঁতোয় পিছু হটতে হয়েছে তাঁকে।

অবশ্য মোদির আমলে সব রাজ্যের রাজ্যপালদের একই ভূমিকা। যে কোনওভাবে বিরোধী সরকারগুলোকে নাজেহাল করতে হবে। আনন্দ বোস বা বাদ যাবেন কেন। তিনি নাকি মোদির খাস লোক। তিনিও দিল্লির দমে চলেছেন বলতে গেলে প্রায় গোড়া থেকেই।

যেমন ধরুন, নতুন বিধায়কদের শপথ। তা নিয়েও অকারণ জেদাজেদি। যেন এখানকার সরকারকে শিক্ষা দিতে নিজের ক্ষমতা জাহির করা। শেষে তাঁকে বাদ দিয়েই বিধায়কদের শপথ হয়ে গিয়েছে বিধানসভায়, বরাবর যে কাজটি করে এসেছেন স্পিকারই। এছাড়া নিয়ম করে তিনি বলে চলেছেন, এ রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার বারোটা বেজেছে। প্রথম দিকে এ নিয়ে লেখালেখি হলেও এখন আর কেউ বিশেষ পাত্তা দেয় না। এমনকি ধনকরের আমলে যে বিজেপির নেতারা রাজভবনকে প্রায় নিজেদের পার্টি অফিস বানিয়ে ফেলেছিলেন, তাঁরাও আর পারতপক্ষে ও পথে মাড়ান না। তবে তাঁকে দমাবে কে? মাঝে মাঝেই তিনি রাজভবনে নানা নামের কন্ট্রোল রুম খুলে নানা মাপের হুংকার দিয়ে থাকেন।

তবে অন্যদের তিনি ছাপিয়ে গিয়েছেন অন্য জায়গায়। এই প্রথম এ রাজ্যে কোনও রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। সংবিধানের রক্ষাকবচ থাকায় পুলিশ এগোতে পারেনি বটে, অভিযোগকারিণীর অভিযোগ রয়ে গিয়েছে। এও এক অতুল কীর্তি বটে। তিনিই প্রথম যাঁর ভয়ে মহিলারা রাজভবনে যেতে চান না বলে অভিযোগ করেছেন রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী।

নিজের মূর্তি বসানোর পিছনে ঠিক কোন ভাবনা কাজ করেছে কে জানে। সব কাগজে তাঁর কাণ্ড নিয়ে সচিত্র খবর ছাপার পর ব্যাপক খিল্লি হতে রাজভবন থেকে মৃদু প্রতিবাদ এসেছে, ওই মূর্তি রাজ্যপাল অর্ডার দেননি। ওটা জাদুঘরের শিল্পীর করা। তাঁকে উপহার দেওয়া হয়েছে মাত্র। সেইসঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন থেকে রাজ্যের সরকারের সঙ্গে তিনি ভালো সম্পর্ক রেখে চলবেন।

বিরাটকে ভারতের প্রয়োজন : বুমরাহ

পারথ, ২৫ নভেম্বর : যশস্বী জয়সওয়াল দুর্দান্ত প্রতিভা। এখনও পর্যন্ত ওর কেরিয়ারের সেরা ইনিংসটা খেলল পারথে। যশস্বী আগামীর তারকাও।

বিরাট কোহলির আমাদেরকে প্রয়োজন নেই। কিন্তু ভারতের প্রয়োজন বিরাটকে। ওর ফর্মে ফিরে শতরানের মধ্যে আরও সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে।

পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে ২০১৮ সালে টেস্ট খেলেছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই জানতাম, এখানে খেলা এগিয়ে চলার সঙ্গে পিচ নরম হয়ে ব্যাটিং সহায়ক হয়ে যায়। অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে আমাদের।

প্রথম ইনিংসে শুরুটা ভালো হয়নি আমাদের। তৈরি হয়েছিল চাপও। কিন্তু পরিস্থিতির সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিয়ে ছন্দে ফিরেছি আমরা। ম্যাচটাও জিতেছি। সতীর্থদের নিয়ে আমি গর্বিত।

বক্তার নাম ভারত অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরাহ। পারথ টেস্টের ম্যান অফ দ্য ম্যাচও তিনিই। প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়া শিবিরে আতঙ্ক তৈরি করেছিলেন তিনি। এমন ধাক্কা দিয়েছিলেন ১৫০ রানের পুঁজি নিয়ে, যেখান থেকে আর ম্যাচে ফিরতে পারেননি প্যাট কামিন্সরা। ২৯৫ রানের বড় ব্যবধানে পারথ টেস্ট জিতে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে অধিনায়ক বুমরাহ এক অন্য ভারতীয় দলের সন্ধান দিয়েছেন। যার ইউএসপি হল আদ্যন্ত সুখী এক পরিবার। বুমরাহর কথায়, 'প্রথম ইনিংসটা ভালো যায়নি আমাদের। মাত্র ১৫০ রানে অলআউট হয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিলাম। সেখান থেকেই দল হিসেবে আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি। পারথ টেস্টের সাফল্যে দলের সবারই অবদান রয়েছে। এই দল ও সতীর্থদের নিয়ে আমি গর্বিত।'

পারথ টেস্টে আট উইকেট দখল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন ভারত অধিনায়ক বুমরাহ। এই সম্মান পেতে পারতেন যশস্বী অথবা কোহলিও। বাস্তব সম্পর্কে প্রবলভাবে সচেতন অধিনায়ক বুমরাহ তাঁর দলের দুই সদস্যকেই প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। বিশেষ করে যশস্বীর মতো তরুণ প্রতিভাবে টিম ইন্ডিয়ার আগামীর তারকা তকমা দিয়ে বুমরাহ বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ারের শুরুটা দুর্দান্ত করেছে যশস্বী। সোজাসুজি বলছি, এখনও পর্যন্ত যে কয়টি ইনিংস ও খেলেছে, তার মধ্যে সেরা হল পারথের ১৬১। ওর ভয়ডরহীন আগ্রাসী মানসিকতার পাশে শেখার প্রবল ইচ্ছা যশস্বীকে ভিন্ন স্তরে নিয়ে যাচ্ছে। আমি নিশ্চিত, আগামীর তারকা যশস্বীর ব্যাটে এমন আরও অনেক ইনিংস আমরা দেখব।' জয়সওয়ালের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার কোন পথে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে বুমরাহ মজেছেন বিরাট বন্দনাতেও।

> আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ারের শুরুটা দুর্দান্ত করেছে যশস্বী। সোজাসুজি বলছি, এখনও পর্যন্ত যে কয়টি ইনিংস ও খেলেছে, তার মধ্যে সেরা হল পারথের ১৬১। ওর ভয়ডরহীন আগ্রাসী মানসিকতার পাশে শেখার প্রবল ইচ্ছা যশস্বীকে ভিন্ন স্তরে নিয়ে যাচ্ছে। আমি নিশ্চিত, আগামীর তারকা যশস্বীর ব্যাটে এমন আরও অনেক ইনিংস আমরা দেখব।
>
> **জসপ্রীত বুমরাহ**

দীর্ঘসময় রানের মধ্যে ছিলেন না প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। সমালোচনাও চলছিল কোহলিকে নিয়ে। অপটাস স্টেডিয়ামে টেস্ট কেরিয়ারের ৩০ নম্বর শতরান করে বিরাট প্রমাণ করেছেন, তাঁর মধ্যে এখনও অনেক ক্রিকেট বাকি রয়েছে। বুমরাহও এমনটাই মনে করেন। ভারত অধিনায়কের কথায়, 'আমি আগেও বলেছি, আজ আবারও বলছি, বিরাটের আমাদেরকে প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমাদের, ভারতের বিরাটকে প্রয়োজন রয়েছে।' কোহলি বন্দনায় মজে বুমরাহ আরও বলেছেন, 'বিরাট ফর্মে নেই, ছন্দ পাচ্ছে না, এমন কথা আমি বহুবার শুনেছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, নেটে ওর বিরুদ্ধে বোলিংয়ের সময় আমার একবারও মনে হয়নি কোহলি ফর্মে নেই। শুধু ম্যাচে রান আসছিল না। পারথে সেই রানটা পেয়ে গিয়েছে ও। তাছাড়া চার-পাঁচবার অস্ট্রেলিয়া সফরের অভিজ্ঞতা রয়েছে কোহলির। ওর এই অভিজ্ঞতা আমাদের দলের সম্পদ।'

পারথ টেস্টে অভিষেক হওয়া নীতীশকুমার রেড্ডি, হর্ষিত রানাদেরও প্রশংসা করেছেন বুমরাহ। বলেছেন, 'কঠিন পরিস্থিতিতে চাপের মধ্যে আমরা দল হিসেবে পারফর্ম করেছি। আর সেই পারফরমেন্সে হর্ষিত-নীতীশদের মতো অনভিজ্ঞদেরও সমান অবদান রয়েছে।' ২০১৮ সালে পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে টেস্ট খেলেছিলেন বুমরাহ। সেই টেস্টে ভারত হেরেছিল। তবে ছয় বছর আগের অভিজ্ঞতা এবার কাজে দিয়েছে বলে জানাচ্ছেন বুমরাহ। তাঁর কথায়, 'ছয় বছর আগে এখানে টেস্ট খেলেছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা থেকে জানতাম, খেলা গড়ানোর সঙ্গে উইকেট নরম হবে। বলের গতির হেরফেরও বোঝা যাবে।'

ট্রাভিস হেডকে আউট করে উচ্ছ্বাস জসপ্রীত বুমরাহর। সোমবার পারথে।

নজরে পরিসংখ্যান

১ ভারত প্রথম দল যারা পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়াকে টেস্টে হারাল।

১৫০ পারথে ভারতের প্রথম ইনিংসের স্কোর। অতীতে দুইবার এর চেয়ে কম প্রথম ইনিংসের স্কোর নিয়ে ভারত টেস্ট জিতেছিল।

২৯৫ পারথে ভারতের জয়ের ব্যবধান। প্রথম ইনিংসে ১৫০ বা তার কমে গুটিয়ে যাওয়ার পর রানের নিরিখে যা টেস্টে দ্বিতীয় বৃহত্তম।

৩ অ্যাওয়ে টেস্টে পারথের জয় ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম। এর আগে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে জয় (৩১৮ রান, ২০১৯) ও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জয় (৩০৪ রান, ২০১৭)।

৯.০০ পারথ টেস্টে জসপ্রীত বুমরাহর বোলিং গড়। অ্যাওয়ে টেস্টে ম্যাচে ৮ বা তার বেশি উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে যা তৃতীয় সেরা।

৫ টেস্টে পঞ্চমবার ১০০-র কম রান খরচ করে ম্যাচে ৮ বা তার বেশি উইকেট নিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। ভারতীয়দের মধ্যে এই তালিকায় শীর্ষে রবিচন্দ্রন অশ্বীন (৭ বার)।

ভারতীয় অধিনায়কদের সেরা বোলিং ফিগার (টেস্টে)

বোলিং ফিগার	ক্রিকেটার	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
১৩৫/১০	কপিল দেব	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	আহমেদাবাদ	১৯৮৩
১৯৪/১০	বিষেণ সিং বেদি	অস্ট্রেলিয়া	পারথ (ওয়াকা)	১৯৭৭
৭০/৯	বিষেণ সিং বেদি	নিউজিল্যান্ড	চেন্নাই	১৯৭৬
৭২/৮	জসপ্রীত বুমরাহ	অস্ট্রেলিয়া	পারথ (অপটাস)	২০২৪
১০৯/৮	কপিল দেব	অস্ট্রেলিয়া	অ্যাডিলেড	১৯৮৫

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের বৃহত্তম জয় (রানের নিরিখে)

ব্যবধান	স্থান	সাল
৩২০	মোহালি	২০০৮
২৯৫	পারথ	২০২৪
২২২	মেলবোর্ন	১৯৭৭
১৭৯	চেন্নাই	১৯৯৮
১৭২	নাগপুর	২০০৮

ওড়ালেন হ্যাজেলউডের অভিযোগ

ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি কামিন্সের

পারথ, ২৫ নভেম্বর : অভিযোগ সাংঘাতিক। আর সেই অভিযোগ করেছেন তাঁরই সতীর্থ। যা নিয়ে অজি সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে ক্রিকেট দুনিয়া-সর্বত্রই হইচই শুরু হয়েছে। গতকাল পারথ টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলার শেষে অজি জোরে বোলার জোশ হ্যাজেলউড সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বিরাট কোহলি, যশস্বী জয়সওয়ালদের প্রশংসা করার পাশে দলের অন্দরে 'গ্রুপবাজির' অভিযোগ এনেছিলেন। আজ টিম ইন্ডিয়ার কাছে ২৯৫ রানে টেস্ট হারের পর হ্যাজেলউডের অভিযোগ বাড়তি গুরুত্ব পেয়ে গিয়েছে।

যদিও অধিনায়ক প্যাট কামিন্স সতীর্থের এমন অভিযোগকে একেবারেই পাত্তা দেননি। বরং বিষয়টিকে তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন। একইসঙ্গে ৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলা অ্যাডিলেডে গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট থেকেই অস্ট্রেলিয়ার ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কামিন্সের এমন মন্তব্যের পরও স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের অবাক করা আত্মসমর্পণের পর সমালোচনার ঝড় বইছে। রবি শাস্ত্রী, মাইকেল ভনদের মতো প্রাক্তনরাও অবাক অজি শিবিরের অন্দরের এমন খবর সামনে আসায়। বাইরের দুনিয়ায় যাই চলুক না কেন, সেই সবকে একেবারেই পাত্তা দিচ্ছেন না অজি অধিনায়ক। কামিন্সের কথায়, 'এমন অভিযোগের বিষয়ে জানা নেই আমার। মনে হয় না দলের অন্দরে কোনও সমস্যা রয়েছে বলে। দল হিসেবে আমরা যথেষ্ট ভালো। কোর গ্রুপটাও দীর্ঘদিনের। সকলের পারস্পরিক বোঝাপড়াও ভালো। সেখানে কোনও সমস্যার প্রশ্নই আসে না।'

বাস্তবে কামিন্সদের অন্দরমহলের ছবিটা ঠিক কেমন, গ্রুপবাজির মতো সাংঘাতিক পরিস্থিতি সেখানে রয়েছে কিনা, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে পারথ টেস্টে হারের পর অধিনায়ক কামিন্স বাকি সিরিজে নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অজি অধিনায়কের কথায়, 'পারথ টেস্টে একেবারেই ভালো করতে পারিনি আমরা। ক্রিকেটের সব বিভাগে ভারত আমাদের টেক্কা দিয়েছে। ব্যাটিং নিয়ে অবশ্যই উদ্বেগের জায়গা রয়েছে। বাকি সিরিজে অবশ্যই ঘুরে দাঁড়াব আমরা। নতুনভাবে শুরু করতে হবে সব কিছু।' অ্যাডিলেডে ৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। তার আগে কামিন্সদের প্রথম একাদশে একাধিক পরিবর্তনের দাবি উঠছে। ফর্মে না থাকা মার্নাস লাবুশেনকে বসানো, ওপেনিং জুটি পরিবর্তন করা-এমন নানা জল্পনার কথা শোনা যাচ্ছে। অধিনায়ক কামিন্স এখনই এসব নিয়ে ভাবছেন না। তাঁর কথায়, 'মাঠে সবসময় সবকিছু পরিকল্পনা মতো চলে না। আমাদের ব্যাটিংও পারথে ভালো হয়নি। দ্বিতীয় টেস্টের আগে এখনও সময় রয়েছে আমাদের হাতে। মাঝের সময়ে দল হিসেবে নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস রয়েছে আমাদের।'

অস্ট্রেলিয়াকে ২৯৫ রানে হারানোর পর পরস্পরকে অভিনন্দন টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের। পারথে সোমবার। ছবি : এএফপি

> মাঠে সবসময় সবকিছু পরিকল্পনা মতো চলে না। আমাদের ব্যাটিংও পারথে ভালো হয়নি। দ্বিতীয় টেস্টের আগে এখনও সময় রয়েছে আমাদের হাতে। মাঝের সময়ে দল হিসেবে নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস রয়েছে আমাদের।
>
> **প্যাট কামিন্স**

গ্রীষ্মের শুরুটা ভালো হয়নি কামিন্সদের। টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ হারের হ্যাটট্রিকের আতঙ্ক যেমন চেপে বসেছে দলের অন্দরে, তেমনই ব্যাটাররা আরও দায়িত্ব নিয়ে ব্যাটিং করতে না পারলে সত্যিই সমস্যা বাড়বে অজিদের। অধিনায়ক কামিন্স তাঁর দলের ব্যাটারদের ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, 'একটা টেস্ট ম্যাচের পর সবসময় মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। এই মূল্যায়ন বলছে, আমরা ব্যাট করতে পারিনি সঠিকভাবে। এই সমস্যা দ্রুত কাটিয়ে উঠতে হবে আমাদের। দল হিসেবে ঘুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জটা নিচ্ছি আমরা।' এদিকে, ডেভিড ওয়ার্নার আজ কামিন্সদের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছেন, হ্যাজেলউডের মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া দলের অন্দরে কোনও সমস্যা নেই।

জয়ের পর দলের সাপোর্ট স্টাফের পিঠ চাপড়ে দিলেন রোহিত শর্মা।

গোলাপি বলে প্রস্তুতি রোহিতের

পারথ, ২৫ নভেম্বর : গতকালই তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন পারথে।

ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার পারথে পা রাখার দিনই অপটাস স্টেডিয়ামে টেস্ট জয়ের মঞ্চটা গড়ে ফেলেছিল জসপ্রীত বুমরাহর ভারত। আজ মাঠে হাজির হয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক।

দলের সাজঘরে বসে যেমন বিরাট কোহলিদের দুর্দান্ত জয়ের সাক্ষী থাকলেন রোহিত, তেমনই পারথের নেটে অনুশীলনও শুরু করে দিলেন। তাও আবার গোলাপি বলে। অপটাস টেস্টের চতুর্থ দিনের মধ্যাহ্নভোজের সময় দলের কয়েকজন সাপোর্ট স্টাফ ও জনাকয়েক নেট বোলারকে নিয়ে মূল স্টেডিয়ামের পিছনে থাকা নেটে হাজির হয়েছিলেন হিটম্যান। প্রথমে থ্রো ডাউন নিলেন। পরে পেসার ও স্পিনারদের বিরুদ্ধে গোলাপি বলে অন্তত ৪৫ মিনিট ব্যাটিং চর্চা করেন ভারত অধিনায়ক। অনুশীলনে তাঁকে বেশ ফুরফুরে মেজাজে দেখিয়েছে। বাড়তি সুইংয়ের কাঁটা থাকা গোলাপি বলের মোকাবিলা করতে খুব একটা সমস্যায় পড়তে আজ দেখা যায়নি রোহিতকে। ভারতীয় দলের একটি বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, পারথ পৌঁছানোর আগে মুম্বইয়ের বান্দ্রা-কুরলা কমপ্লেক্সের মাঠেও গোলাপি বলে অনুশীলন করেছেন রোহিত। যদিও মুম্বইয়ে অনুশীলন করা আর অস্ট্রেলিয়ায় হাজির হয়ে গোলাপি বলে খেলা, এক বিষয় নয়। জানা গিয়েছে, আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে ক্যানবেরার মানুকা ওভালে গোলাপি বলে টিম ইন্ডিয়ার যে অনুশীলন ম্যাচ রয়েছে ভারতের, সেখানে খেলবেন রোহিত। তিনিই দলকে নেতৃত্ব দেবেন।

যশস্বীর অর্থে তৈরি হচ্ছে আরও 'যশস্বী'

সঞ্জীব দত্ত

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : স্বপ্ন দেখলে বড় করে দেখো।

কখনও হাল ছেড়ো না। ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। কথাগুলি বলা যতটা সহজ, করে দেখানো ততটাই কঠিন। গত কয়েক বছরে ক্রিকেট কেরিয়ারের একের পর এক সিঁড়ি চড়তে চড়তে সেটাই প্রমাণ করে দেখাচ্ছেন যশস্বী জয়সওয়াল।

ম্যাজিক বজায় থাকবে, দাবি কোচের

মাত্র ৯ বছর বয়সে ছোট্ট ক্রিকেট কিটসের ব্যাগ নিয়ে মুম্বই পাড়ি দিয়েছিলেন। মাকে বলেছিলেন ক্রিকেটার হতে যাচ্ছি। অচেনা শহর। কিন্তু স্বপ্নপূরণের জেদ। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম দেখিয়ে বন্ধুদের বলেছিলেন, একদিন ওখানে খেলবেন। ছোট্ট থেকে নিজের জন্য লক্ষ্য রেখেছেন। আর লক্ষ্যপূরণের জন্য ঘাম ঝরিয়েছেন।

মুম্বইয়ের অন্ধকার, ভাঙাচোরা ক্লাব টেন্টে রাতের পর রাত কাটিয়েছেন। কোনও কোনও দিন অর্ধাহারে কেটেছে। পরিবার থেকে দূরে। স্বপ্নটাকে কিন্তু মরতে দেননি যশস্বী জয়সওয়াল। পারথের অপটাস স্টেডিয়াম বাইশ বছরের তরুণ তুর্কির আরও এক স্বপ্ন পূরণের সাক্ষী হয়ে থাকল।

কোচ জোয়ালা সিংয়ের সঙ্গে যশস্বী জয়সওয়াল। -ফাইলচিত্র

শুধু নিজের লক্ষ্যপূরণ নয় স্বপ্ন দেখাচ্ছেন আরও একঝাঁক আগামীর প্রতিভাকেও। আজাদ ময়দানের অন্ধকার ভাঙাচোরা ক্লাব তাঁবু থেকে নিজের বাড়িতে যশস্বীকে নিয়ে গিয়েছিলেন কোচ-মেন্টর জোয়ালা সিং।

আজ যশস্বীই কোচকে বিশাল ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছেন! যেখানে বড় হচ্ছেন আরও একঝাঁক আগামীর ক্রিকেটার। প্রিয় ছাত্রের আর্থিক সাহায্যে দেশকে আরও অনেক 'যশস্বী' উপহার দিতে ঘাম ঝরাচ্ছেন জোয়ালা।

যশস্বী শুধু তাই জীবন যুদ্ধে জিতে সাফল্যের চূড়োয় পৌঁছোনোর গল্প নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। সবে বাইশে পা। অথচ, নিজের সমবয়সিদের ক্রিকেটার হয়ে ওঠার স্বপ্নপূরণে ইন্ধন জোগাচ্ছেন। অর্থের ঝাঁপি নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন! দিয়েছেন মাথার ওপর ছাদ। খেলার সামগ্রী, খাবার।

তারুণ্যের তেজ, সাফল্যের খিদে, পরিণত মস্তিষ্ক-বাইশেই আগামীর 'কিং' হয়ে ওঠার আস্ফালন। সুনীল গাভাসকারের কথায়, আগামীদিনে গোটা ক্রিকেট বিশ্বকে পদানত করবে। বাইশ গজেই শুধু নয়, মাঠের বাইরেও যথার্থ অর্থেই 'রাজা' যশস্বী।

অন্ধকার থেকে আলোয় পা রেখেও কঠিন সময় ভুলে যাননি। ভুলে যাননি নিজের মতো ঘরবাড়ি ছেড়ে মুম্বইয়ের আজাদ ময়দানের ক্লাবতাঁবুতে রাত কাটানো খুদে ক্রিকেটারদের যন্ত্রণা। মানুষ যশস্বীও তাই স্পেশাল জোয়ালা, তার ক্রিকেট-কোচিংয়ের ছাত্রদের কাছে।

যশস্বীর কোচ নিজেও গত নয়ের দশকে একই স্বপ্ন নিয়ে পা রেখেছিলেন বলিউড নগরীতে। সফল হননি। অপূর্ণ স্বপ্নটাকে যশস্বীর মাধ্যমে পূরণের নেশা চেপে বসে। লক্ষ্যপূরণ কোচ-ছাত্রের।

২০১৩ সালে প্রথম দেখা নাটকীয়ভাবে। আজাদ ময়দানে ছোটদের খেলার মাঝে রীতিমতো হইচই। একজন ব্যাটারের দাবি, জঘন্য পিচ, ব্যাটিং অসম্ভব। সেই উইকেটে ছোট্ট একটা রোগাপাতলা ছেলেকে বোলারদের ওপর ছড়ি ঘোরাতে দেখে জোয়ালা প্রতিভার গন্ধ পেয়ে গিয়েছিলেন।

> অত্যন্ত পরিণত ইনিংস যশস্বীর। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ওপেনিং জুটি সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। নতুন বলে যেভাবে বোলারদের শাসন করল, ওখানেই ইনিংসের টেম্পো তৈরি করে দিয়েছে।
>
> **জোয়ালা সিং**
> যশস্বী জয়সওয়ালের কোচ

বাকিটা ইতিহাস। ক্লাব টেন্ট থেকে বছর দশেকের ছেলেটাকে সঙ্গে করে নিজের বাড়িয়ে নিয়ে যান। যশস্বী হয়ে ওঠে পরিবারের একজন। শুরু হয় নতুন লড়াই। যশস্বীর খিদেটা উসকে দিয়েছিলেন জোয়ালা। যশস্বীর ঠিকানা বদলেছে। বাবা-মায়ের জন্য কিনেছেন বিলাসবহুল ঘর। স্যরের জন্যও। যে ছাদের তলায় আরও একঝাঁক 'যশস্বী' তৈরির কাজ চলছে।

আপাতত প্রিয় ছাত্রের পারথ-কীর্তির উচ্ছ্বাসে ভাসছেন যশস্বীর কোচ। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে জোয়ালা বলেছেন, 'অত্যন্ত পরিণত ইনিংস। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ওপেনিং জুটি সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। নতুন বলে যেভাবে বোলারদের শাসন করল, ওখানেই ইনিংসের টেম্পো তৈরি করে দিয়েছে।'

যশস্বীই ম্যাচের সেরা, জসপ্রীত বুমরাহর যে বক্তব্য ছুঁয়ে গিয়েছে। জোয়ালার যুক্তি, তরুণ সতীর্থকে উৎসাহ জোগাতে বলেছেন। প্রথম দিনে বুমরাহর স্বপ্নের স্পেলই ভারতকে ম্যাচে ফেরায়। যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে অজিদের নাগালের বাইরে ম্যাচ নিয়ে গিয়েছে যশস্বী। কোচের বিশ্বাস, পারথে শুরু, বাকি সিরিজেও জারি থাকবে যশস্বী-ধামাকা। যা অনুপ্রেরণা জোগাবে তাঁর বাকি ছাত্রদের।

সামি-করণে সহজ জয় বাংলা দলের

হায়দরাবাদ-১৩৭ বাংলা-১৩৮/২

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : বল হাতে ভাঙলেন মহম্মদ সামি (২১/৩)। দোসর হিসেবে পাশে পেলেন অলরাউন্ডার করণ লালকে (৩০/২ ও ৪৬)। মূলত এই দুইজনের জন্যই রাজকোটের এসসিএ স্টেডিয়ামে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় ম্যাচে অনায়াস জয় পেল বাংলা।

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি

টসে জিতে তিলক ভার্মার (৪৪ বলে ৫৭) হায়দরাবাদকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন বাংলার অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি (২৩)। বোলারদের দাপটে ১৮.৩ ওভারে ১৩৭ রানে শেষ হয়ে যায় হায়দরাবাদের ইনিংস। সামি-করণ ছাড়াও বল হাতে সফল কণিষ্ক শেঠ (২২/১) ও শাহবাজ আহমেদ (১৪/২)। হায়দরাবাদ দখলের পর রাতের দিকে রাজকোট থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'দুর্দান্ত একটা ম্যাচ জিতলাম আমরা। দলের সকলের অবদান রয়েছে সাফল্যে। যদিও আমাদের পথ চলার এখনও অনেক বাকি।'

অলরাউন্ড দক্ষতায় ম্যাচ জয়ের পরই চমক দিয়েছেন সামি। বাংলা বনাম হায়দরাবাদ ম্যাচের শেষে স্থানীয় ক্রিকেট প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে আলাদাভাবে নেট করেন তিনি। বাংলার কোচ শিবশংকর পাল ও বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ফিজিয়ো নীতিন প্যাটেলকে সঙ্গে নিয়ে নেটে লাল বলে অন্তত ৫০টি ডেলিভারি করেছেন সামি। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'সামি যা ছন্দে রয়েছে ওর অস্ট্রেলিয়া যাওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা। পারথ টেস্টে ভারতের দুর্দান্ত জয় ওকে নতুনভাবে তাতিয়ে দিয়েছে।' সামি কবে স্যর ডনের দেশে উড়ে যাবেন, এখনও স্পষ্ট নয়। আপাতত খবর, মুস্তাক আলিতে বাংলার হয়ে জোড়া ম্যাচ খেলার পর আরও কয়েকটি ম্যাচ খেলার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর।

> সামি যা ছন্দে রয়েছে ওর অস্ট্রেলিয়া যাওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা। পারথ টেস্টে ভারতের দুর্দান্ত জয় ওকে নতুনভাবে তাতিয়ে দিয়েছে।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

সেটপিসে জোর চেরনিশভের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। একে একে বাসে উঠছেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবলাররা। সবার শেষে ড্রেসিংরুম থেকে বের হলেন দলের নির্ভরযোগ্য স্ট্রাইকার কার্লোস ফ্র্যাঙ্কা। বাসে ওঠার আগে বলে গেলেন, 'বেঙ্গালুরু কঠিন প্রতিপক্ষ। তবে এই ম্যাচ জিততে হবে।' মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ম্যাচের পর থেকেই সাদা-কালো শিবিরের পারফরমেন্সের গ্রাফ নিম্নমুখী। বুধবার ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরু এফসি। জিততে না পারলে চাপ আরও বাড়বে। তাই সোমবার অনুশীলনে বাড়তি তাগিদ দেখা গেল মহমেডান ফুটবলারদের মধ্যে।

এদিন অনুশীলন শুরুর দিকে পাসিং ফুটবলের দিকে জোর দেন কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। পরে দীর্ঘক্ষণ সেটপিস অনুশীলন করান তিনি। বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে সেটপিসই তাঁর হাতিয়ার হয়ে উঠতে চলেছে। সোমবার অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন আর্জেন্টাইন তারকা অ্যালেক্সিস গোমেজ। তিনি পুরোদমে অনুশীলন করলেন। সেটপিস অনুশীলনের সময় বেশ কয়েকবার ফ্রি-কিক থেকে গোল করতে দেখা গেল তাঁকে।

প্রায় সুস্থ হয়ে উঠলেও বেঙ্গালুরু ম্যাচে খেলবেন না জোসেফ আদজেই। একেবারে জামশেদপুর এফসি ম্যাচ থেকে এই আফ্রিকান ডিফেন্ডারকে পাওয়া যাবে বলে মনে করছে টিম ম্যানেজমেন্ট। বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে জোসেফ না থাকায় রক্ষণ নিয়ে বেশ চাপে থাকতে হবে মহমেডানকে। তবে মহমেডান স্ট্রাইকার সিজার মানঝোকি বলেছেন, 'এই পরিস্থিতি ফুটবলে স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে ওকে ছাড়া মাঠে নামতে আমরা তৈরি আছি। বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে জিততে হবে।'

ফিট হয়ে অনুশীলনে স্টুয়ার্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : মরশুমের শুরুর দিকে ক্রমাগত গোল খাওয়া নিয়ে সমালোচিত হওয়া সবুজ-মেরুন ডিফেন্স শেষ পাঁচ ম্যাচে মাত্র এক গোল হজম, নিশ্চিতভাবেই তারিফযোগ্য। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাও খুশি ওডিশা এফসি-র বিপক্ষে গোল খাওয়ার পর ফের ক্লিনশিট রাখতে পারায়। তবে এদিন গ্রেগ স্টুয়ার্টের সম্পূর্ণ চোটমুক্ত হওয়া বোধহয় তাঁকে এবং গোটা দলকে আরও বেশি স্বস্তি দিল।

এদিনের অনুশীলনের পর আরও স্বস্তির খবর হল, স্টুয়ার্টের পুরোদস্তুর অনুশীলনে ফেরা। যাঁরা আগের দিন ম্যাচ খেলেননি বা কম সময় খেলেছেন তাঁদের এদিন প্রায় এক ঘণ্টা খাটান মোহনবাগান কোচ। আর সেই দলেই দেখা গেল স্টুয়ার্টকে। প্রথম দল রিকভারি করলেও বাকিদের সঙ্গে টানা এক ঘণ্টা বল নিয়ে অনুশীলন করে স্কটিশ অ্যাটাকার বুঝিয়ে দিলেন পরের চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচের জন্য তিনি তৈরি। ম্যানেজমেন্ট সূত্রেও বলা হচ্ছে, পরের ম্যাচে মাঠে নামতে পারবেন স্টুয়ার্ট। এর ফলে দলের মধ্যেকার প্রতিযোগিতা যে বাড়ল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মনবীর সিংয়ের মতো কেউ কেউ অবশ্য বলছেন, 'প্রতি ম্যাচে আমরা আলাদা আলাদা গোলদাতা পাচ্ছি। এমনকি দেখবেন শুভাশিস (বসু), টমরাও (অ্যালড্রেড) গোল করছে। লিস্টনও (কোলাসো) গোল পেল। এটা যে কোনও দলের জন্য ভালো। দলের জয়ের জন্য একজনের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হচ্ছে না।'

মনবীর এবং লিস্টনের বোঝাপড়ার জন্যই তাঁদের এখন দেশের সেরা উইং হাফ জুটি বলা হয়। মনবীর জানান, তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁর বাড়ানো বল থেকে লিস্টন গোল করবেই, 'দুর্দান্ত গোল করেছে লিস্টন। বলটা বাড়িয়েই আমি বুঝে যাই, ও ঠিক গোল করে দেবে। ওর উপর আমার সেই আস্থা ছিল। আমি নিজের পারফরমেন্সেও খুশি। কিছুদিন ধরে গোলের সুযোগ তৈরির ক্ষেত্রে আমি যেন খানিকটা পিছিয়ে পড়ছিলাম। এখন গোল করা এবং সুযোগ তৈরি, দুইটিই পারছি।' প্রসঙ্গত, গত শনিবারের ম্যাচে শেষ দুই গোলের ক্ষেত্রেই বল বাড়ান মনবীর। সেদিনের ম্যাচে লিস্টনের করা গোলের প্রশংসা করেন মোলিনাও, 'বক্সের মধ্যে বল পেলেও মাথা ঠান্ডা রেখে গোল করা সহজ নয়। ও যেভাবে পাঁচজন ফুটবলারকে ড্রিবল করে গোলটা করেছে তার জন্য প্রশংসা প্রাপ্য।' তাঁর দলের দুর্দান্ত উইং প্লে পারফরমেন্স বাড়াতে সাহায্য করেছে কি না জানতে চাওয়া হলে মোলিনার মন্তব্য, 'আমার দলে দ্রুতগতির উইংগার আছে। সেই সুবিধা আমরা নিতেই পারি। এই ম্যাচে আক্রমণ ছড়িয়ে দিতে পেরেছি সঠিকভাবে। ওরা গোলও করতে পারে। তবে শুধু ওরাই নয়, দলের প্রত্যেকে ভালো খেলেছে। দিমিত্রিস (পেত্রাতোস) গোল না পেলেও জেমি (ম্যাকলারেন), লিস্টনদের ও প্রচুর গোলের বল বাড়িয়েছে। লিস্টন জামশেদপুরের বিপক্ষে গোলে ফিরেছে, আমার বিশ্বাস এবার দিমিও গোলে ফিরবে।'

পুরো সময় অনুশীলন করে খোশমেজাজে গ্রেগ স্টুয়ার্ট (বাঁদিক থেকে তৃতীয়)। সোমবার।

বাগানের পরের ম্যাচ ঘরের চেন্নাইয়ানের বিরুদ্ধে শনিবার। এখন দেখার ওই ম্যাচে শুরু থেকে দিমি না স্টুয়ার্ট, কাকে খেলান মোলিনা! এদিকে, আশিস রাই এদিনও রিহ্যাব করেন।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **গুঞ্জরি দত্ত (ডিম্পি) :** শুভ জন্মদিন। স্বপ্নগুলো সত্যি হোক, সকল আশা পূরণ হোক। শুভ কামনা করি তোমার জন্য। **বাবা-শুভঙ্কর দত্ত,** পূর্ব অরবিন্দনগর, জলঃ।

প্রথম রাউন্ডে হার গুকেশের

সিঙ্গাপুর, ২৫ নভেম্বর : চৌষট্টি খোপে বিশ্বসেরা হওয়ার লড়াইয়ে প্রথম রাউন্ডে হার মানলেন ডোম্মারাজু গুকেশ। ৩০৪ দিন পর জয়ের মুখ দেখলেন ডিং লিরেন।

সোমবার থেকে সিঙ্গাপুরে শুরু হয়েছে দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। যেখানে ভারতের গুকেশের প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন চিনের লিরেন। এদিন সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলায় অ্যাডভান্টেজ ছিল গুকেশের। যদিও তিনি সেই সুবিধা কাজে লাগাতে পারেননি। প্রথম ১২টি চালের ক্ষেত্রে কম সময় নিলেও, মাঝে অতিরিক্ত সময় নিয়ে ফেলেন গুকেশ। শেষ সাতটি চালের জন্য তাঁর হাতে সময় ছিল ৪০ সেকেন্ডেরও কম। তাতেই সব গোলমাল হয় যায়। শেষপর্যন্ত ৪২ চালে ভারতের তরুণ দাবাড়ুকে মাত দেন লিরেন। যদিও ফাইনালে ১৪ রাউন্ড খেলা হবে। তাই প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পাবেন গুকেশ।

আক্রমণের মন্ত্রেই আস্থা অস্কারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : ইস্টবেঙ্গল কোচ হয়ে আসার প্রথম দিন থেকে ফিটনেস, স্ট্র্যাটেজির পাশাপাশি আরও একটা দিকে নজর দিয়েছিলেন অস্কার ব্রুজোঁ। বারবার বলেছেন, দলের মানসিকতায় বদল দরকার। নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ম্যাচের আগেও ফুটবলারদের মানসিকভাবে চাঙ্গা করার দায়িত্ব নিজেই হাতে তুলে নিয়েছেন স্প্যানিশ কোচ।

এবার নর্থইস্ট যে ছন্দে রয়েছে তাতে তাদের হারানো বেশ কঠিন লাল-হলুদের জন্য। মরশুমের শুরুতে কলকাতাতেই ডুরান্ড কাপ জিতেছিল তারা। সেই কথা মনে করিয়ে প্রস্তুতি শুরুর আগে লাল-হলুদ ফুটবলারদের উদ্দেশে অস্কারকে বলতে শোনা গেল, 'যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ওদের জন্য স্মরণীয়। ওরা এটা ভেবেই মাঠে নামবে যে, আমাদের সহজেই হারানো সম্ভব। তবে আমাদেরও বুঝিয়ে দিতে হবে ঘরের মাঠে আমরাই সেরা।'

নর্থইস্ট ম্যাচের আগে অস্কারের বার্তা, 'ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকে বিপক্ষকে চাপে রাখতে হবে। রক্ষণ আগলে আক্রমণে ঝড় তুলে ওদের হতোদ্যম করে দিতে হবে।' এদিকে, সোমবার ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে যোগ দিলেন আনোয়ার আলি ও হিজাজি মাহের। এদিন দলের সঙ্গে পুরোদমে প্রস্তুতি সেরেছেন হেক্টর ইউস্তে। কিন্তু নাওরেম মহেশ ও নন্দকুমার শেখরের পরিবর্তে দুই প্রান্তে কারা খেলবেন? একটা দিকে পিভি বিষ্ণু একপ্রকার নিশ্চিত। আরেক দিক নিয়ে অস্কারের পরীক্ষানিরীক্ষা অব্যাহত। এদিন অনুশীলনে ওই জায়গায় কখনও দেখা গেল সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে, আবার কখনও মাদিহ তালালকে। এমনকি উইংয়ে খেলতে দেখা গেল জিকসন সিংকেও।

হায়দরাবাদকে হাফডজন ওডিশার

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : দুর্বল হায়দরাবাদ এফসি-কে ৬-০ গোলে হারাল ওডিশা এফসি। প্রথমার্ধে ভানলালরুথফেলা ও দিয়েগো মৌরিসিওর গোলে এগিয়ে ছিল সের্জিও লোবেরোর দল। ৫১ মিনিটে হায়দরাবাদের জোংতে আত্মঘাতী গোল করেন। বাকি তিনটি গোল খাওয়ারলিং, মৌরতাদা ফল ও রহিম আলির।

২০২৫ আইপিএলে দশ দলের স্কোয়াড

INDIAN PREMIER LEAGUE

কলকাতা নাইট রাইডার্স

রিটেইনড রিঙ্কু সিং, বরুণ চক্রবর্তী, আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারায়ণ, হর্ষিত রানা, রামনদীপ সিং

নিলামে প্রাপ্তি ভেঙ্কটেশ আইয়ার, আনরিচ নর্তজে, কুইন্টন ডি কক, অঙ্গকৃশ রঘুবংশী, স্পেনসার জনসন, রহমানুল্লাহ গুরবাজ, মইন আলি, বৈভব অরোরা, রোভমান পাওয়েল, আজিঙ্কা রাহানে, উমরান মালিক, মণীশ পান্ডে, অনুকূল রায়, লুভনিত সিসোদিয়া, মায়াঙ্ক মার্কান্ডে

চেন্নাই সুপার কিংস

রিটেইনড রুতুরাজ গায়কোয়াড়, রবীন্দ্র জাদেজা, মাথিশা পাথিরানা, শিবম দুবে, মহেন্দ্র সিং ধোনি

নিলামে প্রাপ্তি নুর আহমদ, রবিচন্দ্রন অশ্বীন, ডেভন কনওয়ে, খলিল আহমেদ, রাচিন রবীন্দ্র (আরটিএম), অনশুল কম্বোজ, রাহুল ত্রিপাঠি, স্যাম কুরান, গুরজপনীত সিং, নাথান এলিস, দীপক হুডা, জেমি ওভার্টন, বিজয় শংকর, বংশ বেদি, সি আন্দ্রে সিদ্ধার্থ, রামকৃষ্ণ ঘোষ, শেখ রশিদ, মুকেশ চৌধুরী, কমলেশ নাগারকোটি, শ্রেয়স গোপাল

দিল্লি ক্যাপিটালস

রিটেইনড অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, ট্রিস্টান স্টাবস, অভিষেক পোড়েল

নিলামে প্রাপ্তি লোকেশ রাহুল, মিচেল স্টার্ক, থঙ্গরাসু নটরাজন, জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক (আরটিএম), মুকেশ কুমার (আরটিএম), হ্যারি ব্রুক, আশুতোষ শর্মা, মোহিত শর্মা, ফাফ ডুপ্লেসি, সমীর রিজভি, ডোনোভান ফেরেইরা, দুষ্মন্ত চামিরা, বিপরাজ নিগম, করুণ নায়ার, মাধব তিওয়ারি, মানবন্ত কুমার, ত্রিপুরানা বিজয়, দর্শন নালকান্ডে, অজয় মণ্ডল

পাঞ্জাব কিংস

রিটেইনড শশাঙ্ক সিং, প্রভসিমরন সিং

নিলামে প্রাপ্তি শ্রেয়স আইয়ার, অর্শদীপ সিং (আরটিএম), যুযবেন্দ্র চাহাল, মার্কাস স্টোয়িনিস, মার্কো জানসেন, নেহাল ওয়াধেরা, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, প্রিয়াংশ আর্য, জোশ ইনগ্লিস, আজমাতুল্লাহ ওমরজাই, লকি ফার্গুসন, বিজয়কুমার ব্যশক, যশ ঠাকুর, হরপ্রীত ব্রার, অ্যারন হার্ডি, বিষ্ণু বিনোদ, কুলদীপ সেন, জাভিয়ের বার্টলেট, সূর্যাংশ শেরগে, পিলা অবিনাশ, মুশির খান, হার্নুর সিং, প্রবীন দুবে

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

রিটেইনড জসপ্রীত বুমরাহ, হার্দিক পান্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদব, রোহিত শর্মা, তিলক ভার্মা

নিলামে প্রাপ্তি ট্রেন্ট বোল্ট, দীপক চাহার, নমন ধীর (আরটিএম), উইল জ্যাকস, আল্লাহ মহম্মদ গজনফার, মিচেল স্যান্টনার, রায়ান রিকেলটন, রিস টপলে, লিজাড উইলিয়ামস, রবিন মিঞ্জ, করণ শর্মা, ভিগনেশ পুথুর, বেভন জ্যাকবস, সত্যনারায়ণ রাজু, রাজ অঙ্গদ বাওয়া, অশ্বীনি কুমার, অর্জুন তেন্ডুলকার, কৃশান শ্রীজিৎ

গুজরাট টাইটান্স

রিটেইনড রশিদ খান, শুভমান গিল, বি সাই সুদর্শন, শাহরুখ খান, রাহুল তেওয়াটিয়া

নিলামে প্রাপ্তি জস বাটলার, মহম্মদ সিরাজ, কাগিসো রাবাদা, প্রসিধ কৃষ্ণা, ওয়াশিংটন সুন্দর, শেরফানে রাদারফোর্ড, জেরাল্ড কোয়েৎজে, রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর (আরটিএম), মাহিপাল লোমরোর, গুরনুর ব্রার, আর্শাদ খান, করিম জানাত, জয়ন্ত যাদব, ইশান্ত শর্মা, কুমার কুশাগ্র, নিশান্ত সিন্ধু, মানব সুথার, অনুজ রাওয়াত, কুলবন্ত খেজরোলিয়া

রাজস্থান রয়্যালস

রিটেইনড যশস্বী জয়সওয়াল, সঞ্জু স্যামসন, ধ্রুব জুরেল, রিয়ান পরাগ, শিমরন হেটমেয়ার, সন্দীপ শর্মা

নিলামে প্রাপ্তি জোফ্রা আর্চার, তুষার দেশপান্ডে, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা, মহেশ থিকশানা, নীতীশ রানা, ফজলহক ফারুকি, কয়েনা মাফাকা, আকাশ মাধওয়াল, বৈভব সূর্যবংশী, শুভম দুবে, যুধবীর সিং, কুণাল সিং রাঠোর, অশোক শর্মা, কুমার কার্তিকেয় সিং

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

রিটেইনড বিরাট কোহলি, রজত পাতিদার, যশ দয়াল

নিলামে প্রাপ্তি জোশ হ্যাজেলউড, ফিল সল্ট, জিতেশ শর্মা, ভুবনেশ্বর কুমার, লিয়াম লিভিংস্টোন, রসিক সালাম দার, ক্রুণাল পান্ডিয়া, টিম ডেভিড, সুযশ শর্মা, জ্যাকব বেথেল, দেবদত্ত পাডিক্কাল, নুয়ান থুশারা, রোমারিও শেফার্ড, লুঙ্গি এনগিডি, স্বপ্নিল সিং (আরটিএম), অভিনন্দন সিং, স্বস্তিক চিকারা, মোহিত রাঠি, মনোজ ভানদাগে

লখনউ সুপার জায়েন্টস

রিটেইনড নিকোলাস পুরান, মায়াঙ্ক যাদব, রবি বিষ্ণোই, আয়ুষ বাদোনি, মহসিন খান

নিলামে প্রাপ্তি ঋষভ পন্থ, আবেশ খান, আকাশ দীপ, ডেভিড মিলার, আব্দুল সামাদ, মিচেল মার্শ, শাহবাজ আহমেদ, আইডেন মার্করাম, শামার জোসেফ, মণিমরণ সিদ্ধার্থ, ম্যাথু ব্রিৎজকে, অর্শীন কুলকার্নি, দিগ্বেশ সিং, প্রিন্স যাদব, যুবরাজ চৌধুরী, আকাশ সিং, রাজবর্ধন হাঙ্গারগেকার, আরিয়ান জুয়াল, হিম্মত সিং

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

রিটেইনড হেনরিচ ক্লাসেন, প্যাট কামিন্স, অভিষেক শর্মা, ট্রাভিস হেড, নীতীশ কুমার রেড্ডি

নিলামে প্রাপ্তি ঈশান কিষান, মহম্মদ সামি, হর্ষল প্যাটেল, রাহুল চাহার, অভিনব মনোহর, অ্যাডাম জাম্পা, সিমরজিৎ সিং, এশান মালিঙ্গা, ব্রাইডন কার্স, জয়দেব উনাদকাত, কামিন্দু মেন্ডিস, জিশান আনসারি, অনিকেত ভার্মা, অথর্ব তাইরে, শচীন বেবি

১৮ কোটি প্রাপ্য ছিল, দাবি চাহালের

সিএসকে ঝাঁপিয়েছে দেখে আপ্লুত অশ্বীন

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর : এক দশক পর ঘরে ফেরা!

রবিচন্দ্রন অশ্বীনের কাছে চেন্নাই সুপার কিংসে ফেরা অনেকটা সেরকমই। ২০১৫ সালের পর ২০২৫। আবার হলুদ জার্সিতে নিজের ক্রিকেটীয় আঁতুড়, নিজের শহরের আইপিএল টিমে খেলার সুযোগ। খুশির সঙ্গে আবেগের চোরাস্রোত অশ্বীনের গলায়।

পারথ টেস্টে ভারতীয় দলের ইতিহাস। রিজার্ভ বেঞ্চে বসে যেমন সতীর্থদের বাইশ গজের দাপটে চোখ রেখেছিলেন। তেমনই নজর ছিল আইপিএল নিলামেও। ৯.৭৫ কোটি টাকায় চেন্নাই সুপার কিংস নেওয়ার পর থেকে অশ্বীন বলেছেন, '১০ বছর আগে শেষবার চেন্নাইয়ের হয়ে খেলেছিলাম। খুশিটা কীভাবে প্রকাশ করব জানি না। যেভাবে আমার জন্য নিলামে ওরা ঝাঁপিয়েছে, মন ছুঁয়ে গিয়েছে। ২০১১ সালের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। বিশেষ মুহূর্ত আমার জন্য।'

সুপার কিংসের কাছে তিনি ঋণী, সেই কথাও অকপটে জানালেন অশ্বীন। বলেছেন, 'জীবন একটা বৃত্ত। ২০০৮ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত খেলেছিলাম। যার জন্য আমি ঋণী। যা শিখেছি এবং তা কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সাফল্য পেয়েছি, তার নেপথ্যে সিএসকে।'

চেন্নাইয়ে বেড়ে ওঠা। চিপক স্টেডিয়ামে ক্রিকেটের সলতে পাঁকানোর শুরু। অশ্বীন বলেছেন, 'গত এক দশকে চেন্নাই ফ্যানদের উন্মাদনা

পাঞ্জাব কিংসে যোগ দেওয়ার পর ধন্যবাদ জানিয়ে ভিডিয়ো পোস্ট করলেন যুযবেন্দ্র চাহাল।

দেখেছি। যখন রাজস্থানে ছিলাম, তখন চেন্নাইয়ে খেলা কঠিন হত আমার। নিজের শহর, অথচ প্রতিপক্ষ দলের বলে কেউ গলা ফাটাত না আমার হয়ে। চেন্নাইয়ে ফিরতে পেরে আমি খুশি। বিশাল সংখ্যক সমর্থকদের সামনে খেলার জন্য মুখিয়ে আছি। উদগ্রীব মহেন্দ্র সিং ধোনি, রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের সঙ্গে খেলার জন্য।'

রাজস্থান রয়্যালসে অশ্বীনের স্পিন পার্টনার যুযবেন্দ্র চাহাল এবার নতুন দল পাঞ্জাব কিংসে। ১৮ কোটি বড় দরে। তারকা লেগস্পিনারের মতে, এই অঙ্কটা তার প্রাপ্য ছিল। আত্মবিশ্বাসী চাহাল বলেছেন, 'বেশ নার্ভাস ছিলাম। কিছুটা উদ্বিগ্নও। আমি মনে করি, এই দামটা আমার প্রাপ্য। পাশাপাশি আইপিএলের দুই মাস প্রতিটি ক্রিকেটারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অনেক কিছু শেখা যায়, তেমনই নিজেকে প্রস্তুত রাখা যায়।'

অর্শদীপ সিং, শ্রেয়স আইয়ারকে আইপিএলে সতীর্থ হিসেবে পাওয়া নিয়েও খুশি। বন্ধুত্ব, সম্পর্ক আরও পোক্ত হবে। একইসঙ্গে রিকি পন্টিংয়ের প্রশিক্ষণের খেলার সুযোগ কাজে লাগাতে চান। চান অনেক কিছু শিখতেও।

নিলামের আগেই চাহালের মন বলছিল পাঞ্জাব তাঁকে নিতে পারে। যে রহস্য ভেদ করে বলেছেন, 'বন্ধুরা বলেছিল আমি এবার পাঞ্জাব যাব। তেমনই একটা ধারণা ছিল আমারও। কিন্তু এত দাম পাব ভাবিনি। ভরসার মর্যাদা রাখতে চাই। পাঞ্জাবের জার্সিতে নিজের সেরাটা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে নামব।'

ফোনের উলটোদিকে ধোনি নাকি!

রবিবার আইপিএল নিলামের মাঝে ছোট্ট বিরতি চলছিল। সেই সময় কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো হাজির তাঁর পুরোনো দল চেন্নাই সুপার কিংসের টেবিলে। তখন চেন্নাইয়ের এক কর্তা ল্যাপটপ সামনে রেখে কারও সঙ্গে কথা বলছিলেন। ব্রাভো সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে হাসতে থাকেন। তখন সেই ব্যক্তিটি তাঁর ইয়ারপিস খুলে ব্রাভোকে দেন। এরপর ব্রাভো ফোনের উলটোদিকে থাকা ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে থাকেন। সামাজিক মাধ্যমে সেই ভিডিও দেখার পর অনেকের অনুমান ওই ব্যক্তিটি স্বয়ং ধোনি।

বিরাটের কাঁধে হয়তো ফের আরসিবি-র ভার

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর : এক দল দুই নেতা। আগামী আইপিএলে এমন অভিনব দৃশ্য দেখা গেলে অবাক হওয়ার থাকবে না। দিল্লি ক্যাপিটালস সেই সম্ভাবনা উসকে দিয়েছে। ঋষভ পন্থকে ছেড়ে দিলেও অক্ষর প্যাটেলকে (১৬.৫ কোটি) ধরে রাখে দিল্লি। সম্ভাব্য অধিনায়ক হিসেবে ধরা হচ্ছিল স্পিন-অলরাউন্ডারকে। কিন্তু প্রথম দিনের নিলামে লোকেশ রাহুলকে (১৪ কোটি) পাওয়ার পর ভাবনায় নতুন টুইস্ট।

লোকেশের জন্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থ জিন্দালদের উৎসাহে অনেকে নেতৃত্বের অঙ্ক খুঁজে পাচ্ছেন। নিলামের ফাঁকে সেই সম্ভাবনার উসকে দেন ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম মালিক পার্থ জিন্দালও। তবে একা লোকেশ নয়, অক্ষরকেও নেতা

লোকেশ ও অক্ষর, দ্বৈত নেতৃত্বের ইঙ্গিত দিল্লির

হিসেবে দেখছেন। জানিয়ে দেন, দুজনে মিলে দল পরিচালনা করবে!

লোকেশকে নেওয়ার পর প্রতিক্রিয়ায় পার্থ জিন্দাল বলেছেন, 'টপ অর্ডারে এমন একজনকে খুঁজছিলাম, যে অভিজ্ঞ হবে, দলের ইনিংস গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। লোকেশ রাহুলের আইপিএল পরিসংখ্যানে সেই দক্ষতার প্রতিফলন। প্রতি আসরে চারশো প্লাস রান করেছে। আমার ধারণা কোটলা উইকেটে ওর ক্রিকেটের জন্য মানানসই হবে। ওকে পেয়ে আমরা উত্তেজিত।'

এরপর কিছুটা অবাক করেই বলেছেন, 'আমাদের তরুণ ব্যাটিং লাইনআপ। ওদের নেতৃত্ব দেবে লোকেশ, অক্ষর দুইজন মিলে। গাইড করবে ওরা। লোকেশের ব্যাটিং দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা নিশ্চিতভাবে আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

এদিকে, তিন বছর পর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক পদে বিরাট কোহলির ফেরার সম্ভাবনা প্রবল। দীর্ঘ ৯ বছর দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার পর ২০২১-এ সরে দাঁড়ান। পরের তিন বছর দায়িত্বে থাকা ফাফ ডুপ্লেসিকে ছেড়ে দিয়েছে দল। সুযোগ ছিল লোকেশ, শ্রেয়স আইয়ার, ঋষভ পন্থ নিলামে নেওয়ার। যদিও সেই পথে হাঁটেনি আরসিবি। বাকিরা যখন ঝাঁপিয়েছে, নিরুত্তাপ থেকেছে। দুই

> টপ অর্ডারে এমন একজনকে খুঁজছিলাম, যে অভিজ্ঞ হবে, দলের ইনিংস গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। লোকেশ রাহুলের আইপিএল পরিসংখ্যানে সেই দক্ষতার প্রতিফলন। প্রতি আসরে চারশো প্লাস রান করেছে। আমার ধারণা কোটলা উইকেটে ওর ক্রিকেটের জন্য মানানসই হবে। ওকে পেয়ে আমরা উত্তেজিত।
>
> **পার্থ জিন্দাল**
> দিল্লি ক্যাপিটালসের অন্যতম কর্ণধার

মার্কি ক্রিকেটারের সেটে একমাত্র প্রাপ্তি লিয়াম লিভিংস্টোন। অথচ, ঋষভ, লোকেশের মধ্যে একজন বেঙ্গালুরুতে যেতে পারে বলে জল্পনা চলছিল। টিম বেঙ্গালুরুর নিলাম-স্ট্র্যাটেজি বিরাটের অধিনায়ক হওয়ার জল্পনা উসকে দিয়েছে।

আরসিবি-র ডিরেক্টর (ক্রিকেট) মো বাবট অবশ্য জানান, এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। নিলাম প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনায় বসবেন। তবে নিলামের স্ট্র্যাটেজিতে বিরাটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার (নিলাম নিয়ে ফিডব্যাকও পাঠিয়েছেন) পর দুয়ে দুয়ে চার করছেন অনেকে।

মাহিকে মিস করবেন মুম্বইয়ের দীপক

কোহলির সঙ্গী ভুবনেশ্বর, ৮ কোটিতে মুকেশ-আকাশ

জেড্ডা, ২৫ নভেম্বর : মেগা নিলামের প্রথম দিনেই ঘর গোছানোর কাজ অনেকটাই সেরে নিয়েছিল দশ ফ্র্যাঞ্চাইজি। আজ শেষদিনে ফাঁকফোকর ভরানোর পালা। হাতের কমে আসা অর্থ নিয়ে অঙ্ক মেলানোর প্রয়াসে উত্তেজনার পারদ দ্বিতীয় দিনেও।

প্রথম দিনের মতো অর্থের ঝলকানি না থাকলেও ভুবনেশ্বর কুমার, দীপক চাহার, মুকেশ কুমার, আকাশ দীপ সহ ভারতীয় পেসারদের নিয়ে টানাটানি চোখে পড়ার মতো। সোমবার দ্বিতীয় দিনের নিলামে সেরা দর ১০.৭৫ কোটি টাকায় ভুবনেশ্বর কুমারকে তুলে নেয় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দৌড়ে থাকলেও আরসিবি একেবারে শেষদিকে বিড়ে ঢুকে টেক্কা দেয় বাকিদের। ভুবনেশ্বরকে না পাওয়ার হতাশা মুম্বই মেটায় দীপক চাহারকে (৯.২৫ কোটি, দিল্লি ক্যাপিটালস) ও আকাশ দীপ (৮ কোটি, লখনউ সুপার জায়েন্টস)। একঝাঁক দল দুই পেসারের জন্য দর হাঁকলেও বাংলা রনজি ট্রফির দলের দুই পেসারকে নেওয়ার কোনও আগ্রহ দেখায়নি কলকাতা নাইট রাইডার্স। আবারও সে বাংলার ক্রিকেটারদের প্রতি নাইটদের বঞ্চনার ছবি।

নিলামে উত্তেজনা ছিল আফগানিস্তানের ১৮ বছরের রহস্য স্পিনার আল্লাহ মহম্মদ গজনফার (৪.৬০ কোটি, মুম্বই), ক্রুণাল পান্ডিয়াদের (৫.৭৫ কোটি, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু) নিয়েও। দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা পেস-অলরাউন্ডার মার্কো জানসেন (৭ কোটি, পাঞ্জাব কিংস) নিয়ে দলের ভারসাম্য বাড়িয়ে নেওয়া খুশি ধরা পড়ল রিকি পন্টিং-প্রীতি জিন্টাদের মধ্যে।

চমক তেরো বছরের বৈভব সূর্যবংশী। সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে নিলাম তালিকায় নাম লেখান। এবার সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে ঢুকে পড়লেন আইপিএল সংসারেও। তেরোতেই কোটিপতি বৈভব (১.১০ কোটি, রাজস্থান রয়্যালস), রাহুল দ্রাবিড়ের প্রশিক্ষণে ক্রিকেট অস্ত্রে শান দেওয়ার সুযোগ। দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে ছয় ছক্কা হাঁকিয়ে চমকে দেওয়া প্রিয়াংশ আর্যকে (৩.৮ কোটি) নেয় পাঞ্জাব।

শেষবেলায় দল পেয়েছেন আজিঙ্কা রাহানে। কেকেআর তাঁকে ১.৫০ কোটি টাকাতে কিনেছে। অর্জুন তেন্ডুলকার গিয়েছেন মুম্বইয়ে।

নিলামের ফাঁকে হালকা মেজাজে আশিস নেহেরা ও ডোয়েন ব্রাভো।

ব্রেস্টকে গুরুত্ব বার্সা কোচ ফ্লিকের

ম্যাঞ্চেস্টার ও বার্সেলোনা, ২৫ নভেম্বর : লাগাতার হারে জর্জরিত। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ পয়েন্ট টেবিলে এই মুহূর্তে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির অবস্থান দশ নম্বরে। আত্মবিশ্বাসও তলানিতে ঠেকেছে। সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলাও প্রকারান্তে জানিয়ে দিলেন, 'অন্যকিছু করার মতো পরিস্থিতি নেই।'

মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সিটির প্রতিপক্ষ

আত্মবিশ্বাস ফেরাতে জয় চাইছে সিটি

ফেনুর্দ। তুলনামূলকভাবে দুর্বল দল হলেও ম্যান সিটির এই মুহূর্তে যা অবস্থা তাতে তারা যে অন্তত ম্যাচটা ড্র করবে একথাও জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। গুয়ার্দিওলাও মেনে নিচ্ছেন এই মরশুমে সাফল্যের ধারা বজায় রাখা কঠিন। ফেনুর্দ ম্যাচের আগে আরও একবার তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'গত কয়েক মরশুমে আমরা যে সাফল্য পেয়েছি এবার তা ধরে রাখা খুবই কঠিন।' একইসঙ্গে বললেন, 'এখন নতুন করে কিছু করারও নেই। পরের ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া কিছুই আমাদের হাতে নেই।'

এদিকে, চোট সারিয়ে ফিরলেও ছন্দে নেই সিটির তারকা ফুটবলার কেভিন ডি ব্রুয়েন। নিজের খেলা নিয়ে বেশ অসন্তুষ্ট বেলজিয়ামের মিডফিল্ডার। বলছেন, 'দলকে সাহায্য করতে না পারা আমার কাছে খুবই হতাশার। তবে এখন মনে হচ্ছে আমি আগের থেকে ফিট।' সঙ্গে এও জানালেন, ঘুরে দাঁড়াতে ঘরের মাঠে ফেনুর্দ ম্যাচটাকেই পাখির চোখ করেছেন তাঁরা।

এদিকে, বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ম্যাচ রয়েছে বার্সেলোনার। প্রতিপক্ষ ব্রেস্ট। কাতালান জায়েন্টরাও এই মুহূর্তে খুব একটা ভালো জায়গায় নেই। লামিনে ইয়ামাল চোটের কবলে। তরুণ স্প্যানিশ উইংগারের অভাব হারে হারে টের পাচ্ছে বার্সা। তবে হ্যান্সি ফ্লিক বলছেন, 'আমাদের ভুলগুলো শুধরে নিতে হবে। উইথ দ্য বল উন্নতি করতে হবে।' যদিও প্রতিপক্ষ ব্রেস্টকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন বার্সা কোচ। এছাড়া মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হাইভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি হবে পিএসজি ও বায়ার্ন মিউনিখ।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

স্লোভান ব্রাতিস্লাভা বনাম এসি মিলান
স্পার্টা প্রাহা বনাম অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
ম্যাচ শুরু ঃ রাত ১১.১৫ মিনিটে

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি বনাম ফেনুর্দ
বার্সেলোনা বনাম ব্রেস্ট
বায়ার্ন মিউনিখ বনাম প্যারিস সাঁ জাঁ
ইন্টার মিলান বনাম আরবি লিপজিগ
ইয়াং বয়েজ বনাম আটালান্টা
বেয়ার লেভারকুসেন বনাম আরবি সলজবার্গ
স্পোর্টিং লিসবন বনাম আর্সেনাল
ম্যাচ শুরু : রাত ১.৩০ মিনিটে
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

গোলখরা কাটল এমবাপের

মাদ্রিদ, ২৫ নভেম্বর : লা লিগায় বার্সাকে তাড়া করছে রিয়াল মাদ্রিদ। রবিবার তারা ৩-০ গোলে হারিয়েছে লেগানেসকে। রিয়ালের হয়ে গোল করেন কিলিয়ান এমবাপে, জুডে বেলিংহাম ও ফেডেরিকো ভালভের্দে।

এদিন চেনা ছন্দে দেখা গেল রিয়াল তারকা কিলিয়ান এমবাপেকে। তাঁকে এদিন লেফট উইংয়ে খেলান কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। নিজের পছন্দের পজিশনে ফিরতেই গোল পেলেন ফরাসি অধিনায়ক। ৪৩ মিনিটে দলকে এগিয়ে দেন তিনি। দীর্ঘ চার ম্যাচ পর গোল পেলেন এমবাপে। ৬৬ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান উরুগুয়ের মিডিও ভালভের্দে। ৮৫ মিনিটে তৃতীয় গোলটি ইংরেজ মিডিও বেলিংহামের।

ম্যাচের কোচ আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'ওসাসুনা ম্যাচে ৪-০ গোলে জিতেছিলাম। সেই ছন্দ বজায় রেখে লেগানেসের বিরুদ্ধেও জয় পেয়েছি। এদিন আমি স্ট্রাইকারদের পজিশন পরিবর্তন করেছিলাম। বাঁদিকে এমবাপেকে নিয়ে এসে ভিনিসিয়াস জুনিয়ারকে মাঝখানে খেলাই। দুইজনেই ভালো খেলেছে।' এদিন রিয়াল মাদ্রিদ অ্যাকাডেমি থেকে উঠে আসা প্রতিভাবান ডিফেন্ডার রাউল অ্যাসেন্সিও প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়ে দারুণ খেলেন। তাঁর প্রশংসা করে কোচ আন্সেলোত্তি বলেন, 'রাউলের পরিণত মানসিকতা আমাকে অবাক করেছে। লেগানেসের বিরুদ্ধে দারুণ খেলেছে। এর থেকে বোঝা যায়, আমাদের অ্যাকাডেমি খুব ভালো কাজ করছে।'